Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

যাকাতের গুরুত্ব ও ফজিলত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

জাহানারা বেগম

রোলঃ 23100120370

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

যাকাতের গুরুত্ব ও ফজিলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

জাহানারা বেগম

রোলঃ 23100120370

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " যাকাতের গুরুত্ব ও ফজিলত " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে জাহানারা বেগম, আইডিঃ 23100120370 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " যাকাতের গুরুত্ব ও ফজিলত " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: জিল্লুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

Jahanara Begum

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

জাহানারা বেগম

আইডিঃ 23100120370

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা 6

যাকাত 8

যাকাতের নামকরণের কারণ: 9

যাকাত ইসলামের তৃতীয় স্তম্ভ 9

পূর্ববর্তী উম্মতের উপর যাকাত: 11

যাকাত ও সুন্নাত এর সম্পর্ক 13

যাকাত ফরয হওয়ার সময় 16

যাকাতের গুরুত্ব ও ফযীলত 17

কুরআন ও হাদীস হতে যাকাত আদায়ের নির্দেশ 32

যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে আবু বকর (রা)-এর যুদ্ধ ঘোষণা 44

যাকাত দরিদ্রদের অধিকার 46

অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে যাকাতের গুরুত্ব 47

যাকাত ও সাদাকাহর মধ্যে পার্থক্য 50

যাকাত ও ট্যাক্সের পার্থক্য 52

সার্বভৌমত্বের অধিকারী মহান আল্লাহ ﷻ 53

যাকাত ফরয হওয়ার শর্তাবলী 55

ধন-সম্পদের ক্ষেত্রে শর্ত 60

যাকাত আদায় ওয়াজিব হওয়ার সময়: 63

যে সকল সম্পদের যাকাত দিতে হবে 70

পশুর যাকাত 75

যেসব পশু দ্বারা যাকাত আদায় করা হবে সেসব পশুর বৈশিষ্ট্যসমূহ 83

যাকাত আদায় করার জন্য নির্ধারিত পশু পাওয়া না গেলে করণীয় 86

যাকাতের হকদার 87

যাদেরকে যাকাত দেয়া যাবে না.....96
স্ত্রী কর্তৃক স্বামীকে যাকাত দেয়ার বিধান 100
যাকাত প্রদানের ক্ষেত্রে যাদেরকে অগ্রাধিকার দেয়া উচিত.....102
যাকাতের মাল মসজিদ ও গোরস্থানের কাজে ব্যবহার করা যাবে না:.....105
যাকাত ওয়াজিব হয়েছে কিন্তু তা আদায়ের পূর্বেই বিক্রি করলে তার হুকুম কী হবে 106
হিসাব ব্যতীত যাকাত আদায়ের বিধান.....109
যেসব সম্পদে যাকাত নেই.....109
উশর কী.....111
উৎপাদিত ফসলের নিসাব.....116
বৃষ্টির পানি ও কৃত্রিম সেঁচ উভয়ের সমন্বয়ে উৎপাদিত ফসলের যাকাত 117
বাংলাদেশের ভূমি উশরী না খারাজী.....125
খারাজী ভূমি.....127
ফিতরা বা সদকাতুল ফিতর কার ওপর ওয়াজিব?.....129
যাকাত আদায়ের দায়িত্ব কার 137
যাকাত গ্রহণকারীর জন্য করণীয় 140
সারসংক্ষেপ.....142

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার জন্য। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক সেই নবীর উপর যার পরে আর কোন নবী নেই, তার পরিবারবর্গ ও সাহাবীদের উপর।

ইসলাম আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার দেয়া এক পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। এ জীবন ব্যবস্থায় এক সুষম ও ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনীতি ছাড়াও সামাজিক ন্যায়বিচারকে নিশ্চিত করার জন্যে যাকাত-এর একটি চমৎকার কর্মসূচীর বিধান রাখা হয়েছে। ইসলামের ৫টি স্তম্ভের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হচ্ছে যাকাত। সমাজের বিত্তবান ও সচ্ছল লোকদের বাড়তি সম্পদের একটি নির্দিষ্ট অংশ নিয়মিত আদায় করে দরিদ্র ও বঞ্চিত লোকদের মধ্যে যথাযথ বণ্টন করাই এ কর্মসূচীর প্রধান বৈশিষ্ট্য। বলাবাহুল্য, এটি যেমন একটি রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম, তেমনি ইসলামের একটি মৌলিক ইবাদতও। তাই পবিত্র কুরআনের বহু স্থানে সালাতের পাশাপাশি যাকাতেরও আদেশ করা হয়েছে এবং আল্লাহর অনুগত বান্দাদের জন্য অশেষ সওয়াব, রহমত ও মাগফিরাতের পাশাপাশি আত্মশুদ্ধিরও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন,

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ

আর তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং রুকূকারীদের সাথে রুকূ কর। -সূরা বাকারা : ৪৩

وَ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ ؕ وَ مَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

তোমরা সালাত আদায় কর এবং যাকাত প্রদান কর। তোমরা যে উত্তম কাজ নিজেদের জন্য অগ্রে প্রেরণ করবে তা আল্লাহর নিকটে পাবে। নিশ্চয়ই তোমরা যা কর আল্লাহ তা দেখছেন। -সূরা বাকারা : ১১০

অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে-

وَ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ وَ اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ

‘তোমরা সালাত আদায় কর, যাকাত দাও এবং রাসূলের আনুগত্য কর যাতে তোমরা অনুগ্রহভাজন হতে পার।’-সূরা নূর : ৫৬

বস্তুত ইসলামী জ্ঞান ও আদর্শের ক্ষেত্রে যাকাত মহান আল্লাহর একটি বিশেষ অবদান যা একটি উন্নত সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে অনবদ্য ভূমিকা পালন করার পাশাপাশি তা আদায়ে মহান আল্লাহর অশেষ অনুগ্রহ ও রহমত হাসিল করা যায়।

থিসিসের উদ্দেশ্য

ইসলামী অর্থব্যবস্থায় যাকাতের গুরুত্ব, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব এবং আধুনিক সমাজে এর কার্যকারিতা বিশ্লেষণ করা। পাশাপাশি কুরআন ও হাদীসের আলোকে যাকাতের বিধান ও তাৎপর্য তুলে ধরা, যাকাত আদায় না করার পরিণতি, দারিদ্র্য বিমোচন ও অর্থনৈতিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠায় এর ভূমিকা পর্যালোচনা করা এবং সমাজে সুষ্ঠু যাকাত ব্যবস্থার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করা এ থিসিসের অন্যতম উদ্দেশ্য।

যাকাত

زكواة এর আভিধানিক অর্থ:

যাকাত زكاة / زكواة শব্দটি আরবি। এর বহুবচন হলো زكوات এর আভিধানিক অর্থ হলো, পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা যাকাতের সমর্থবোধক শব্দ হলো ، المدح، النماء الطهارة البركة অর্থাৎ, পবিত্রতা, বর্ধণ, আধিক্য ও প্রশংসা। আল্লামা জুরযানী রহ. তাঁর বিখ্যাত التعريفات গ্রন্থে বলেন, الزكاة في اللغة الزيادة
অর্থাৎ, যাকাতের আভিধানিক অর্থ হলো বৃদ্ধি বা বর্ধন।

পারিভাষিক সংজ্ঞা:

যাকাতের পরিচয় সম্পর্কে ইমাম কুসতলানী রহ. বলেন-

اسم لما يخرج من مال على وجه مخصوص سمى بها ذلك لانها تطهر المال من الخبث وتقيه من الافات والنفس من رذيلة البخل وهي احل اركان الاسلام يكفر جامد.

অর্থাৎ, নিদিষ্ট পন্থায় কোন মাল থেকে বিশেষ কোন পদ্ধতিতে কোন কিছু বের হওয়া কে যাকাত বলা হয়। যাকাত মালকে পবিত্র করে। এবং বিভিন্ন ক্ষতি ও কৃপণতা থেকে মানুষ কে হেফাজত করে। যাকাত ইসলামের পাঁচ রোকনের মধ্যে হতে একটি। আর যাকাত অস্বীকার কারী কাফের।

আল্লামা জুরজানী রহ. বলেন,

عبارة عن إيجاب طائفة من المال في مال مخصوص لمالك مخصوص

অর্থাৎ, যাকাত হল নিদিষ্ট কোন সম্পদের একটি অংশকে নিদিষ্ট কাউকে মালিক বানিয়ে দেয়া।

যাকাতের নামকরণের কারণ:

যাকাত শব্দের অর্থ বৃদ্ধি পাওয়া। রিবা (সুদ) অর্থ ও বৃদ্ধি পাওয়া তবে যাকাত ও রিবার মধ্যে পার্থক্য আছে। যাকাত সম্পদের বরকত ও ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। এবং সম্পদ পবিত্র করে। অপর দিকে রিবা সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। কিন্তু বরকত নষ্ট করে। এজন্য মহান রব্বল আলামীন বলেন-

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم.

তাদের মালামাল থেকে যাকাত গ্রহণ কর যাতে তুমি সেগুলোকে পবিত্র করতে এবং সেগুলোকে বরকতময় করতে পার। (সুরা তাওবা, আয়াত নং-১০৩)

আল্লামা শাওকানী বলেন, কোন জিনিস বৃদ্ধি পেলে এই শব্দ বলা হয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া। খুব বেশি কল্যাণময় হলে তা বলা হয়। আর ধন- সম্পদের একটা অংশ বের করে দিলে যাকাত/প্রবৃদ্ধি পাওয়া বলা হয়। অথচ তা কমে। তা বলা হয় এজন্যে যে, যাকাত দিলে তার বরকত বেড়ে যায় বা যাকাত দাতা অধিক সওয়াবের অধিকারী হয় এজন্য যাকাত কে যাকাত নামকরণ করা হয়।

যাকাত ইসলামের তৃতীয় স্তম্ভ

সালাতের পর ইসলামের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হচ্ছে যাকাত। সাধারণত সালাতের পরই সিয়ামের উল্লেখ করা হয় বলে অনেকের মনে এ বিশ্বাস জন্মেছে যে, সালাতের পরই বুঝি সিয়ামের স্থান। কিন্তু আল-কুরআনুল কারীম থেকে জানা যায় সালাতের পর যাকাতই হচ্ছে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

অন্য দিকে রাসূলে আকরাম (সা.) বলেন:

عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله واقام الصلوة وايتاء الزكوة والحج وصوم رمضان

"ইবনে উমার (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির উপর স্থাপিত।

০১. এই সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহর রাসূল;

০২. নামায কায়েম করা;

০৩. যাকাত দেয়া;

০৪. হজ্জ করা এবং

০৫. রামাদ্বান মাসে সিয়াম পালন করা।"

(সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুল ঈমান, হাদীস ০৭)

সুতরাং বুঝা গেল- কেউ ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা মানে ইসলামের এই পাঁচটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা। এই পাঁচটি ভিত্তি বা খুঁটি বা স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার লক্ষ্যে কুরআন ও হাদিস ভিত্তিক জীবন পরিচালনার কোন বিকল্প পথ নেই। যারা এর কোন একটিকে মানতে কুরআন ও হাদিস ভিত্তিক নীতির একটুও অবমূল্যায়ন করবে তারা দ্বীন তথা ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারবে না।

মূলত: মানুষের জীবনে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার হুকুম. মেনে চলার নামই ইবাদাত। এ ইবাদাতকে প্রাথমিকভাবে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন:

০১. দৈহিক ইবাদাত ও

০২. আর্থিক ইবাদাত।

দৈহিক ইবাদতের গ্রহণযোগ্য বাস্তবরূপ হচ্ছে সালাত আদায় করা আর আর্থিক ইবাদাতের বাস্তবরূপ হচ্ছে যাকাত আদায় করা। এ দু'টিই মুসলিম উম্মাহর সামর্থবানদের প্রতি সমানভাবে ফরয বা অবশ্যই পালনীয় কর্তব্য হিসেবে স্বীকৃত।

পূর্ববর্তী উম্মতের উপর যাকাত:

সৃষ্টির সূচনা থেকেই ইসলামে যাকাতের বিধান প্রচলিত ছিল। কারণ মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যখন পৃথিবীকে বসবাসের উপযোগী হিসেবে তৈরি করেন, ঠিক সেই থেকে দুনিয়াতে ধনী ও দরিদ্র এ দুই শ্রেণির মানুষ বসবাস করে আসছে।

ধনী-দরিদ্রের মধ্যে অর্থনৈতিক ভেদাভেদ দূর করে সাম্যের সমাজ প্রতিষ্ঠাই যাকাতের বিধান বিভিন্ন নবী-রসূলের আমলে প্রচলিত ছিল।

যখন আমরা পবিত্র কুরআন মজীদের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করি, এ কুরআনই হচ্ছে বিশ্বমানবতার জন্যে সর্বশেষ ও অবশিষ্ট নির্ভরযোগ্য ও সহীহতম দলীল-তখন আমরা দেখতে পাই, হযরত ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুব (আ) সম্পর্কে বলা হয়েছে:

وَجَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا وَاَوْحَيْنَآ اِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرٰتِ وَاِقَامَ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَآءَ الزَّكٰوةِ ۚ وَكَانُوْا لَنَا عٰبِدِيْنَ ۚ

আর তাদেরকে আমি নেতা বানিয়েছিলাম, তারা আমার নির্দেশ অনুসারে মানুষকে সঠিক পথ দেখাত। আমি তাদের প্রতি সৎকাজ করার, সালাত কায়েম করার এবং **যাকাত প্রদান করার জন্য** ওহী প্রেরণ করেছিলাম। আর তারা আমারই ইবাদাত করত।

(সূরা আম্বিয়া-৭৩)

হযরত ইসমাঈল (আ) সম্পর্কে বলা হয়েছে:

وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِسْمٰعِيْلَ ۚ اِنَّهٗ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُوْلًا نَّبِيًّا
وَكَانَ يَاْمُرُ اَهْلَهٗ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ ۚ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهٖ مَرْضِيًّا

আর স্মরণ কর এই কিতাবে ইসমাঈলকে। সে ছিল সত্যিকারের ওয়াদা পালনকারী এবং সে ছিল রাসূল, নবী। আর সে তার পরিবার-পরিজনকে সালাত ও **যাকাতের নির্দেশ দিত** এবং সে ছিল তার রবের সন্তোষপ্রাপ্ত।

(সূরা মারইয়াম:৫৪-৫৫)

বনূ ইসরাঈলীদের সাথে চুক্তির বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে:

وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ لَا تَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَّاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ۭ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْكُمْ وَاَنْتُمْ مُّعْرِضُوْنَ

আর স্মরণ কর, যখন আমি বনী ইসরাঈলের অঙ্গীকার গ্রহণ করলাম যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদাত করবে না এবং সদাচার করবে পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম ও মিসকীনদের সাথে। আর মানুষকে উত্তম কথা বল, সালাত কায়েম কর এবং **যাকাত প্রদান কর**। অতঃপর তোমাদের মধ্য থেকে স্বল্প সংখ্যক ছাড়া তোমরা সকলে উপেক্ষা করে মুখ ফিরিয়ে নিলে।

(সূরা বাকারাহ- ৮৩)

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনের সূরা মারইয়ামে শিশু ঈসা (আ.) কে লক্ষ্য করে বলেন:

قَالَ اِنِّيْ عَبْدُ اللّٰهِ ۭ اٰتٰنِيَ الْكِتٰبَ وَجَعَلَنِيْ نَبِيًّا-
وَّجَعَلَنِيْ مُبٰرَكًا اَيْنَ مَا كُنْتُ ۚ وَاَوْصٰنِيْ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا

"সে বলল, আমি তো আল্লাহর বান্দা। তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন, আমাকে নবী করেছেন, যেখানেই আমি থাকি না কেন তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন, তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যত দিন জীবিত থাকি ততদিন সালাত ও **যাকাত আদায় করতে।**" (সূরা মারইয়াম ৩০-৩১)

উল্লেখিত আয়াতগুলো থেকে পরিষ্কারভাবে জানা যায়, হযরত ঈসা (আ.)-এর শরীয়াতেও সালাত, যাকাতের বিধান ছিল এবং তাকেও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এ কাজগুলো করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সুতরাং এ দু'টি কাজ যে শুধু উম্মাতে মুহাম্মাদীর উপর ফরয করা হয়েছে তা কিন্তু নয়। এগুলো অতীতের উম্মাতের উপরও ফরয ছিল।

যাকাত ও সুন্নাত এর সম্পর্ক

কুরআন ইসলামের সংবিধান, তার মৌল উৎস। কাজেই তাতে শুধু মৌলিক নিয়ম-কানুন দেয়া হয়েছে, সাধারণ নিয়ম-বিধিরই উল্লেখ রয়েছে তাতে। বিস্তারিত ও খুঁটিনাটি বিষয়ের উল্লেখ বড় একটা নেই। তাও আছে শুধু সেই বিষয়ে, যেখানে খুঁটিনাটি বলে না দিলে মতদ্বৈনতার কারণে আল্লাহর বিধান অ-পালিত থেকে যাওয়ার ও বিভ্রান্তি হওয়ার আশংকা বিদ্যমান।

সুন্নাতই হচ্ছে কুরআনের বাক-ব্যাখ্যা, বাস্তব রূপ। কুরআনে যা মোটামুটি, সুন্নাতে তার বিস্তারিত রূপ প্রস্ফুটিত। কুরআনে যা অস্পষ্ট, সুন্নাতে তা স্পষ্ট। কুরআনে যা অনির্দিষ্ট, নিঃশর্ত, সুন্নাতে তা সুনির্দিষ্ট। রাসূলে কারীম (স)-এর কথা, কাজ ও সমর্থনের সাহায্যে এই কাজ সম্ভব হয়েছে এজন্যে যে, তিনি মহান আল্লাহর কাছ থেকেই এ ক্ষমতা, যোগ্যতা ও জ্ঞান লাভ করেছেন। আল্লাহ নিজেই বলে দিয়েছেন:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ

আমরা তোমার কাছে কুরআন নাযিল করেছি এই উদ্দেশ্যে যে, যা কিছু জনগণের জন্যে নাযিল হয়েছে, তুমি তা তাদের কাছে স্পষ্ট করে বর্ণনা করবে।

(সূরা আন-নাহল ৪৪)

কুরআনে 'যাকাত' ফরয ঘোষিত হয়েছে। সুন্নাত তারই তাকীদ করছে বলিষ্ঠ কণ্ঠে।

যে সব ধন-মালে যাকাত ফরয হয়, তার পূর্ণ বিবরণ সুন্নাতে উদ্ধৃত হয়েছে। প্রতিটির নিসাব অর্থাৎ কত পরিমাণের হলে যাকাত ফরয হবে এবং কোন জিনিসে যাকাতের পরিমাণ কত, তা বিস্তারিতভাবে বলে দেয়া হয়েছে। উপরন্তু যাকাত বাবদ লব্ধ সম্পদ কোন কোন খাতে ব্যয় করা হবে, কোন কোন ধরনের লোক তা পাবে, তার মূল কথা কুরআনের আয়াতে বলা হলেও তার বিস্তারিত আলোচনা সুন্নাতে পাওয়া যায়।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের সূরা তওবায় নবী ﷺ-এর প্রতি যাকাত উত্তোলনের জন্য নির্দেশ করে বলেছেন,

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

তাদের সম্পদ হতে যাকাত গ্রহণ করো। এর দ্বারা তুমি তাদেরকে পবিত্র করবে এবং পরিশুদ্ধ করবে। আর তুমি তাদের জন্য দু'আ করো। নিশ্চয় তোমার দু'আ তাদের জন্য প্রশান্তিদায়ক; আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।

(সূরা তওবা- ১০৩)

রাসূলুল্লাহ ﷺ যাকাত আদায়ের জন্য বায়'আত গ্রহণ করতেন:

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ

জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা:) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে সালাত প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত আদায় করা এবং প্রত্যেক মুসলিমের জন্য কল্যাণ কামনা করার জন্য বায়আত গ্রহণ করেছি।

[সহীহ বুখারী, হা/৫৭; সহীহ মুসলিম, হা/২০৮; তিরমিযী, হা/১৯২৫; নাসাঈ, হা/৪১৭৫; মুসনাদে আহমাদ, হা/১৯১৮৬; সহীহ তারগীব ওয়াত তারহীব, হা/২৩১৫; মিশকাত, হা/৪৯৬৭।]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কুরআনে বলেছেন,

وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَا۟ فِيْٓ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ ۚ وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ

আর তোমরা যে সূদ দিয়ে থাক, মানুষের সম্পদে বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য তা মূলতঃ আল্লাহর কাছে বৃদ্ধি পায় না। আর তোমরা যে যাকাত দিয়ে থাক আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে (তাই বৃদ্ধি পায়) এবং তারাই বহুগুণ সম্পদ প্রাপ্ত।

(সূরা রূম ৩৯)

হাদীসে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلَا يَقْبَلُ اللهُ إِلَّا الطَّيِّبَ وَإِنَّ اللهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ ثُمَّ يُرَبِّيْهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজের পবিত্র (হালাল) উপার্জন থেকে একটি খেজুর পরিমাণ দান করল আর আল্লাহর কাছে পবিত্র জিনিসই গৃহীত হয়, আল্লাহ তা'আলা ঐ দানকে নিজ ডান হাতে কবুল করেন। অতঃপর তা দানকারীর জন্য লালন-পালন করতে থাকেন যেমনিভাবে তোমাদের মধ্য হতে কেউ বকরির বাচ্চাকে লালন-পালন করে থাকে, অতঃপর তা পাহাড় সমতুল্য হয়ে যায়।

(সহীহ বুখারী, হা/ ১৪১০: মুসনাদে আহমাদ, হা/৮৩৬৩; সহীহ ইবনে হিব্বান, হা/৩৩১৯।)

যাকাত ফরয হওয়ার সময়

মক্কায় অবতীর্ণ কুরআনের আয়াতসমূহের প্রায় সকল অবস্থায়ই দারিদ্রদের দুঃখ মোচনের আহবান জানানো হয়েছে। আর যারা যাকাত দেয় না তাদের তিরস্কার করা হয়েছে।

সূরা 'আল-মুদ্দাসসির' প্রাথমিক পর্যায়ে অবতীর্ণ সূরাসমূহের অন্যতম। তাতে কিয়ামতের দিনের চিত্র অংকিত হয়েছে। ডানদিকের মু'মিনগণ অপরাধী কাফির ও অমান্যকারীদের সম্পর্কে পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ করেছে; এদের জন্যে তো জাহান্নাম নির্ধারিত করা হয়েছে। তাদের উপর কি ধরনের আযাব এসেছে, কি কি কারণে সে আযাবে তারা নিক্ষিপ্ত হয়েছে, তা-ই হচ্ছে তাদের জিজ্ঞাস্য। দেখানো হয়েছে যে, তাদের আযাবের মূল কারণগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে অভাবগ্রস্থদের প্রতি অবহেলা,

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ۙ اِلَّاۤ اَصْحٰبَ الْيَمِيْنِ ؕ فِيْ جَنّٰتٍ ؕ يَتَسَآءَلُوْنَ ۙ عَنِ الْمُجْرِمِيْنَ ۙ
مَا سَلَكَكُمْ فِيْ سَقَرَ
قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ ۙ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ ۙ وَكُنَّا نَخُوْضُ مَعَ الْخَآئِضِيْنَ ۙ
وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ۙ

প্রতিটি প্রাণ নিজ অর্জনের কারণে দায়বদ্ধ। কিন্তু ডান দিকের লোকেরা নয়। বাগ-বাগিচার মধ্যে তারা একে অপরকে জিজ্ঞাসা করবে, অপরাধীদের সম্পর্কে, কিসে তোমাদেরকে জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করাল? তারা বলবে, 'আমরা সালাত আদায়কারীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না। আর আমরা অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দান করতাম না। আর আমরা অনর্থক আলাপকারীদের সাথে (বেহুদা আলাপে) মগ্ন থাকতাম।
আর আমরা প্রতিদান দিবসকে অস্বীকার করতাম'।

(সূরা আল-মুদ্দাসসির: ৩৮-৪৬)

অত:পর রাসূল (সা.) হিজরত করে মদিনায় চলে গেলে ইসলামের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই আল্লাহ তা'আলা সুস্পষ্ট বিধান প্রয়োগ করেন।

এমনকি যাকাতের ক্ষেত্রেও মদিনায় আল্লাহ তা'আলা রাসূল (সা.) এর উপর অনেক আয়াত নাযিল করেছেন। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআন কারীমে 'যাকাত' শব্দটি ৩০ বার উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে ২৭ বার সালাতের সাথে যাকাতের উল্লেখ করা হয়েছে।

অতএব, নিঃশর্ত ও পরিমাণ-অনির্ধারিত যাকাত মক্কী পর্যায়েই ফরয হয়েছে। কিন্তু নিসাব নির্ধারণ, কোন কোন সম্পদে যাকাত ফরয এবং তা ব্যয়ের খাত সমূহের বর্ণনা মদীনায় দ্বিতীয় হিজরীতে অবতীর্ণ হয়েছে।

যাকাতের গুরুত্ব ও ফযীলত

যাকাত হচ্ছে ইসলামের তৃতীয় মূলভিত্তি। এর মধ্যে আল্লাহ তা'আলা অনেক প্রকার কল্যাণ নিহিত রেখেছেন। যাকাতের বিধান শুধুমাত্র উম্মতে মুহাম্মাদীর উপরই ফরয নয় বরং তা অতীতের উম্মতের উপরও আল্লাহ তা'আলা ফরয করেছিলেন। সাহাবী রদ্বিআল্লহু আনহুম আজমাঈনগণ ও যাকাত আদায় করতেন। আল্লাহ তা'আলা সূরা নূরে বলেন,

رِجَالٌ لَّا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَآءِ الزَّكٰوةِ ۙ يَخَافُوْنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ وَالْاَبْصَارُ ۙ

"তাঁরা এমন লোক, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ হতে, সালাত কায়েম করা ও যাকাত প্রদান করা থেকে বিরত রাখে না। তারা সেদিনকে ভয় করে, যেদিন অন্তর ও দৃষ্টিসমূহ উল্টে যাবে।"

(সূরা নূর ৩৭)

যাকাত আদায় করা মুমিনের একটি মৌলিক গুণ। ইরশাদ হয়েছে,

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۘ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۭ اُولٰۗىِٕكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ ۭ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

"আর মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীরা একে অপরের বন্ধু, তারা ভাল কাজের আদেশ দেয় আর অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করে, আর তারা সালাত কায়িম করে, যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। এদেরকে আল্লাহ শীঘ্রই দয়া করবেন, নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"

(সূরা তওবা-৭১)

ইসলামের দু' ধরনের ইবাদাতের মধ্যে একটি- যা আর্থিক ইবাদাত নামে পরিচিত তা হলো যাকাত। এ ইবাদাত সম্পদশালীরা নিঃসঙ্কোচে একমাত্র স্রষ্টার আদেশ হিসেবে মেনে নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পালন করলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে অনেক পুরস্কারের ঘোষণা দিয়েছেন।

নিম্নে যাকাত আদায়ের উপকারিতা বর্ণনা করা হলো:

১) যাকাত হচ্ছে পরকালীন নাজাতের ক্ষেত্রে দলীলস্বরূপ:

عَنْ أَبِي مَالِكِ الأَشْعَرِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : إِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ شَطْرُ الْإِيْمَانِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ وَالتَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ يَمْلَأُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَالصَّلَاةُ نُورُ وَالزَّكَاةُ بُرْهَانٌ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ

"আবু মালিক আশ'আরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, পরিপূর্ণভাবে অযু করা ঈমানের অংশ বিশেষ। 'আলহামদুলিল্লাহ' পাল্লাকে ভারী করে, 'সুবহানাল্লাহ' ও 'আল্লাহু আকবার' আসমান ও জমিনকে পূর্ণ করে। আর সালাত হলো নূর, যাকাত হলো দলীল, ধৈর্য হলো আলো এবং
কুরআন হচ্ছে তোমার পক্ষে অথবা বিপক্ষে দলীলস্বরূপ।"

[নাসাঈ, হা/২৪৩৭: ইবনে মাজাহ, হা/২৮০।]

২) যাকাত হচ্ছে আখিরাতের পুঁজি:

দুনিয়া হচ্ছে মানবজাতির জন্য আখিরাতের বিভিন্ন ধরনের বালা-মুসিবত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য পুঁজি সংগ্রহ করার স্থান। কেননা সেদিন কোন টাকা-পয়সা, ধন-দৌলত, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ইত্যাদি কোন কাজে আসবে না; বরং সেদিন কেবল ঐ জিনিসগুলোই কাজে আসবে, যা সে দুনিয়ায় থাকাকালীন সময় আখিরাতের পুঁজি হিসেবে প্রেরণ করেছে। আর যাকাত হচ্ছে সে ধরনেরই একটি পুঁজি। মানুষ যদি যথাযথভাবে যাকাত আদায় করে সে সকল পুঁজিকে সমৃদ্ধশালী করে তুলে, তাহলে পরকালে তার জন্য নাজাত লাভ করা খুবই সহজ হয়ে যাবে। তাছাড়া মানুষ যদি দুনিয়াতে সামান্য পরিমাণ সম্পদ দান করে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার পুঁজিকে আরো বহু গুণ সমৃদ্ধশালী করে উপস্থাপন করবেন।

৩) শয়তানের চক্রান্ত ব্যর্থ করে দেয়:

দুনিয়াতে মানুষের সবচেয়ে প্রিয় জিনিস হল তার সম্পদ। তারা এগুলো অনেক কষ্ট করে উপার্জন করে থাকে। তাই এগুলোকে রক্ষা করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করে থাকে এবং এগুলো হাত ছাড়া করতে সবসময় নারাজ থাকে। আর শয়তান মানুষের মানসিকতার এ সুযোগটাকেই যথাযথভাবে কাজে লাগানোর চেষ্টা করে। ফলে অনেক মানুষ এটা জরিমানা বা অর্থদণ্ড মনে করে বসে এবং সম্পদ কমে যাওয়া বা গরীব হয়ে যাওয়ার ভয় করে।

যাতে করে মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে যাকাত আদায় না করে কুফরীতে লিপ্ত হয়। আল্লাহ তা'আলা শয়তানের এসব কুমন্ত্রণা ফাঁস করে দিয়ে বলেন,

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَّغْفِرَةٌ مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"শয়তান তোমাদেরকে অভাবের ভয় দেখায় এবং অশ্লীল কাজের আদেশ দেয়; অথচ আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর পক্ষ থেকে ক্ষমা এবং অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি দেন। আল্লাহ অসীম করুণাময় ও মহাজ্ঞানী।"

(সূরা বাকারা- ২৬৮)

হাদীসে এসেছে,

عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : مَا يَخْرُجُ رَجُلٌ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّدَقَةِ حَتَّى يُفَكَ عَنْهَا لَحْيَيْ سَبْعِينَ شَيْطَانًا

বুরাইদা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন, "যখনই কোন ব্যক্তি তার যাকাত বের করে, তখনই সে তার দ্বারা ৭০টি শয়তানের চক্রান্তকে ব্যর্থ করে দেয়।"

[মুস্তাদরাকে হাকেম, হা/১৫২১: মুসনাদে আহমাদ, হা/২৩০১২; সহীহ ইবনে খুযায়মা, হা/২৪৫৭]

৪) যাকাত আদায়কারীদের জন্য ফেরেশতাগণ দু'আ করেন:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيْهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا : اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُولُ الْآخَرُ : اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন, প্রতিদিন সকালে যখন আল্লাহর বান্দারা ঘুম থেকে উঠে, তখন দু'জন ফেরেশতা আকাশ থেকে অবতরণ করেন। তাদের একজন বলতে থাকেন, হে আল্লাহ! দানশীল ব্যক্তিকে প্রতিদান দাও। অপরজন বলতে থাকেন, হে আল্লাহ! কৃপণকে নিঃশেষ করো।

[সহীহ বুখারী, হা/১৪৪২; সহীহ মুসলিম, হা/২৩৮৩; সুনানুল কুবরা লিন নাসাঈ, হা/৯১৩৪; মিশকাত, হা/১৮৬০]

৫) সম্পদ বৃদ্ধি পায়: যাকাত দিলে ব্যক্তির সম্পদ কমে না বরঞ্চ বৃদ্ধি পায়। যারা গভীর নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে আল্লাহর নির্দেশ মতো তাঁর পথে ব্যয় করে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এর বিনিময়ে কেবল পরকালে নয়, ইহকালেও তাদের সমুদয়

কাজ-কর্মে ব্যাপক বরকত, সচ্ছলতা ও উন্নতি দান করেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করেন:

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ؕ وَاللهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيْم- ۝
اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُوْنَ مَآ اَنْفَقُوْا مَنًّا وَّلَآ اَذًى ۙ لَّهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ۝

"যারা আল্লাহর পথে তাদের সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উপমা একটি বীজের মত, যা উৎপন্ন করল সাতটি শীষ, প্রতিটি শীষে রয়েছে একশ' দানা। আর আল্লাহ যাকে চান তার জন্য বাড়িয়ে দেন। আর আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ। যারা আল্লাহর রাস্তায় তাদের সম্পদ ব্যয় করে, অতঃপর তারা যা ব্যয় করেছে, তার পেছনে খোঁটা দেয় না এবং কোন কষ্টও দেয় না, তাদের জন্য তাদের রবের নিকট তাদের প্রতিদান রয়েছে এবং তাদের কোন ভয় নেই, আর তারা চিন্তিত হবে না।"

(সূরা বাকারাহ ২৬১-২৬২)

এই আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে স্বীয় ধন-সম্পদ খরচ করে সে বড়ই বরকত ও পুণ্য লাভ করে থাকে। তাকে সাতগুণ প্রতিদান দেয়া হয়। তাই বলা হচ্ছে যে, যারা আল্লাহর পথে খরচ করে অর্থাৎ আল্লাহর আদেশ পালনে, জিহাদের জন্য ঘোড়া লালন-পালনে, অস্ত্র-শস্ত্র কেনায়, নিজে হজ্ব করার কাজে ও অপরকে হজ্ব করানো ইত্যাদি কাজে ধন-সম্পদ খরচ করে থাকে তাদের উপমা হচ্ছে যেমন একটি শস্য বীজ এবং প্রত্যেক বীজে উৎপন্ন হয়ে থাকে সাতটি শীষ, প্রত্যেক শীষে উৎপন্ন হয় একশো শস্যদানা। কি মনোমুগ্ধকর উপমা! একের বিনিময়ে সাতশো পাবে' সরাসরি এই কথার চেয়ে উপরোক্ত কথা ও উপমার মধ্যে খুব বেশী সূক্ষ্মতা ও পরিচ্ছন্নতা রয়েছে এবং ঐদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, সৎ কার্যাবলী আল্লাহ তা'আলার নিকট বৃদ্ধি পেতে থাকে যেমন বপনকৃত বীজ জমিতে বাড়তে থাকে।

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

وَمَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهٗ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ

"আর তোমরা যা কিছু আল্লাহর জন্য ব্যয় কর তিনি তার বিনিময় দেবেন এবং তিনিই উত্তম রিযকদাতা।"

(সূরা সাবা-৩৯)

৬) মহান আল্লাহ'র পক্ষ হতে পুরষ্কার:

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ

"যারা তাদের সম্পদ ব্যয় করে রাতে ও দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে। অতএব, তাদের জন্যই রয়েছে তাদের রবের নিকট তাদের প্রতিদান। আর তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না।"

(সূরা বাকারাহ-২৭৪)

এ আয়াতে ঐ সকল লোকের বিরাট প্রতিদান ও শ্রেষ্ঠত্বের কথা বর্ণিত হয়েছে, যারা আল্লাহর পথে ব্যয়ে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। তারা রাত্রে-দিনে, প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে সবসময় ও সর্বাবস্থায় আল্লাহর পথে ব্যয় করতে থাকে। এ প্রসঙ্গে আরও বলা হয়েছে যে, দান-সদকার জন্য কোন সময় নির্দিষ্ট নেই, দিনরাতেরও কোন প্রভেদ নেই। এমনিভাবে গোপনে ও প্রকাশ্যে উভয় প্রকারে আল্লাহর পথে ব্যয় করলে সওয়াব পাওয়া যায়।

সূরা নিসায় আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

لٰكِنِ الرّٰسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُوْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيْمِيْنَ الصَّلٰوةَ وَالْمُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَالْمُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۭ اُولٰۗىِٕكَ سَنُؤْتِيْهِمْ اَجْرًا عَظِيْمًا

"কিন্তু তাদের মধ্যে যারা জ্ঞানে পরিপক্ক এবং মুমিনগণ- যারা তোমার প্রতি যা নাযিল হয়েছে এবং যা নাযিল হয়েছে তোমার পূর্বে- তাতে ঈমান আনে। আর যারা সালাত প্রতিষ্ঠাকারী ও যাকাত প্রদানকারী এবং আল্লাহ ও শেষ দিনে ঈমান আনয়নকারী, তাদেরকে অচিরেই আমি মহাপুরস্কার প্রদান করব।"

(সূরা আন-নিসা ১৬২)

যাকাত আদায়কারীদের জন্য মহান আল্লাহ মহাপুরস্কারের ঘোষণা দিয়েছেন, সুবহানাল্লহ!

মূলতঃ যাকাত হচ্ছে এমন এক ব্যবসা যার ক্রেতা স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা। তিনি এর মূল্য প্রদানে বা এর প্রতিদান প্রদানে এমন উদার হস্ত যা মানুষ কল্পনাও করতে পারে না।

اِنَّ الَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ كِتٰبَ اللّٰهِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً يَّرْجُوْنَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَ ۙ
لِيُوَفِّيَهُمْ اُجُوْرَهُمْ وَيَزِيْدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ۗ اِنَّهٗ غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ ۚ

"নিশ্চয় যারা আল্লাহর কিতাব অধ্যয়ন করে, সালাত কায়েম করে এবং আল্লাহ যে রিযক দিয়েছেন তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারা এমন ব্যবসার আশা করতে পারে যা কখনো ধ্বংস হবে না।
যাতে তিনি তাদেরকে তাদের পূর্ণ প্রতিফল দান করেন এবং নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে আরো বাড়িয়ে দেন। নিশ্চয় তিনি অতি ক্ষমাশীল, মহাগুণগ্রাহী।"

(সূরা ফাতির ২৯-৩০)

৭) সম্পদ ও আত্মা পরিশুদ্ধ হয়ঃ যাকাত হচ্ছে সম্পদশালীদের সম্পদে আল্লাহর নির্ধারিত সেই ফরয অংশ যা সম্পদ ও মানব আত্মাকে পবিত্রতা অর্জন, সম্পদের ক্রমবৃদ্ধি সাধন এবং সর্বোপরি আল্লাহর রহমত লাভের আশায় নির্ধারিত খাতে ব্যয় বণ্টন করার জন্য দেয়া হয়।

যাকাত একদিকে যাকাতদাতার ধন-সম্পদকে পবিত্র করে অন্যদিকে আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে সম্পদের প্রবৃদ্ধি সাধন করে। আবার দরিদ্রদের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।

ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মেরুদণ্ড হলো যাকাত। ইসলামী অর্থনীতির অন্যতম মৌলিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে- এটি সম্পদের সুষম বণ্টনের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। উপরন্তু সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করার জন্যও ইসলাম প্রত্যেক মুসলিমকে তাকিদ প্রদান করে। সম্পদের এ সুষম বণ্টনের জন্য ইসলাম যে সকল ব্যবস্থা মানুষকে উপহার দিয়েছে, তার অন্যতম হচ্ছে যাকাত।

অন্যদিকে মানুষের হাতে সম্পদ পুঞ্জিভূত হয়ে পড়লে সমাজে ব্যাপক অর্থনৈতিক বৈষম্য দেখা দেয়। ফলে মানুষের অভাব-অনটন বেড়ে যায়, আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটে, সর্বোপরি মানুষের নৈতিক চরিত্রের বিপর্যয় ঘটে।

চুরি, ছিনতাই, রাহাজানি, অপহরণ, লুটপাট বেড়ে যায়। আবার যাকাত যারা নিয়মিত হিসাব করে আদায় করে না তাদের প্রতিও নেমে আসে আল্লাহর পক্ষ থেকে গযব, কঠিন অশান্তি যার লক্ষণ হলো বিভিন্ন জটিল রোগে আক্রান্ত হওয়া। সুতরাং বলা যায়, এসব সমস্যা থেকে মানব জাতিকে রক্ষার লক্ষ্যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা প্রত্যেক ধনী মুসলিম ব্যক্তির উপর যাকাত অবশ্যই পালনীয় তথা ফরযরূপে নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

০৮) মন কলুষমুক্ত হয়ঃ নিয়মিত যাকাত আদায়কারীর প্রতি আল্লাহর রহমত বিশেষভাবে বর্ষিত হয়। আল্লাহর বিধান মেনে চলায় আল্লাহ তাদের প্রতি খুশি হন; তাদের জন্য সুখ-শান্তির পথকে সুগম করে দেন। পাশাপাশি যাকাত দাতার মনও থাকে উৎফুল্ল; স্বস্তি ও শান্তিতে ভরপুর। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰىۙ
وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰىۙ فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْيُسْرٰىۗ

"অতএব যে ব্যক্তি দান করে এবং মুত্তাকী হয়, আর যা উত্তম তা সত্য বলে বিশ্বাস করে, আমি তার জন্য অবশ্যই সহজ করে দেব সুখ-শান্তির পথ।"

(সূরা আল্-লাইল: ০৫-০৭)

অন্যদিকে যাকাত দানের ফলে যাকাতদাতার সাথে সকলেই ভাল আচরণ করে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাদের প্রতি বিশেষ রহমত দান করেন। ফলে তাদের মন থেকে সকল কলুষতা তথা হিংসা-বিদ্বেষ, গর্ব-অহংকার সহ আমিত্ব বা আমার সম্পদ ইত্যাদি কথা-বার্তা যা ইসলাম বিরোধী, যা শয়তানের প্ররোচনায় অনেক সময় মানুষের মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে তা আল্লাহ দূরীভূত করে তাদেরকে খাঁটি মুমিনে পরিণত করেন। যা মূলত: যাকাত দানের মত ভাল কাজেরই প্রতিফল স্বরূপ গণ্য হতে পারে।

০৯) সমাজ-ব্যবস্থা সুন্দর হয়ঃ যাকাত প্রদানের ফলে মানুষের মাঝে প্রতিষ্ঠা পায় পারস্পরিক ভালবাসা, মায়া-মমতা। এতে একজন আরেকজনের বিপদ-আপদে এগিয়ে আসে। মানুষ মানুষের কল্যাণে নিজেদেরকে আত্মনিয়োগ করে থাকে। এই যে ভালবাসার বন্ধন তা সুদৃঢ় হওয়ার ফলে সমাজ থেকে দূরীভূত হয় মানবতা বিরোধী সকল কর্মকাণ্ড। ফলে সমাজ ব্যবস্থা হয় সুন্দর; সকলের কল্যাণকামী; সকলের কাছে গ্রহণীয়। আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালাও এমন সমাজের প্রতি দান করেন বিশেষ রহমত, দূরীভূত করে দেন সকল ধরনের কষ্ট। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন:

لِّيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ۚ

"যাতে তিনি প্রতিদান দেন তাদেরকে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে। তাদেরই জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক রিযক।"

(সূরা সাবা-০৪)

১০) আল্লাহর সাহায্য লাভ করা যায়:

وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ - الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ

আল্লাহ নিশ্চয় তাকে সাহায্য করেন, যে তাঁকে সাহায্য করে। নিশ্চয় আল্লাহ শক্তিমান ও পরাক্রমশালী। আমি এদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করলে এরা সালাত কায়েম করবে এবং যাকাত দেবে। (সূরা হাজ্জ-৪০, ৪১)

১১) মুসলিম ভ্রাতৃত্ব বৃদ্ধি পায়:

যাকাত হচ্ছে পরস্পর সাহায্য-সহযোগিতামূলক একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত। যাকাতের মাধ্যমে পরস্পর সাহায্য-সহযোগিতার ব্যাপক আদান-প্রদান হয়। যার কারণে যাকাত প্রদানকারী এবং যাকাত গ্রহণকারী উভয় পক্ষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব আরো বৃদ্ধি পায়। এজন্যই আল্লাহ তা'আলা উভয় পক্ষকে পরস্পর দ্বীনি ভাই হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। তিনি বলেন,

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَاتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ، وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

অতএব যদি তারা সালাত আদায় করে ও যাকাত দেয়, তবে তারা তো তোমাদেরই দ্বীনি ভাই। আর আমি আমার নিদর্শনসমূহ জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন লোকদের জন্য স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে থাকি। (সূরা তওবা-১১)

১২) দারিদ্রতা দূর হয়:

ইসলামী শরীয়তে যাকাত ফরয হওয়ার প্রধান উদ্দেশ্যই হচ্ছে দারিদ্রতা দূর করা। তার উপর এটা সর্বজ্ঞ আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক প্রদত্ত একটি বাধ্যতামূলক বিধান। সমাজে যাতে সকলেই স্বাচ্ছন্দের সাথে জীবন পরিচালনা করতে পারে এবং ধনী-গরীবের মধ্যে ব্যবধান না থাকে- এ মহৎ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের জন্য যাকাতের বিধান প্রণয়ন করেছেন। সুতরাং দারিদ্রতা বিমোচনে যাকাতের ভূমিকা

অদ্বিতীয়। যে সমাজে যাকাত ব্যবস্থার যথাযথ প্রচলন রয়েছে, সে সমাজে দারিদ্রতার ছোঁয়া লাগতে পারে না। বরং সেটিই হয়ে উঠে বিশ্বের সবচেয়ে সুখী ও সমৃদ্ধশীল সমাজ।

১৩) সমাজে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড কমে যায়:

যে কোন সমাজের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের মূল হচ্ছে দারিদ্রতা। দারিদ্রতার কারণে মানুষ নানা ধরনের অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। আর যেহেতু যাকাত দারিদ্রতাকে নির্মূল করে দেয়, সুতরাং সমাজে সুষ্ঠভাবে যাকাত ব্যবস্থা চালু থাকলে সমাজে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডও কমে যাবে।

১৪) মহান আল্লাহ'র নৈকট্য লাভ করা যায় :

আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল কারীমে বলেছেন,

وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبٰتٍ عِنْدَ اللّٰهِ وَصَلَوٰتِ الرَّسُوْلِ ؕ اَلَاۤ اِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ ؕ سَيُدْخِلُهُمُ اللّٰهُ فِيْ رَحْمَتِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ۝

"আর বেদুঈনদের কেউ কেউ আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে এবং যা ব্যয় করে তাকে আল্লাহর নিকট নৈকট্য ও রাসূলের দো'আর উপায় হিসেবে গণ্য করে। জেনে রাখ, নিশ্চয় তা তাদের জন্য নৈকট্যের মাধ্যম। অচিরেই আল্লাহ তাদেরকে তাঁর রহমতে প্রবেশ করাবেন। নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

(সূরা তাওবাহ-৯৯)

১৫) যাকাত আদায়কারীরা আল্লাহর সাহায্য লাভ করে:

وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَأَتَيْتُمُ الزَّكَاةَ

"আল্লাহ তা'আলা বলেছিলেন, তোমরা যদি সালাত কায়েম কর এবং যাকাত দাও, তবে নিশ্চয় আমি তোমাদের সাথেই আছি।" (সূরা মায়েদা- ১২)

১৬) আল্লাহর রহমত লাভ হয়:

وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُوْنَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ

"আমার দয়া প্রত্যেক বস্তুর উপর প্রশস্ত। সুতরাং আমি তা তাদের জন্য নির্ধারণ করব, যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, যাকাত দেয় এবং আমার নিদর্শনসমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে।" (সূরা আ'রাফ- ১৫৬)

১৭) যাকাত আদায়কারীরাও সফলতা লাভ করে:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ - الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ - وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ - وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُون)

অবশ্যই সফলকাম হয়েছে ঐসব মুমিনগণ, যাঁরা নিজেদের সালাতে বিনয় ও নম্র, যাঁরা অনর্থক ক্রিয়াকলাপ হতে বিরত থাকে, যাঁরা যাকাত দানে সক্রিয়।

(সূরা মু'মিনূন: ১-৪)

১৮) যাকাত আদায় করা জাহান্নাম থেকে বাঁচার উপায়:

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَاَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظّٰى ۚ لَا يَصْلٰىهَآ اِلَّا الْاَشْقَى ۙ
الَّذِيْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ۚ وَسَيُجَنَّبُهَا الْاَتْقَى ۙ الَّذِيْ يُؤْتِيْ مَالَهٗ يَتَزَكّٰى ۚ

"অতএব আমি তোমাদের সতর্ক করে দিয়েছি লেলিহান আগুন সম্পর্কে, তাতে নিতান্ত হতভাগা ছাড়া কেউ প্রবেশ করবে না; যে অস্বীকার করেছে এবং মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। আর তা থেকে দূরে রাখা হবে পরম মুত্তাকীকে। যে তার সম্পদ দান করে আত্ম-শুদ্ধির উদ্দেশ্যে।"

(সূরা লাইল ১৪-১৮)

সুতরাং মহান আল্লাহ যাকাত দানকারীকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবেন।

১৯) যাকাত আদায় করলে জান্নাত লাভ করা যায়:

ক) হযরত আবু আইয়ূব (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, জনৈক সাহাবী রসূল ﷺ-কে বললেন, আমাকে এমন একটি আমলের কথা বলুন যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। আল্লাহ'র রসূল ﷺ বললেন, তার কী হয়েছে! তার কী হয়েছে! এবং বললেন, তার দরকার রয়েছে তো। তুমি আল্লাহর ইবাদাত করবে, তার সঙ্গে অপর কোন কিছুকে শরীক করবে না। সলাত আদায় করবে, যাকাত আদায় করবে, আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখবে।

[সহীহ বুখারী হা: ১৩৯৬]

খ) হযরত আবু হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত যে, এক বেদুইন নবী ﷺ-এর নিকট এসে বলল, আমাকে এমন একটি আমলের কথা বলুন যদি আমি তা সম্পাদন করি তবে জান্নাতে প্রবেশ করব। রসূল ﷺ বললেন, আল্লাহর ইবাদাত করবে, আর তার সাথে অপর কোন কিছুর শরীক করবে না। ফরজ ছলাত আদায় করবে, ফরজ যাকাত প্রদান করবে, রমাদান মাসে সিয়াম পালন করবে। সে বলল, যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তার শপথ করে বলছি, আমি এর চেয়ে বেশি করব না, যখন সে ফিরে গেলো, নবী ﷺ বললেন, যে ব্যক্তি কোন জান্নাতি ব্যক্তিকে দেখতে পছন্দ করে, সে যেন এই ব্যক্তিকে দেখে নেয়।

[সহীহ বুখারী ২য় খন্ড হা: ১৩৯৭; মুসলিম হা: ১৪; মুসনাদে আহমাদ হা: ৫৮৩২]

২০) যাকাত আদায়কারীরা ইসলামী রাষ্ট্রে নিরাপত্তা লাভ করে থাকে:

فَاِذَا انْسَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ وَخُذُوْهُمْ وَاحْصُرُوْهُمْ وَاقْعُدُوْا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

"অতঃপর যখন নিষিদ্ধ মাসগুলো অতিবাহিত হয়ে যাবে, তখন তোমরা মুশরিকদেরকে যেখানেই পাও হত্যা কর এবং তাদেরকে পাকড়াও কর, তাদেরকে অবরোধ কর এবং তাদের জন্য প্রতিটি ঘাঁটিতে বসে থাক। তবে যদি তারা তাওবা করে এবং সালাত কায়েম করে, আর যাকাত দেয়, তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

(সূরা তাওবাহ- ০৫)

২১) যাকাত আদায় করলে সম্পদ থেকে অকল্যাণ দূর হয়:

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه : قَالَ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِذَا أَدَّى رَجُلٌ زَكَاةَ مَالِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ فَقَدْ ذَهَبَ عَنْهُ شَرُّهُ

জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! যদি কেউ তার সম্পদের যাকাত আদায় করে তাহলে কি হবে? তখন তিনি বলেন, যদি কেউ তার সম্পদের যাকাত আদায় করে, তাহলে তার সম্পদের অকল্যাণ দূর হয়ে যাবে।

[মু'জামুল আওসাত লিত তাবারানী, হা/১৫৭৯: সহীহ তারগীব ওয়াত তারহীব, হা/৭৪৩।]

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلِاَنْفُسِكُمْ ؕ وَمَا تُنْفِقُوْنَ اِلَّا ابْتِغَآءَ وَجْهِ اللّٰهِ ؕ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ يُّوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ

"তোমরা যে সম্পদ ব্যয় কর, তা তোমাদের নিজেদের জন্যই। আর তোমরা তো আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ব্যয় কর এবং তোমরা কোন উত্তম ব্যয় করলে তা তোমাদেরকে পরিপূর্ণভাবে দেয়া হবে। আর তোমাদের প্রতি যুলম করা হবে না।"

(সূরা বাকারাহ-২৭২)

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا ؕ وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيْلًا

"আর যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, অচিরেই তাদেরকে আমি প্রবেশ করাব জান্নাতসমূহে, যার তলদেশে প্রবাহিত হচ্ছে নহরসমূহ। সেখানে তারা হবে স্থায়ী। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। আর কথায় আল্লাহ অপেক্ষা অধিক সত্যবাদী কে?"

(সূরা আন-নিসা ১২২)

এভাবে পবিত্র কুরআনের অনেক আয়াতেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা মুমিনদের জন্য পুরস্কারের ঘোষণা দিয়েছেন। আর তাই আমাদের উচিত এ পুরস্কার প্রাপ্তির লক্ষ্যে সচেষ্ট হওয়া।

কুরআন ও হাদীস হতে যাকাত আদায়ের নির্দেশ

আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ:

আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদের অনেক আয়াতেই সালাত কায়েমের সাথে সাথে যাকাত আদায়ের কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন- তিনি বলেন,

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ

"আর তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং রুকূকারীদের সাথে রুকূ কর।"

(সূরা বাকারাহ-৪৩)

مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗ وَلَهٗۤ اَجْرٌ كَرِيْمٌ

"এমন কে আছে যে, আল্লাহকে উত্তম কর্য দিবে ? তাহলে তিনি তার জন্য তা বহুগুণে বৃদ্ধি করে দিবেন এবং তার জন্য রয়েছে সম্মানজনক প্রতিদান।"

(সূরা হাদীদ-১১)

যাকাত আদায় করার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নির্দেশ :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذُلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذُلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

মু'আয ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ ﷺ ইবনে জাবাল (রাঃ) কে ইয়ামানে পাঠানোর সময় বললেন, প্রথমে তুমি তাদেরকে এই কালেমার সাক্ষ্য দেয়ার জন্য আহ্বান জানাবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং আমি

আল্লাহর রাসূল। যদি তারা এটা মেনে নেয় তাহলে তাদেরকে জানিয়ে দেবে যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর দিনে-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা ফরয করেছেন। যদি তারা এটারও আনুগত্য করে তাহলে তাদেরকে জানিয়ে দেবে যে, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাদের মালের মধ্যে যাকাত ফরয করেছেন। যা তাদের ধনীদের থেকে নেয়া হবে এবং তাদের গরীবদের মধ্যে বণ্টন করা হবে।"

উপরোক্ত আয়াত এবং হাদীস থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, যাকাত আদায় করা ফরয। সুতরাং যার উপর যাকাত ফরয হওয়ার শর্তাবলি পাওয়া যাবে, তাকে অবশ্যই যাকাত আদায় করতে হবে।

[সহীহ বুখারী, হা/১৩৯৫; সহীহ মুসলিম, হা/১৩০; আবু দাউদ, হা/১৫৮৬; তিরমিযী, হা/৬২৫]

মহিলাদের প্রতিও যাকাত আদায়ের নির্দেশ এসেছে:

وَاقِمْنَ الصَّلَاةَ وَأَتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَه...ُ

তোমরা (মহিলারা) সালাত আদায় করো, যাকাত প্রদান করো এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো। (সূরা আহযাব- ৩৩)

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এককভাবে মহিলাদেরকেও যাকাত প্রদানের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।

যাকাতের হুকুম

যাকাত আদায় করা ফরয। যার উপর যাকাত ফরয হওয়ার শর্তাবলি পাওয়া যাবে, তাকে অবশ্যই যাকাত আদায় করতে হবে। যে ব্যক্তি এর ফরয হওয়াকে অস্বীকার করবে, সে সর্বসম্মতিক্রমে কাফির ও মুরতাদ হয়ে যাবে।

যাকাত আদায় না করার পরিণতি

যাকাত না দেয়া বা যথার্থভাবে নিজে আদায় না করা এবং অন্যকেও আদায়ে উৎসাহিত না করা মানে আল্লাহর সুস্পষ্ট আদেশ লংঘন। এখানেই শেষ নয়, যাকাত ফরয হওয়ার মত সম্পদ থাকা সত্ত্বেও যারা যথার্থভাবে হিসাব কষে যাকাত আদায় করে না তারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ও মানুষের হক হরণকারী। আর তাই তাদের সম্পর্কে রাসূল (সা.) বলেন:

اياكم والشح فانما هلك من كان قبلكم بالشح أمرهم بالبخل فبخلوا وأمرهم بالقطيعة فقطعوا وأمرهم بالفجور ففجروا

"তোমরা কৃপণতাকে ভয় কর। কেননা কৃপণতার কারণে তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা ধ্বংস হয়েছে। তাদের লোভ-লালসা তাদেরকে কৃপণতার নির্দেশ দিয়েছে- তখন তারা কৃপণতা করেছে। আর তা তাদেরকে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করতে বলেছে- তখন তারা তা ছিন্ন করেছে। আর তা তাদেরকে লাম্পট্যের দিকে প্ররোচিত করেছে, তখন তারা তাতে লিপ্ত হয়েছে।"

(আবু দাউদ শরীফ, কিতাবুয যাকাত, হাদীস নং ১৬৯৮)

انفحى أو انضحى أو أنفقى ولا تحصى فيحصى الله عليك ولا توعى فيوعى الله عليك

"(আল্লাহর পথে) খরচ করো আর কত খরচ করলে তার হিসাব রেখো না। আর যদি তাই কর তাহলে আল্লাহ তাআলাও তোমাদের গুণে গুণে দিবেন। আর জমা করে রেখো না তাহলে আল্লাহও জমা করে রাখবেন (অর্থাৎ আল্লাহও তোমাকে দিবেন না)।"

(সহীহ মুসলিম, কিতাবুল যাকাত, হাদীস নং ২২৪৬)

সমাজে এমন অনেক লোক আছে যারা ইসলামের ফরয বিধান যাকাত আদায় করার সামর্থ্য রাখে কিন্তু সম্পদের মোহে আচ্ছন্ন হয়ে আদায় করেনা। তারা নিতান্তই আখিরাত

সম্পর্কে নির্বোধ, অজ্ঞ, গাফেল। কিন্তু যারা তাওবা করে পুনরায় দ্বীনে পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ করে, সমস্ত বিধিবিধান মেনে চলে আল্লাহ তাদের প্রতি খুশি হন।

যারা সম্পদ থাকা সত্ত্বেও যাকাত আদায় করেনা তাদের জন্যই রয়েছে ইহকালে ও পরকালে শাস্তি।

আল-কুরআনুল কারীমের দৃষ্টিতে যাকাত না দিয়ে কোন লোকই কল্যাণ পেতে পারে না, আদর্শবান, সত্যবাদী ও নেককার লোকদের মধ্যে গণ্য হতে পারে না। তা হতে হলে অবশ্যই রীতিমত যাকাত দিতে হবে।

যাকাত আদায় না করার পরিণতি নিয়ে নিম্নে বিস্তারিত দেয়া হলো।

০১. ইহকালে রহমত থেকে বঞ্চিত: যাকাত না দিয়ে মানুষ আল্লাহর রহমত পাওয়ার যোগ্য অধিকারীও হতে পারে না। কেননা আল্লাহু সুবহানাহু ওয়া তায়ালা নিজেই যাকাত দিতে অস্বীকারকারীদের জন্যে রহমত লিপিবদ্ধ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। আল্লাহ বলেন:

وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُوْنَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ

"আমার দয়া প্রত্যেক বস্তুর উপর প্রশস্ত। সুতরাং আমি তা তাদের জন্য নির্ধারণ করব, যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, যাকাত দেয় এবং আমার নিদর্শনসমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে।"

(সূরা আ'রাফ- ১৫৬)

০২. আল্লাহ ও রাসূল (সা.)-এর পৃষ্ঠপোষকতা হারানোঃ যাকাত যারা যথাযথ হিসেব করে দেবে না তারা আল্লাহর বন্ধুত্ব, রাসূলের এবং মুমিনদের পৃষ্ঠপোষকতাও লাভ করতে পারবে না। কেননা আল্লাহ নিজেই বলেছেন:

اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُوْلُهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ رٰكِعُوْنَ

وَمَنْ يَّتَوَلَّ اللهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَاِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْغٰلِبُوْنَ ۔

"তোমাদের বন্ধু কেবল আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনগণ, যারা সালাত কায়েম করে এবং যাকাত প্রদান করে বিনীত হয়ে।
আর যে আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনদের সাথে বন্ধুত্ব করে, তবে নিশ্চয় আল্লাহর দলই বিজয়ী।"

(সূরা মায়িদা ৫৫-৫৬)

০৩. আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য বঞ্চিত: আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার ঘোষণা- যারাই আল্লাহর সাহায্য করবে, আল্লাহ তাদেরই সাহায্য করবেন। কিন্তু এই সাহায্য সেই লোক কখনই পাবে না যে যাকাত দেবে না। ইরশাদ হয়েছে:

وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ - الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ۔

আল্লাহ নিশ্চয় তাকে সাহায্য করেন, যে তাঁকে সাহায্য করে। নিশ্চয় আল্লাহ শক্তিমান ও পরাক্রমশালী। আমি এদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করলে এরা সালাত কায়েম করবে এবং যাকাত দেবে।

(সূরা হাজ্জ-৪০, ৪১)

০৪. শাস্তির পথ সুগম করে দেয়া হবে: এ প্রসঙ্গে রাসূল (সা)-এর উম্মাতকে লক্ষ্য করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার ঘোষণা:

وَاَمَّا مَنْۢ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰى ۙ
وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰى ۙ فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْعُسْرٰى ؕ
وَمَا يُغْنِيْ عَنْهُ مَالُهٗۤ اِذَا تَرَدّٰى ؕ
اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدٰى ۖ
وَاِنَّ لَنَا لَلْاٰخِرَةَ وَالْاُوْلٰى

"আর যে কার্পণ্য করেছে এবং নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করেছে,
আর উত্তমকে মিথ্যা বলে মনে করেছে,
আমি তার জন্য কঠিন পথে চলা সুগম করে দেব। আর তার সম্পদ তার কোন কাজে আসবে না, যখন সে অধঃপতিত হবে। নিশ্চয় পথ প্রদর্শন করাই আমার দায়িত্ব। আর অবশ্যই আমার অধিকারে পরকাল ও ইহকাল।"

(সূরা লাইল: ৮-১৩)

عن ابي هريرة رضى الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم يصبح العباد فيه الا ملكان ينزلان فيقول احدهما اللهم اعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم اعط ممسكا تلفا

"আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী (সা.) বলেছেন: প্রতিদিন প্রত্যুষে যখন (আল্লাহর) বান্দারা ঘুম থেকে ওঠে তখন দু'জন ফেরেশতা আসমান থেকে নেমে আসে। তাদের একজন বলতে থাকে: হে আল্লাহ! দাতাকে পুরস্কৃত কর এবং অপরজন বলতে থাকে, হে আল্লাহ! কৃপণকে ধ্বংস কর।"

(সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুয যাকাত, হাদীস নং ১৩৪৯)

০৫) ধন-সম্পদকে আগুনে উত্তপ্ত করে সেঁকা দেয়া:

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْاَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۙ

يَّوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰي بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ ۗ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ

'হে ঈমানদারগণ, নিশ্চয় পন্ডিত ও সংসার বিরাগীদের অনেকেই মানুষের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে, আর তারা আল্লাহর পথে বাধা দেয় এবং যারা সোনা ও রূপা পুঞ্জীভূত করে রাখে, আর তা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে না, তুমি তাদের বেদনাদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও।
যেদিন জাহান্নামের আগুনে তা গরম করা হবে, অতঃপর তা দ্বারা তাদের কপালে, পার্শ্বে এবং পিঠে সেঁক দেয়া হবে। (আর বলা হবে) 'এটা তা-ই যা তোমরা নিজদের জন্য জমা করে রেখেছিলে, সুতরাং তোমরা যা জমা করেছিলে তার স্বাদ উপভোগ কর'।

(সূরা তাওবাহ: ৩৪-৩৫)

উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা যে ললাট, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশ দগ্ধ করার কথা বলেছেন তার অর্থ শুধু এই তিন অঙ্গই নয় সমস্ত শরীরও হতে পারে। তবে এ তিন অঙ্গের উল্লেখ করা হয়েছে এজন্য যে, যে কৃপণ ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় খরচ করতে চায় না, তার কাছে যখন কোন ভিক্ষুক কিছু চায়, মিসকীন বা দরিদ্ররা কিছু চায়, যাকাত চায় তখন সে প্রথমে ভ্রূ কুঞ্চিত করে, তারপর পাশ কাটিয়ে না শুনার ভান করে তাকে এড়িয়ে যেতে চায়। এতেও সে ক্ষ্যান্ত না হলে তাকে পৃষ্ঠদেশ দেখিয়ে চলে যায়। এজন্যে বিশেষ করে এ তিন অঙ্গ দগ্ধ করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

০৬) বিষধর সাপ রূপে ধন-সম্পদের দংশন:

মহানবী (সা) ইরশাদ করেন:

عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤد زكوته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا اقرع له زبيبتان طوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه ثم يقول انا مالك انا كنزك.

"হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: আল্লাহ তায়ালা যাকে ধন-সম্পদ দান করেছেন, সে যদি ঐ সম্পদের যাকাত আদায় না করে তাহলে কিয়ামতের দিন তার ধন-সম্পদ এমন এক ভয়ংকর বিষধর সর্পের

রূপ ধারন করবে যার মাথায় থাকবে দু'টি কালো বর্ণের চিহ্ন। কিয়ামাতের দিন ঐ সাপ তার গলায় জড়িয়ে দেয়া হবে। অতঃপর সাপ তার দুই চোয়াল কামড়ে ধরে বলতে থাকবে- আমি তোমার সম্পদ, আমিই তোমার সেই সঞ্চিত বিত্ত।" (সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুয যাকাত, হাদীস নং ১৩১২)

তারপর নবী কারীম (সা) এ আয়াত পাঠ করেন:

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ؕ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ؕ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ وَلِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْر ٌ

"আর আল্লাহ যাদেরকে তাঁর অনুগ্রহ থেকে যা দান করেছেন তা নিয়ে যারা কৃপণতা করে তারা যেন ধারণা না করে যে, তা তাদের জন্য কল্যাণকর। বরং তা তাদের জন্য অকল্যাণকর। যা নিয়ে তারা কৃপণতা করেছিল, কিয়ামত দিবসে তা দিয়ে তাদের বেড়ি পরানো হবে। আর আসমানসমূহ ও যমীনের উত্তরাধিকার আল্লাহরই জন্য। আর তোমরা যা আমল কর সে ব্যাপারে আল্লাহ সম্যক জ্ঞাত।"

(সূরা আলে-ইমরান: ১৮০)

০৭) কিয়ামাতের দিন গরু ও উটের পদ-দলন ও শিং দিয়ে গুঁতো মারা:

রাসূল (সা.) বলেছেন,

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الأكثرون الا من قال هكذا وهكذا وهكذا فحشى بين يديه وعن يمينه وعن شماله ثم قال والذي نفسي بيده لا يموت رجل فيدع ابلا أو بقرا لم يؤد زكاتها الا جاءته يوم القيامة اعظم ما كانت واسمنه تطؤه
باخفافها وتنطحه بقرونها كلما نفدت اخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس

"অধিক সম্পদ কুক্ষিগতকারীগণ, কিন্তু যারা এই, এই ও এই পরিমাণ দিয়েছে তারা ব্যতীত। তিনি সামনে, ডানে ও বাঁয়ে হাতের ইশারা করলেন। অত:পর তিনি বলেন, সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার জীবন! যে ব্যক্তি এমন উট অথবা গরু রেখে মারা গেল যার যাকাত সে আদায় করেনি, কিয়ামাতের দিন সেগুলো পূর্বাবস্থার চেয়ে অধিক

মোটাতাজা হয়ে তার কাছে আসবে এবং নিজেদের পায়ের ক্ষুর দিয়ে তাকে পিষ্ট করবে এবং শিং দিয়ে গুঁতো মারবে। সর্বশেষ জন্তুটি চলে যাওয়ার পর পুনরায় প্রথম জন্তুটি আসবে। মানুষের বিচার সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত শাস্তির এ ধারা অব্যাহত থাকবে।"

(জামে আত-তিরমিযী, আবওয়াবুয যাকাত, হাদীস নং ৫৭৪)

উপরের আলোচনা থেকে একথা প্রমাণিত হলো, যাকাত ইসলামের একটি বাধ্যতামূলক বিধান ও দ্বীনের একটি মৌলিক স্তম্ভ। যাকাত দেয়া দরিদ্রদের প্রতি দয়া নয়, বরং দরিদ্রের হক, আর আদায় করা ধনীদের অবশ্য কর্তব্য। দুনিয়া ও আখিরাতে সফল হতে হলে অবশ্যই মহান আল্লাহর বিধি-বিধান যথাযথভাবে মেনে চলতে হবে।

০৮) অহংকারী কারুনের পরিণতি:

হযরত মূসা (আ)-এর সম্প্রদায়ভুক্ত কারুনকে আল্লাহ তা'আলা এমন ধনভান্ডার দিয়েছিলেন যার চাবিগুলো বহন করা একদল শক্তিশালী লোকের পক্ষেও কষ্টসাধ্য ছিল। কিন্তু সে ছিল অপরাধী, লোভী। এ সম্পদ তার কোন কাজে আসেনি বরং কারুনের শেষ পরিণতি হয়েছে ভয়ংকর।

ইরশাদ হয়েছে,

فَخَرَجَ عَلٰي قَوْمِهٖ فِيْ زِيْنَتِهٖ ؕ قَالَ الَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا يٰلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَآ اُوْتِيَ قَارُوْنُ ۙ اِنَّهٗ لَذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ۝

وَقَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّمَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ۚ وَلَا يُلَقّٰهَآ اِلَّا الصّٰبِرُوْنَ۝

فَخَسَفْنَا بِهٖ وَبِدَارِهِ الْاَرْضَ ۟ فَمَا كَانَ لَهٗ مِنْ فِئَةٍ يَّنْصُرُوْنَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۫ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِيْنَ۝

"অতঃপর সে (কারুন) তার কওমের সামনে জাঁকজমকের সাথে বের হল। যারা দুনিয়ার জীবন চাইত তারা বলল, 'আহা! কারূনকে যেমন দেয়া হয়েছে আমাদেরও যদি তেমন থাকত! নিশ্চয় সে বিরাট সম্পদশালী।'
আর যারা জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছিল, তারা বলল, 'ধিক তোমাদেরকে! আল্লাহর প্রতিদানই উত্তম যে ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তার জন্য। আর তা শুধু সবরকারীরাই পেতে পারে।'
অতঃপর আমি কারূন ও তার প্রাসাদকে মাটিতে দাবিয়ে দিলাম। তখন তার জন্য এমন কোন দল ছিল না, যে আল্লাহর মোকাবিলায় তাকে সাহায্য করতে পারত এবং সে নিজেও নিজেকে সাহায্য করতে সক্ষম ছিল না।"

(সূরা কাসাস: ৭৯-৮১)

০৯) যাকাত আদায় না করলে দুর্ভিক্ষ ও অনাবৃষ্টি:

عَنْ بُرَيْدَةَ . قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : مَا مَنَعَ قَوْمُ الزَّكَاةَ ، إِلَّا ابْتَلَاهُمُ اللَّهُ بِالسِّنِينَ

"বুরাইদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন, যখন কোন জাতি যাকাত আদায় না করে তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে দুর্ভিক্ষ ও অনাবৃষ্টিতে আক্রান্ত করেন।"

[মু'জামুল আওসাত লিত তাবারানী, হা/৪৫৭৭: সহীহ তারগীব ওয়াত তারহীব, হা/৭৬৩।]

১০) জাহান্নামে প্রবেশ করবে:

ইরশাদ হয়েছে,

الَّذِيْنَ لَا يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ

"যারা যাকাত দেয় না। আর তারাই আখিরাতের অস্বীকারকারী।"

(সূরা ফুসসিলাত ৪১:৭)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ . . قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : مَانِعُ الزَّكَاةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي النَّارِ

"আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যাকাত ত্যাগকারী কিয়ামতের দিন জাহান্নামে প্রবেশ করবে।"

[মু'জামুস সগীর লিত তাবারানী, হা/৯৩৫; জামেউস সগীর, হা/১০৭৪৬; সহীহ তারগীব ওয়াত তারহীব, হা/৭৬২।]

অন্য হাদীসে এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ دَخَلَ عَلَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فَرَأَى فِي يَدِي فَتَخَاتٍ مِنْ وَرِقٍ فَقَالَ مَا هُذَا يَا عَائِشَةُ ؟ فَقُلْتُ صَنَعْتُهُنَّ أَتَزَيَّنُ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : أَتُؤَدِّيْنَ زَكَاتَهُنَّ . قُلْتُ لَا أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ ، قَالَ : هُوَ حَسْبُكِ مِنَ النَّارِ

"আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার নিকট আসলেন। এ সময় তিনি আমার হাতে রূপার তৈরি একটি বড় আংটি দেখতে পান। তখন তিনি বলেন, এটা কী- হে আয়েশা? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার উদ্দেশ্যে সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য এটা তৈরি করেছি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি এর যাকাত দাও? আমি বললাম, না অথবা আল্লাহর যা ইচ্ছা ছিল। তখন তিনি বললেন, তোমাকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট।"

[আবু দাউদ, হা/১৫৬৭; সুনানে দার কুতনী, হা/১৯৫১: সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী, হা/৭৭৯৭;]

১১) যাকাত আদায় না করাটা মুনাফিকীর লক্ষণ:

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে মুনাফিকদের যেসব কার্যকলাপ বর্ণনা করেছেন, তার মধ্যে একটি হচ্ছে যাকাত আদায় না করা। যেমন- তিনি বলেন,

وَمِنْهُمْ مَّنْ عٰهَدَ اللّٰهَ لَئِنْ اٰتٰىنَا مِنْ فَضْلِهٖ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُوْنَنَّ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ
فَلَمَّآ اٰتٰىهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ بَخِلُوْا بِهٖ وَتَوَلَّوْا وَّهُمْ مُّعْرِضُوْنَ
فَاَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِيْ قُلُوْبِهِمْ اِلٰى يَوْمِ يَلْقَوْنَهٗ بِمَآ اَخْلَفُوا اللّٰهَ مَا وَعَدُوْهُ وَبِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ

"আর তাদের মধ্যে কতক আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করে যে, যদি আল্লাহ তার স্বীয় অনুগ্রহে আমাদের দান করেন, আমরা অবশ্যই দান-খয়রাত করব এবং অবশ্যই আমরা নেককারদের অন্তর্ভুক্ত হব। অতঃপর যখন তিনি তাদেরকে তাঁর অনুগ্রহ দান করলেন, তারা তাতে কার্পণ্য করল এবং বিমুখ হয়ে ফিরে গেল।
সুতরাং পরিণামে তিনি তাদের অন্তরে নিফাক রেখে দিলেন সেদিন পর্যন্ত, যেদিন তারা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করবে, তারা আল্লাহকে যে ওয়াদা দিয়েছে তা ভঙ্গ করার কারণে এবং তারা যে মিথ্যা বলেছিল তার কারণে।"

(সূরা তাওবা: ৭৫-৭৭)

আবার মহান আল্লাহ তা'আলা কাফের ও মুনাফিকদের ব্যাপারে এ-ও বলেন,

فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّيْنِ ؕ وَنُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ

"অতএব যদি তারা তাওবা করে, সালাত কায়েম করে এবং যাকাত প্রদান করে, তবে দীনের মধ্যে তারা তোমাদের ভাই। আর আমি আয়াতসমূহ যথাযথভাবে বর্ণনা করি এমন কওমের জন্য যারা জানে।"

(সূরা তাওবা: ১১)

অতএব কাফের ও মুনাফিকরা যতক্ষণ পর্যন্ত তাওবা করে সলাত আদায় ও যাকাত দিতে থাকবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের সাথে মু'মিনদের যুদ্ধ অব্যাহত থাকবে। যখন তারা তাওবাহ করে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে এবং তাওবা ও ঈমানের বাস্তব প্রতিফলন, সলাত আদায় করবে ও যাকাত প্রদান করবে, তখন তারাও মুসলমানদের দ্বীনি ভাই এবং তাদের জান-মাল মুসলমানদের কাছে নিরাপদ থাকবে।

যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে আবু বকর (রা)-এর যুদ্ধ ঘোষণা

আবু বকর (রা) এর খিলাফতকালে প্রথম যে ফিতনার উদ্ভব হয় সেটা ছিল, মুরতাদদের ফিতনা এবং যাকাত অস্বীকারকারীদের ফিতনা। সে সময় মুরতাদদের জন্য যুদ্ধ ঘোষণার ব্যাপারে কারো কোনো সন্দেহ ছিলোনা কিন্তু যারা যাকাত অস্বীকার করছিলো তাদের বিরুদ্ধে আবু বকর (রা) যুদ্ধ ঘোষণা করলেন এবং যুদ্ধের ফরমান জারি করলেন। ইসলাম মানুষের উপর যাকাত ফরয করেছিল। মালের পরিমাণ হিসাবে সাহেবে নিসাব লোকদেরকে তা আদায় করতে হতো। এই যাকাতের বিধানকে স্বাধীনচেতা লোকেরা তাদের জন্য একটি বোঝা স্বরূপ মনে করতো। যারা তখনো ভাল মতো ইসলামের স্বাদ আস্বাদন করেনি, তারা এই ইসলামী খাজনা পরিশোধ করতে অস্বীকার করে। অবশিষ্ট ইসলাম ধর্মকে তারা অস্বীকার করেনি। যাকাত অস্বীকার যেহেতু জাতি-গোষ্ঠীর মেজায ও বৈষয়িক স্বার্থের অনুকূল ছিল, তাই এই অস্বীকৃতির মধ্যে এক এক করে গোটা দেশ শরীক হয়ে যায়। কিন্তু এটা যেহেতু একটি বিদ্রোহ ছিল, তাই নও-মুসলিম বিদ্রোহীদেরকে মুসায়লামা ও তুলায়হা প্রমুখ মিথ্যাবাদী নিজেদের দিকে আকর্ষণ করার এবং আর্থিক ইবাদত ছাড়া দৈহিক ইবাদতের মধ্যেও লাঘব ঘটিয়ে নিজ নিজ নবুওয়াত মানানোর সুযোগ পায়।

যাহোক, শির্ক ও মূর্তিপূজার বিষয়টি আদৌ আলোচনাধীন ছিল না। কিন্তু দীন-ইসলাম মানব জাতির মধ্যে যে নিয়ম-শৃংখলা ও বিধি-ব্যবস্থা কায়েম করতে চেয়েছিল, তা বাহ্যত ওলট-পালট হতে বসেছিল। এই ঘোর বিপদের চিকিৎসা ছিল মুশরিক ও কাফিরদের যুদ্ধবাজি থেকেও অধিক শক্ত ও কঠিন। কেননা, যাকাত অস্বীকারকারীদের সংকল্প ঘোষণা শোনামাত্রই হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) সাহাবায়ে কিরামকে

একত্রিত করে পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত করেন। সভায় কোন কোন সাহাবা এই মত প্রকাশ করেন যে, যাকাত অস্বীকারকারীদের সাথে মুশরিক ও কাফিরদের ন্যায় যুদ্ধ করা ঠিক হবে না। কিন্তু এ অভিমতটিও ছিল ঠিক তেমনি দুর্বল, যেমন উসামা বাহিনীর যুদ্ধযাত্রার বিরুদ্ধে কোন কোন লোক প্রকাশ করেছিল। আর যে ভাবে এই অভিমত হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) মানেননি, তেমনিভাবে এই দুর্বল মতটিও তিনি গ্রহণযোগ্য মনে করেন নি।

হাদীসে এসেছে,

তিনি (আবু বকর রদ্বিআল্লহু আনহু) বলেন, **"আল্লাহ'র কসম! যাকাতের একটি জন্তু বা একটি শস্যকণাও যদি কোন গোত্র পরিশোধ না করে, তবে আমি তার বিরুদ্ধে অবশ্যই যুদ্ধ করবো।"**

এ কথা বলে তিনি নিজেই ঘোরার লাগাম ধরে রওনা দেওয়া শুরু করলেন। তাঁকে দেখে সাহাবায়ে কেরাম রদ্বিআল্লহু আনহুমগণ বুঝতে পারেন যে, আবু বকর (রা) কতটা দৃঢ়তার সাথে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে সেখান থেকে পিছিয়ে আসার কোনো সুযোগ নেই।

এটা দেখে উমর (রা) বলেন, "আল্লাহ'র শপথ! নিঃসন্দেহে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাই আবু বকরের অন্তরে বিষয়টির সুস্পষ্ট উপলব্ধি দান করেছেন। পরে আমি বুঝতে পারি, এটিই (আবু বকর (রা)-এর সিদ্ধান্তই) সঠিক।"

(সহীহ বুখারী ২য় খন্ড- হা: ১৪০০, ১৪৫৬, ৬৯২৫, মুসলিম হা: ২০; মুসনাদে আহমাদ হা: ২৪১০৮)

যাকাত দরিদ্রদের অধিকার

ইসলাম দান-খয়রাতের প্রতি ধনীদের উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেই থেমে থাকেনি বরং দান-সাদাকাকে অভাবী ও শোষিত-বঞ্চিতদের অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি এবং এই অধিকার প্রদানের জন্য মুসলিমের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। আল-কুরআনের ভাষায়:

وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰي حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا

"আর আত্মীয়কে তার হক দিয়ে দাও এবং মিসকীন ও মুসাফিরকেও। আর কোনভাবেই অপব্যয় করো না।"

(সূরা বনী ইসরাঈল: ২৬)

فَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰي حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ۭ ذٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ ۡ وَاُولٰۗىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

"অতএব আত্মীয়-স্বজনকে তাদের হক দিয়ে দাও এবং মিসকীন ও মুসাফিরকেও। এটি উত্তম তাদের জন্য, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি চায় এবং তারাই সফলকাম।"

(সূরা আর-রুম: ৩৮)

উল্লেখিত আয়াতদ্বয়ে 'হক' তথা অধিকার শব্দের ব্যবহার বিশেষভাবে লক্ষণীয়। আলোচ্য শব্দের ব্যবহার দ্বারা আল্লাহ পাক মুসলিমের মনে এ ধারণাই বদ্ধমূল করার প্রয়াস পেয়েছেন যে, দান-খয়রাত ইচ্ছাধীন ব্যাপার নয় এবং দান-সাদাকা দ্বারা আমরা নিকটাত্মীয় ও গরীবদের অনুগ্রহ করছি না বরং এটা তাদের প্রাপ্য অধিকার। অতএব আমার ইচ্ছা হলে দেব, নইলে দেব না- এটা তেমন নয়।

তাছাড়া মানুষ যে সম্পদ ভোগ-ব্যবহার করে সে তার প্রকৃত মালিক নয়, রক্ষণাবেক্ষণকারী ও আমানতদার মাত্র। এর প্রকৃত মালিক আল্লাহ। সুতরাং একজন

আমানতদার হিসাবে মানুষ প্রকৃত মালিকের নির্দেশনা ও ইচ্ছা অনুযায়ী সম্পদ আয়-উপার্জন ও ব্যয়-বিনিয়োগ করবে এটাই বিবেকের দাবী।

মানুষের জীবন-জীবিকার মানগত তারতম্যের বিষয়টি ইসলাম স্বীকার করে। মানুষের দৈহিক ও মানসিক শক্তি-সামর্থ্য এবং যোগ্যতা ও প্রতিভার পার্থক্য মহান আল্লাহর অমোঘ বিধানেরই অংশ। তাই বলে মানব সমাজে ধনী-দরিদ্রের আকাশ-পাতাল তারতম্য হবে এটি কাঙ্ক্ষিত নয়। দরিদ্র তার শ্রম বিনিয়োগ করে আর ধনী বিনিয়োগ করে তার পুঁজি তথা মূলধন। দরিদ্র তার শ্রমের বিনিময়ে পায় পারিশ্রমিক, পক্ষান্তরে ধনী তার পুঁজির বিনিময়ে অর্জন করে প্রচুর মুনাফা।

ধনীর উপার্জন দরিদ্রের শ্রম থেকে আসে বিধায় একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, ধনীর পুঁজি এবং দরিদ্রের শ্রম একটি অপরটির সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত। ধনীর সম্পদ দরিদ্রের শ্রম হতে আসে বিধায় ধনীর সম্পদে দরিদ্রের অধিকার প্রতিষ্ঠিত। আর শরীয়াত সম্মত অধিকার হল যাকাত। এজন্য ইসলামে যাকাতকে বলা হয় قنطرة الاسلام। -ধনী-দরিদ্রের মধ্যে সেতু বন্ধন রচনাকারী এবং সমাজ দেহের রোগ নিরাময়ের অন্যতম প্রতিষেধক।

অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে যাকাতের গুরুত্ব

ধনতান্ত্রিক বা পুঁজিবাদী সমাজে অর্থব্যবস্থার ভিত্তি হচ্ছে সুদ- যা ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

সমাজতান্ত্রিক বা কমিউনিষ্ট সমাজের অর্থ ব্যবস্থার ভিত্তি হচ্ছে সম্পদ জাতীয়করণ। অর্থাৎ এর মূল কথা হলো জনগণ কাজ করবে, উপার্জন করবে, কষ্ট করবে, সব কিছুর মালিকানা সরকারের হাতে থাকবে। সরকার তাদের যা প্রয়োজন তা তাদেরকে দেবে। ফলে অল্প কয়েক বছরেই এ অর্থব্যবস্থা তাদের জন্মস্থানেই আত্মহত্যা করেছে।

ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার পর বিশ্বে যে অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা লাভকরে তাহলো ইসলামী অর্থব্যবস্থা। এ অর্থব্যবস্থারও অন্যগুলোর মত একটি ভিত্তি রয়েছে, তা হলো যাকাত। অর্থাৎ যাকাত একদিকে ইসলামের তৃতীয় স্তম্ভ যা ব্যতিরেকে কেউ ইসলামী যিন্দেগী গড়তে সক্ষম নয়; অন্যদিকে এটি ইসলামী অর্থনীতির মূল বুনিয়াদ, যার উপর ভিত্তি করে ইসলামী অর্থনীতি গড়ে উঠে।

অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে ধন-সম্পদ পুঞ্জিভূতকরণ মানুষের অসচ্চরিত্রের লক্ষণ। অন্যদিকে সম্পদের ব্যাপক ব্যয়-ব্যবহার ও বিনিয়োগই হচ্ছে তার জন্য স্বাভাবিক ব্যবস্থা। অর্থাৎ সম্পদ তথা মূলধন বিনিয়োগ না করলে এটি যেমন করে উৎপাদনে ভূমিকা রাখতে পারে না, তেমনি বাধ্যতামূলকভাবে প্রদেয় এ যাকাতের ফলে এক সময় মূলধন নিঃশেষ হয়ে যাবে। তাই যাকাত মূলধনকে দ্রবীভূত, সচল-সক্রিয় ও মুনাফা আহরণে গতিশীল করে। আর এভাবে মূলধনের চিরন্তন আবর্তন মানবদেহে রক্তের অব্যাহত চলাচলের ন্যায় সমাজদেহে সুস্থতা ও অর্থনীতিতে সচ্ছলতা আনয়ন করে।

সম্পদ পুঞ্জিভূত করে রাখার বিপরীতে বিনিয়োগে উৎসাহী করার লক্ষ্যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা কুরআনে বলেছেন,

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ ۙ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۙ

"এবং যারা সোনা ও রূপা পুঞ্জীভূত করে রাখে, আর তা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে না, তুমি তাদের বেদনাদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও।"

(সূরা তাওবাহ: ৩৪)

مَآ اَفَآءَ اللهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةًۢ بَيْنَ الْاَغْنِيَآءِ مِنْكُمْ ۭ وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ۤ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ۚ وَاتَّقُوا اللهَ ۭ اِنَّ اللهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۘ

"আল্লাহ জনপদবাসীদের নিকট থেকে তাঁর রাসূলকে ফায় হিসেবে যা দিয়েছেন তা আল্লাহর, রাসূলের, আত্মীয়-স্বজনদের, ইয়াতীমদের, মিসকীন ও মুসাফিরদের এটি এ

জন্য যে, যাতে ধন-সম্পদ তোমাদের মধ্যকার বিত্তশালীদের মাঝেই কেবল আবর্তিত না থাকে। রাসূল তোমাদের যা দেয় তা গ্রহণ কর, আর যা থেকে সে তোমাদের নিষেধ করে তা থেকে বিরত হও এবং আল্লাহকেই ভয় কর, নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তি প্রদানে কঠোর।"

(সূরা হাশর: ০৭)

ইসলামী অর্থব্যবস্থার মৌলিক লক্ষ্য হলো সম্পদের ন্যায়সঙ্গত বণ্টন, দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং সামাজিক কল্যাণ প্রতিষ্ঠা। যাকাত এই লক্ষ্য অর্জনের অন্যতম কার্যকর মাধ্যম।

প্রথমত, যাকাত সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করে। সমাজে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে যে অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টি হয়, যাকাত তা হ্রাস করতে সাহায্য করে। ধনীদের সম্পদের একটি অংশ দরিদ্রদের মধ্যে বণ্টিত হওয়ার ফলে অর্থনৈতিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

দ্বিতীয়ত, যাকাত দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দরিদ্র, মিসকীন, ঋণগ্রস্ত এবং অন্যান্য হকদার ব্যক্তিরা যাকাতের মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা লাভ করে, যা তাদের জীবনমান উন্নয়নে সহায়ক হয়। এর ফলে তারা সমাজের উৎপাদনশীল শক্তিতে পরিণত হওয়ার সুযোগ পায়।

তৃতীয়ত, যাকাত অর্থের সঞ্চালন বৃদ্ধি করে। সম্পদ যখন কেবল ধনীদের হাতে কেন্দ্রীভূত থাকে তখন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড স্থবির হয়ে পড়ে। যাকাতের মাধ্যমে অর্থ সমাজের বিভিন্ন স্তরে প্রবাহিত হয়, যা বাজারে ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারে সহায়তা করে।

চতুর্থত, যাকাত সম্পদকে উৎপাদনমুখী খাতে বিনিয়োগে উৎসাহিত করে। দীর্ঘদিন সম্পদ অলস অবস্থায় রেখে দিলে তার ওপর নিয়মিত যাকাত আদায় করতে হয়। ফলে সম্পদের মালিকরা সম্পদকে ব্যবসা, কৃষি ও শিল্পখাতে বিনিয়োগ করতে উৎসাহিত হন, যা অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখে।

পঞ্চমত, যাকাত বেকারত্ব হ্রাসে সহায়তা করে। যাকাতের অর্থ দ্বারা ক্ষুদ্র ব্যবসা, কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব। ফলে দরিদ্র জনগোষ্ঠী কর্মক্ষম হয়ে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে পারে।

ষষ্ঠত, যাকাত সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। সমাজের অসহায়, এতিম, বিধবা, প্রতিবন্ধী এবং অন্যান্য অভাবগ্রস্ত মানুষের জন্য যাকাত একটি কার্যকর নিরাপত্তা ব্যবস্থা হিসেবে কাজ করে। এর মাধ্যমে সামাজিক অস্থিরতা ও অপরাধপ্রবণতা কমে আসে।

সপ্তমত, যাকাত রাষ্ট্রের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করে। সঠিকভাবে যাকাত ব্যবস্থাপনা করা হলে দারিদ্র্য, বেকারত্ব এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য অনেকাংশে হ্রাস পায়, যা একটি স্থিতিশীল ও কল্যাণমুখী অর্থনীতি গঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।
অতএব, অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে যাকাত কেবল একটি ধর্মীয় ইবাদত নয়; বরং এটি একটি পূর্ণাঙ্গ অর্থনৈতিক ও সামাজিক কল্যাণব্যবস্থা, যা ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা, দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

যাকাত ও সাদাকাহর মধ্যে পার্থক্য

আল-কুরআনুল কারীমে সূরা তাওবার ৬০নং আয়াতে সাদাকাহ বণ্টনের ৮টি খাত বর্ণনা করা হয়েছে।

اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ؕ فَرِيْضَةً مِّنَ اللهِ ؕ وَاللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

"নিশ্চয় সদাকা হচ্ছে ফকীর ও মিসকীনদের জন্য এবং এতে নিয়োজিত কর্মচারীদের জন্য, আর যাদের অন্তর আকৃষ্ট করতে হয় তাদের জন্য; (তা বণ্টন করা যায়) দাস আযাদ করার ক্ষেত্রে, ঋণগ্রস্তদের মধ্যে, আল্লাহর রাস্তায় এবং মুসাফিরদের মধ্যে। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত, আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।"

(সূরা তাওবাহ: ৬০)

অর্থাৎ এই সূরায় বর্ণিত এ সাদাকাহ শব্দটিকে যাকাত হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। যার জন্য অনেকেই সাদাকাহ ও যাকাতকে একই রকম মনে করে থাকেন। কিন্তু আসলে তা নয়। মূলত: বিষয়টি এভাবে বলা যায় যে, সকল যাকাতই সাদাকাহ, কিন্তু সকল সাদাকাহ যাকাত নয়। শুধু বাধ্যতামূলক সাদাকাহ-ই যাকাত। যাহোক যাকাতের মত একটি বাধ্যতামূলক আদেশের সাথে সাদাকাহ'র বিষয়টিকে অনেকে এক করে দেয়ায় মূলত এ আলোচনা।

০১) যাকাত মূলত: আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা কর্তৃক নির্দেশিত বাধ্যতামূলক প্রদেয় অর্থ। অন্যদিকে সাদাকাহও এক অর্থে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা নির্দেশিত বাধ্যতামূলক প্রদেয় অর্থ।

০২) যাকাত হলো নির্দিষ্ট পরিমাণের উর্ধ্বে সঞ্চিত সম্পদের উপর আরোপিত নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ। অন্যদিকে সাদাকাহ আদৌ সে রকম কিছু নয়।

০৩) যাকাত অবশ্যই আল-কুরআনুল কারীমে বর্ণিত ৮টি খাতেই বণ্টন করতে হবে। অন্যদিকে সাদাকাহ বণ্টনের ক্ষেত্রে কোন সুনির্দিষ্ট খাতের উল্লেখ করা হয়নি। তবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই ব্যয় করতে হবে।

০৪) যাকাত ও সাদাকাহ মুসলিমদের জন্যই প্রযোজ্য।

০৫) যাকাত মূলত: দরিদ্রদের জন্য, অন্যদিকে সাদাকাহ মূলত: সকলের জন্য।

০৬) যাকাতের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নূন্যতম সম্পদের পরিমাণের নিসাব উল্লেখ রয়েছে, যার নীচে যাকাত প্রদান বাধ্যতামূলক হয় না। অন্যদিকে সাদাকাহর ক্ষেত্রে এমন কোন রকম নিসাবের উল্লেখ নেই।

০৭) যাকাতের প্রদেয় হার স্থির ও কিয়ামাত পর্যন্ত অপরিবর্তনীয়। অন্যদিকে সাদাকাহর প্রদেয় হার বলতে কিছু নেই। এটি ব্যক্তির মন-মানসিকতার উপর নির্ভর করে।

০৮) যাকাত প্রত্যেক বছরই প্রদান করতে হবে। অন্যদিকে সাদাকাহর ক্ষেত্রে এরূপ কোন বাধ্যবাধকতা নেই।

০৯) যাকাত প্রদান না করলে ইহজগত ও পরজগতে শাস্তি নিশ্চিত। অন্যদিকে সাদাকাহ প্রদান না করলে সাওয়াব পাবে না।

১০) যাকাত প্রদান না করলে মুসলিম কাফির হয়ে যায়। অন্যদিকে সাদাকার ক্ষেত্রে এমন কোন কঠিন শর্ত নেই। তবে মুসলিম হিসেবে সবাই এমন সাওয়াবপূর্ণ কাজটি করা উচিত।

যাকাত ও ট্যাক্সের পার্থক্য

যাকাত ও ট্যাক্সের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। যেমন-

যাকাত ইসলামের একটি মৌলিক আর্থিক ফরয ইবাদত। তাই এতে নিয়ত আবশ্যক। ইখলাস ও আল্লাহভীতি অপরিহার্য। যাকাতের রয়েছে নির্দিষ্ট খাত। যে খাতগুলোর বাইরে যাকাতের টাকা ব্যয় করা যায় না। অমুসলিম কিংবা সাধারণ উন্নয়নমূলক কাজে তা ব্যবহার করা জায়েয হয় না। অনুরূপভাবে যাকাতের পরিমাণ বা হারও নির্ধারিত। তা ওয়াজিব হওয়ার জন্যও রয়েছে নির্দিষ্ট সীমারেখা। অতপর তা আদায় করার জন্য রয়েছে এক বছরের সীমারেখা। বিশেষ কিছু মালের মধ্যেই তা ওয়াজিব হয়ে থাকে। সব ধরণের মালের মধ্যে তা ওয়াজিব হয় না। এ সবই কোরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে প্রমাণিত। এতে কোনো ধরণের পরিবর্তনের সুযোগ নেই।

পক্ষান্তরে ট্যাক্স ইবাদত নয়। বরং তা সরকার থেকে প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধার বিনিময়ে দিতে হয়। কিংবা এটা এক প্রকার সরকারের প্রতি সহযোগিতাও বটে। এর জন্য কোনো পরিমাণ বা হার নির্ধারিত নেই। থাকলেও পরিবর্তনের সুযোগ থাকে। অনুরূপভাবে এর জন্য কোনো নিয়তের প্রয়োজন হয় না। তা ব্যয়ের জন্যও নির্দিষ্ট খাত নেই। আর না এর জন্য যেসব উপযোগী সীমারেখা রয়েছে যা শরিয়ত যাকাতের

জন্য স্থির করে থাকে। বরং অনেক সময় এটি জুলুমের পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছে যায়। (জাদিদ ফিকহি মাসায়িল ১৭৫)

সার্বভৌমত্বের অধিকারী মহান আল্লাহ ﷻ

সৃষ্টিজগতের সমস্ত কিছুর স্রষ্টা মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা। আমাদের ধন-সম্পদ, সুস্থতা, রিযিক ইত্যাদি সবকিছুই মহান আল্লাহ'র দান, অনুগ্রহ। তিনি যাকে ইচ্ছে বেহিসাব রিযিক দেন, রিযিক সংকুচিত করেন। সমস্ত কিছুই তাঁর দৃষ্টির মধ্যে। তিনি মালিকুল মুলক, রাজাধিরাজ/সার্বভৌমত্বের অধিকারী; তিনিই আল-খালিক, সৃষ্টিকর্তা; আর রাজ্জাক, সর্বশ্রেষ্ট রিযিকদাতা।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা ইরশাদ করেছেন,

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ؕ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

"আর আসমানসমূহ, যমীন ও তাদের মধ্যবর্তী যা রয়েছে, তার রাজত্ব আল্লাহর জন্যই। তিনি যা ইচ্ছা তা সৃষ্টি করেন এবং আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।"

(সূরা মায়িদাহ: ১৭)

وَلَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ كُلٌّ لَّهٗ قٰنِتُوْنَ ۝

"আর আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে সব তাঁরই। সব কিছুই তাঁর অনুগত।"

(সূরা রুম: ২৬)

দয়াময় আল্লাহ কোনকিছুই অনর্থক সৃষ্টি করেন নি। আল্লাহ তা'আলা আরও বলেছেন,

تَبٰرَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ ۡ وَهُوَ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُ ۙ

الَّذِيْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ ۙ

"বরকতময় তিনি যার হাতে সর্বময় কর্তৃত্ব। আর তিনি সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান। যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন যাতে তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে পারেন যে, কে তোমাদের মধ্যে আমলের দিক থেকে উত্তম। আর তিনি মহাপরাক্রমশালী, অতিশয় ক্ষমাশীল।"

(সূরা মুলক-১,২)

মহান আল্লাহ আমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্যই এই দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর আদেশ নিষেধ মেনে চলে সেই প্রকৃত সফল।

ধন-সম্পদ, ফসল-ফলাদি, সন্তান-সন্ততি সবই আল্লাহর দেয়া অনুগ্রহ। দুনিয়ার কোনকিছু নিয়ে বড়ত্ব করা যাবেনা কারণ এসব আল্লাহ'র পক্ষ থেকে আসা নিয়ামত। মানুষের মাঝে অনেকেই ভাবে তাদের মেধা ও যোগ্যতা তাদের নিজের অর্জিত, তাদের ধন-সম্পদ শুধুমাত্র তাদের নিজেদের উপভোগ করার জন্য কিন্তু তা যে আল্লাহ প্রদত্ত পরীক্ষা তা বুঝতে পারেনা। ধন-সম্পদের অহংকার কারুনকে কঠিন শাস্তির দিকে নিয়ে গেছে তাই এ থেকেও শিক্ষা নেয়া উচিত আমাদের সকলের।

যাকাত-ই এমন এক বিধান যা নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিকের উপর পালন করা ফরজ।

যাকাত ফরয হওয়ার শর্তাবলী

ব্যক্তির ক্ষেত্রে শর্ত

যাকাত সালাতের মতই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলার একটি অবশ্য পালনীয় আদেশ। আর তাই সালাত আদায়ের যেমন কিছু শর্ত আছে তেমনি যাকাতেরও রয়েছে কতিপয় শর্ত। ইসলামী আইনবিদদের মতে এমন প্রত্যেক ব্যক্তির উপরই যাকাত ফরয যাদের মধ্যে নিম্নোক্ত শর্তাবলী পাওয়া যাবে:

০১) মুসলিম হওয়াঃ

যাকাত প্রদান মুসলিম সম্পদশালীদের জন্য বাধ্যতামূলক। কারণ এটি ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে তৃতীয় স্তম্ভ। যারা ইসলামে প্রবেশ করেনি তাদের জন্য যাকাত নয়। **অর্থাৎ যাকাত শুধু মুসলিমদের জন্য ফরয; অমুসলিমদের জন্য নয়।**

আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللَّهِ وَبِرَسُوْلِهِ

তাদের দান গ্রহণে বাধা কেবল এই ছিল যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অস্বীকার করত।

(সূরা তওবা- ৫৪)

০২) বালিগ হওয়াঃ

তাকলীফ অর্থ দায়িত্ব পালনের জন্য আইনসঙ্গত যোগ্যতা। শরীয়াহ বিশেষজ্ঞদের অনেকেই যাকাত আদায়ের জন্য বালিগ ও সুস্থ মানসিকতাসম্পন্ন (বুদ্ধিবৃত্তিক ও আবেগের স্থিতিশীলতা) হওয়ার শর্ত আরোপ করেছেন। তাঁরা বলেন, যারা দ্বীনের

আরকান-আহকাম পালনের যোগ্য নয় তাদের সম্পদের উপর যাকাত প্রদানও বাধ্যতামূলক নয়। কারণ যাকাত প্রদানও একটা গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত। (হানাফী মাযহাব)

০৩) আকেল বা বুদ্ধিসম্পন্নঃ

আকেল মানে জ্ঞান ও বুদ্ধি-বিবেকসম্পন্ন হওয়া। অর্থাৎ পাগল বা জড়বুদ্ধিসম্পন্ন না হওয়া। কারণ পাগলের মালে কোন যাকাত নেই; যদিও তার পাগলামী পূর্ণ বছরে অব্যাহত থাকে। (হানাফী মাযহাব)

০৪) স্বাধীন হওয়াঃ

যাকাত ফরয হবার অন্যতম শর্ত হলো ব্যক্তিকে স্বাধীন হতে হবে। ক্রীতদাস-দাসীর উপর যাকাত বর্তায় না।

হাদীসে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ * قَالَ : لَيْسَ فِي الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ থেকে বর্ণনা করে বলেন, সাদাকাতুল ফিতর ব্যতীত ক্রীতদাসের উপর কোন সাদাকা নেই।

[সহীহ মুসলিম, হা/২৩২৩। মুসনাদে আহমাদ, হা/৯৪৩৬; সহীহ ইবনে খুযায়মা, হা/২২৮১৯৬০ সুনানে দার কুতনী, হা/২০২৪; জামেউস সগীর, হা/৯৫৪৪।]

০৫) নিসাবঃ

নিসাব হলো অর্থ-সম্পদের সেই নির্দিষ্ট ও নূন্যতম পরিমাণ, সংখ্যা বা সীমা যার নিচে হলে কোন ব্যক্তির উপর যাকাত ফরয হয় না। অর্থাৎ যাদের একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ-সম্পদ রয়েছে সেসব লোকের উপরই যাকাত ফরয হয়।

হাদীসে এসেছে,

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَيْسَ فِيمَا أَقَلُّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْ سُقٍ صَدَقَةٌ وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ مِنَ الْإِبِلِ الذَّوْدِ صَدَقَةٌ ، وَلَا فِي أَوَّلَ مِنْ خَمْسٍ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ

"আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) নবী হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, পাঁচ ওয়াসাকের কম উৎপন্ন দ্রব্যের উপর যাকাত নেই, পাঁচটির কম উটের উপর যাকাত নেই এবং পাঁচ উকিয়ার কম পরিমাণ রৌপ্যের উপরও যাকাত নেই"

[সহীহ বুখারী, হা/১৪৮৪; সহীহ মুসলিম, হা/২৩১০; আবু দাউদ, হা/১৫৬০; তিরমিযী, হা/৬২৬; নাসাঈ, হা/২৪৪৫। মুসনাদে আহমাদ, হা/৯২১০।]

০৬) সম্পদের উপর পূর্ণাঙ্গ মালিকানাঃ

সম্পদের উপর যাকাত ফরয হওয়ার জন্যে সম্পদের মালিকানা সুনির্দিষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ হওয়া আবশ্যক। সম্পদ মালিকের এখতিয়ারে থাকা, সম্পদের উপর অন্য কারো অধিকার না থাকা এবং নিজের ইচ্ছামত সম্পদ ভোগ ও ব্যবহার করতে পারাই হলো মালিকানার আসল কথা। তবে একমাত্র 'সুনির্দিষ্ট' ও 'পূর্ণাঙ্গ' কথা দু'টো বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। যেসব সম্পদের মালিকানা সুনির্দিষ্ট নয় তার উপর যাকাত নেই।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সরকারী মালিকানাধীন সম্পদ। তেমনি জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য ওয়াকফকৃত সম্পদের উপরও যাকাত ধার্য হবে না, তবে ওয়াকফ যদি কোন ব্যক্তি বা গোত্রের জন্য হয়, তাহলে তার উপর যাকাত দিতে হবে।

যে ঋণ ফেরত পাবার আশা নেই তার উপর যাকাত ধার্য হবে না।

জমির ফল-ফসলের ক্ষেত্রে জমির মালিক হওয়া জরুরী নয়; কেবল উৎপাদিত ফসলের মালিক হলেই উশর বা অর্ধ উশর ওয়াজিব হবে। যদি কোন মুসলিম জমি ভাড়া, লীজ,

বর্গা বা ইজারা নিয়ে ফসল উৎপাদন করে কিংবা যদি ওয়াকফের জমিতে উৎপাদিত ফসল হয় তবুও উশর বা অর্ধ উশর ওয়াজিব হবে।

০৭) সম্পদ এক বছর থাকাঃ

কারো কাছে নিসাব পরিমাণ সম্পদ পূর্ণ এক বছর থাকলেই কেবল সে সম্পদের উপর যাকাত দিতে হবে। এ প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

حدثنا نصر بن على الجهضمي ثنا شجاح بن الوليد ثنا حارثة بن محمد عن عمرة عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول

আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত কোন মালের যাকাত নেই।

[সুনান ইবনে মাজা, কিতাবুয যাকাত, হাদীস নং ১৭৯২]

তবে কৃষিজাত ফসল, মধু, খনিজ সম্পদ ইত্যাদি উৎপাদনের যাকাত (উশর) প্রতিটি ফসল তোলার সময়েই দিতে হবে। ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ও কোম্পানীর ক্ষেত্রে বছর শেষে হিসাব সমাপ্তি দিবসে প্রণীত স্থিতিপত্রে বর্ণিত সম্পদ ও দায়-দেনার হিসাব অনুসারে যাকাত দিতে হবে।

০৮) যৌথ মালিকানাভুক্ত সম্পত্তির যাকাতঃ

যদি যৌথভাবে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি কোন সম্পদের মালিক হয় এবং সে সম্পদ যদি নিসাব পরিমাণ হয়, তাহলে তার উপর যাকাত দিতে হবে; তবে মালিকগণ নিজ নিজ অংশের যাকাত নিজেরাও পরিশোধ করতে পারেন।

০৯) মৃত ব্যক্তির যাকাতঃ

নিসাব পরিমাণ সম্পদ পূর্ণ এক বছর থাকা সত্ত্বেও কোন ব্যক্তি যদি যাকাত পরিশোধ করার পূর্বেই মারা যায়, তাহলে তার উত্তরাধিকারীগণ অথবা তার প্রতিনিধি, কিংবা তত্ত্বাবধায়ক তার সম্পত্তি থেকে প্রথমে যাকাত বাবদ পাওনা এবং কোন ঋণ থাকলে তা পরিশোধ করবেন। অতঃপর অবশিষ্ট সম্পত্তি উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বণ্টন করবেন।

১০) তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্বে ন্যস্ত সম্পদের যাকাতঃ

কর্তৃপক্ষ বা মালিকের পক্ষ থেকে সম্পদের দেখা-শোনা ও ব্যবস্থাপনা পরিচালনার জন্য কোন আইনানুগ তত্ত্বাবধায়কের কাছে সম্পদ ন্যস্ত করা হয়ে থাকলে, সে সম্পদের যাকাত মালিকের পক্ষ থেকে তত্ত্বাবধানকারীকেই প্রদান করতে হবে।

১১) বর্হিবিশ্বে রক্ষিত সম্পদের যাকাতঃ

কারো সম্পদ যদি বিদেশের ব্যাংকে থাকে বা কেউ যদি বিদেশে ব্যবসা পরিচালনা করে এবং সে সম্পদ যদি যাকাতযোগ্য হয় তাহলে সে দেশে যদি ইসলামী আইন বাস্তবায়ন থাকে এবং উক্ত সম্পদের যাকাত আদায় করে নেয় তাহলে নিজ দেশে আর তাকে যাকাত দিতে হবে না। আর যদি ঐ দেশে ইসলামী সরকার না থাকে এবং যাকাত কেটে না নেয় তাহলে নিজ দেশে তাকে যাকাত আদায় করতে হবে।

অন্যদিকে সম্পদ দেশে আর সম্পদের মালিক বিদেশে অবস্থান করছেন এমন ক্ষেত্রেও তার প্রতিনিধি বা পরিবারবর্গের সদস্য-সদস্যারা যাকাত আদায় করতে হবে।

১২) কয়েদী বা সাজাপ্রাপ্ত আসামীর যাকাতঃ

বড় বড় ব্যবসায়ী বা সম্পদশালী যখন রাজনৈতিক ইস্যু বা অন্য কোন কারণে সাজাপ্রাপ্ত হয়ে জেলে অবস্থান করেন তখন তার সম্পদের উপরেও যাকাত, উশর ওয়াজিব।

মালিকের অনুপস্থিতিতে যে তার ব্যবসা, কৃষি বা অর্থ-সম্পদের অভিভাবক হবে বা তত্ত্বাবধায়ক হবে সে ব্যক্তিই তার পক্ষ থেকে অন্যান্য অপরিহার্য কার্য সম্পাদনের ন্যায় তার সম্পদ ও ফসলের যাকাত (উশর) পরিশোধ করবে যদি তা নিসাব পরিমাণ হয়।

১৩) মুসাফিরের যাকাতঃ

মুসাফির যদি সাহেবে নিসাব হয় তাহলে তার সম্পদ ও ফল-ফসলের উপর যাকাত পরিশোধ করা ওয়াজিব। তবে এ কথাও সত্য যে, বিশেষ প্রয়োজনে মুসাফির হিসেবে সে নিজেও যাকাত পাবার হকদার। সফর তাকে যাকাত গ্রহণের হকদার করে আর সাহেবে নিসাব হওয়া তার উপর যাকাত ফরয করে দেয়।

ধন-সম্পদের ক্ষেত্রে শর্ত

ব্যক্তির উপর যাকাত ফরয হওয়ার যেমন শর্ত রয়েছে তেমনি ব্যক্তির সম্পদের উপরও যাকাত ফরয হবার শর্ত রয়েছে। এখানে সম্পদের উপর যাকাত ফরয হবার শর্তসমূহ উপস্থাপন করা হলো:

০১) মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হওয়াঃ

যাকাত সে মালের উপরই ফরয হবে যে মালের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হওয়া ছাড়া কারোর কাছে বা অধীনে যদি কোন সম্পদ থাকে তাহলে সে সম্পদের উপর যাকাত ধার্য হবে না। যেমন রাষ্ট্রীয় সম্পদ যদি কেউ কারোর অধীনে রাখে তাহলে এ রাখাটাই অবৈধ। কাজেই এক্ষেত্রে যাকাত ফরয হওয়ার কোন সুযোগ নেই।

০২) ওয়াকফঃ

ইসলামী ফকীহদের মতে মসজিদ, আল্লাহর পথে মুজাহিদ, ইয়াতীম এবং দ্বীনী প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্পদ যাকাতের আওতাভুক্ত নয়।

০৩) অবৈধ সম্পদঃ

চুরি-ডাকাতি, জোর-জবরদস্তি, প্রতারণা, জালিয়াতি, সুদ, ঘুষ, দুর্নীতি ইত্যাদির মাধ্যমে কেউ অর্থ-সম্পদের মালিক হতে পারে। ইসলামের দাবি হলো এই সমুদয় অর্থই প্রকৃত মালিককে অথবা তার অবর্তমানে তার উত্তরাধিকারীদের ফিরিয়ে দিতে হবে। যদি ঐ সম্পদ, সহায়-সম্পত্তি বা অর্থের প্রকৃত মালিককে খুঁজে পাওয়া না যায়, বা কারোর জানা না থাকে কে সে সম্পদের মালিক তাহলে তার সমুদয় অর্থ-সম্পদই দরিদ্র ও অভাবীদের মধ্যে বিলিয়ে দিতে হবে। এবার এ কাজ না করে কেউ যদি এ ধরনের সম্পদ নিজের কাছে রেখে দেয় তাহলে বছর পূর্তি হলে এর উপর যাকাত দিতে হবে।

প্রশ্ন:- এক্ষেত্রে যদি ঋণ থাকে তাহলেও কি যাকাত দিতে হবে?

এমন প্রশ্নের জবাবে অধিকাংশ ফকীহ ঋণকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন- সুঋণ ও কুঋণ। যে ঋণগ্রহীতা
স্বীকার করে এবং পরিশোধেরও অঙ্গীকার করে তাই হলো সুঋণ। এর উপর যাকাত দিতে হবে। এর বিপরীত হলো কুঋণ। এর উপর যাকাত দিতে হবে না।

০৪) বর্ধনশীল সম্পদ/প্রবৃদ্ধিঃ

সম্পদের উপর যাকাত ধার্য করার একটি অন্যতম শর্ত হলো সম্পদ বর্ধনশীল হওয়া। অর্থাৎ যে সম্পদ মালিকের আয় বা মুনাফা বৃদ্ধি করে তার উপরই যাকাত দিতে হবে। এখানে খেয়াল রাখতে হবে সুদখোরের দৃষ্টিতে তাদের সম্পদও বর্ধনশীল কিন্তু সুদ হারাম হওয়ায় এর মাধ্যমে অর্জিত সম্পদের ক্ষেত্রে যাকাত ফরয নয়। সুদের মাধ্যমে তথা হারাম উপায়ে অর্জিত সম্পদ সাওয়াবের নিয়ত না করে এমনিতেই সাদাকা করে

দিতে হবে। অন্যদিকে এ শর্তের আলোকে ব্যক্তিগত ব্যবহারের সম্পদ এবং নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যাদি যেমন, কাপড়-চোপড়, আসবাবপত্র, বাসন-কোসন, গাড়ি-বাড়ি, বই-পুস্তক, যন্ত্রপাতি, চলাচলের জন্য সঞ্চিত ফল-ফসল, মাটির নিচে প্রোথিত সম্পদ, যার হদিস জানা নেই ইত্যাদি মালামাল নিজের প্রবৃদ্ধি সাধনে সক্ষম নয়; তাই এ সবের উপর যাকাত নেই। কিন্তু গরু-ছাগল, কৃষিজাত ফসল, মধু, খনিজ সম্পদ, ব্যবসার পণ্য, নগদ অর্থ, ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে ক্রীত মেশিন ইত্যাদি মালামাল বর্ধনশীল; তাই এগুলোর উপর যাকাত ধার্য হবে।

০৫) নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকাঃ

যাকাত ধার্য হওয়ার গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হচ্ছে কোন ব্যক্তির কাছে নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকা। নিসাব বলা হয় শরীয়াত নির্ধারিত নিম্নতম সীমা বা পরিমাণকে। সাধারণভাবে ৫২.৫ তোলা (ভরি) রূপা বা ৭.৫ তোলা সোনা বা এর মূল্যের সম্পদকে নিসাব বলা হয়। কারো কাছে ৭.৫ তোলা সোনা বা ৫২.৫ তোলা রূপার মূল্যের সমান অথবা সব সম্পদ মিলে ৫২.৫ তোলা রূপার সমমূল্যের সম্পদ থাকলে সে সম্পদের যাকাত দিতে হবে। গরুর ক্ষেত্রে ৩০টি, ছাগলের ক্ষেত্রে ৪০টি এবং উটের ক্ষেত্রে ৫টিকে নিসাব ধরা হয়েছে। কৃষিজাত ফসলের নিসাব হচ্ছে পাঁচ ওয়াসাক বা ২৮ মণ।

০৬) মৌল প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদঃ

সারা বছর মৌল প্রয়োজন মিটানোর পর অতিরিক্ত সম্পদ থাকলেই কেবল যাকাত ফরয হবে। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা বলেন:

وَيَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ۗ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَۙ

"(হে নবী!) তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, তারা কী ব্যয় করবে? বল, 'যা প্রয়োজনের অতিরিক্ত'। এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য আয়াতসমূহ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা চিন্তা কর।

(সূরা বাকারাহ: ২১৯)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, 'প্রয়োজনের অতিরিক্ত' বলতে পরিবারের খরচ বহনের পর যা অতিরিক্ত বা অবশিষ্ট থাকে তাকে বুঝায়।

০৭) ঋণমুক্ত হওয়াঃ

যাকাত ফরয হওয়ার জন্য ঋণমুক্ত হওয়ার পর নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকা একটি জরুরী শর্ত। যদি সম্পদের মালিক এত পরিমাণ ঋণগ্রস্ত হয়, যার মধ্যে নিসাব পরিমাণ সম্পদ নিমজ্জিত হয়ে যায় বা নিসাব তার চেয়ে কম হয় তাহলে তার উপর যাকাত ফরয হবে না। তবে ঋণ পরিশোধের পর বা ঋণের সম-পরিমাণ সম্পদ বাদ দেওয়ার পর যদি সম্পদ নিসাব পরিমাণ হয় তাহলে সে সম্পদের যাকাত দিতে হবে। কেউ কেউ বলেছেন যে, যে ঋণ কিস্তিতে পরিশোধ করতে হয়, সে ঋণের ক্ষেত্রে যে বছর যে পরিমাণ ঋণ পরিশোধ করতে হবে, সে বছর সেই পরিমাণ ঋণ বাদ দেয়া উচিত। কিন্তু ঋণ বাবদ যাকাত অব্যাহতি নেয়ার পর ঋণ পরিশোধ অবশ্যই করতে হবে। অন্যথায় সে সম্পদের উপর যাকাত দেয়া উচিত। উশর ওয়াজিব হওয়ার জন্য ঋণমুক্ত হওয়ার শর্ত নেই। যদি কেউ ঋণগ্রস্ত থাকেন তবে উশর পরিশোধ করার পরই ঋণ শোধ করতে হবে।

যাকাত আদায় ওয়াজিব হওয়ার সময়:

যাকাত আদায় করা ওয়াজিব হওয়ার জন্য নেসাবের ওপর চন্দ্র মাস হিসেবে পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হওয়া শর্ত। বছর পূর্ণ হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হল বছরের উভয় প্রান্তে নেসাব পূর্ণাঙ্গ থাকা; বছরের মারখনে পূর্ণ থাকুক বা না থাকুক।

সুতরাং কারো নিকট যদি বছরের শুরুতে নেসাব পরিমাণ সম্পদ থাকে এবং তা পূর্ণ বছর বহাল থাকে, তাহলে সেই সম্পদের যাকাত আদায় করা ওয়াজিব হবে। অনুরূপভাবে যদি বছরের শুরুতে নেসাব পরিমাণ থাকার পর বছরের মাঝে তা হ্রাস

পায়। অতঃপর বছর শেষ হওয়ার দিকে আবার নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হয়ে যায় তাহলেও তার উপর যাকাত আদায় করা ওয়াজিব হবে। যে ব্যাক্তি বছরের শুরুতে নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক ছিল অতঃপর বছরের মাঝখানে ব্যবসা, দান, মিরাস কিংবা অন্য কোন উপায়ে নতুন সম্পদ যোগ হয়েছে। যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে তার পরবর্তী সম্পদ পূর্বোক্ত সম্পদের সাথে মিলিয়ে হিসাব করতে হবে।

যাকাতের নিয়ত:

যাকাতের হকদারকে যাকাত দেওয়ার সময় কিংবা যাকাত বন্টনে নিযুক্ত ব্যক্তিকে মাল দেওয়ার সময় কিংবা সমস্ত মাল থেকে যাকাতের পরিমাণ মাল পৃথক করার সময় যাকাতের নিয়ত করা ব্যতীত যাকাত আদায় হবে না। কেউ যদি যাকাতের নিয়ত ছাড়া কোন দরিদ্রকে মাল দিয়ে দেই অতঃপর যাকাতের নিয়ত করে নেয়, তাহলেও জায়েয হবে। এক্ষেত্রে শর্ত হলো নিয়ত করার সময় দরিদ্র ব্যক্তির নিকট সেই মাল বিদ্যমান থাকতে হবে। যাকাত আদায় শুদ্ধ হওয়ার জন্য হকদারের গ্রহণকৃত মাল যাকাতের মাল বলে জ্ঞাত হওয়া শর্ত নয়। সুতরাং কেউ যদি দরিদ্র ব্যক্তিকে যাকাতের মাল দিয়ে বলে দান কিংবা করয হিসেবে দিলাম আর মনে মনে যাকাতের নিয়ত করে নেই তাহলেও যাকাত আদায় হয়ে যাবে।

নাবালিগ ও পাগলের ধন-সম্পদে যাকাত

প্রত্যেক সাবালক মুসলিম নর-নারী, সুস্থ বিবেক বুদ্ধিসম্পন্ন সম্পদশালী ব্যক্তির ধন-সম্পদেই যাকাত ফরয। এ ব্যাপারে সমস্ত আলেম-উলামার ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু নাবালিগ ও জড়বুদ্ধিসম্পন্ন পাগলের ধন-সম্পদে যাকাত ফরয কিনা বা নাবালিগ যতক্ষণ পূর্ণ বয়স্ক না হবে এবং পাগল যত দিনে সুস্থ বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন না হবে ততদিন তাদের ধন-সম্পদে যাকাত ফরয হবে কিনা এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে।

যাকাত ফরয হওয়ার দ্বিতীয় ও তৃতীয় শর্তই হলো বালিগ ও সুস্থ বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন হওয়া। সুতরাং নাবালিগ বালক এর উপর যাকাত ওয়াজিব নয়। অনুরূপভাবে পাগলের

উপরও যাকাত ওয়াজিব নয়। যদি তা পূর্ণ বছর পরিব্যাপ্ত হয়। (আল-জাওহারাতুন নায়্যারা)

নিসাব পরিমাণ মালের মালিক হওয়ার পর যদি বছরের শুরু অথবা শেষে কিছু দিন সুস্থ মস্তিষ্ক থাকে, এর পরিমাণ কম হোক বা বেশি হোক তাহলে তার উপর যাকাত ফরয হবে (আয়নী শরহুল হিদায়া)। এটাই জাহিরী রিওয়ায়েত (কাফী)। সদরুল ইসলাম আবু ইউসুফ (র.) বলেন, এটাই বিশুদ্ধতম অভিমত (শরহুন্ নিকায়া: শায়খ আবুল মাকারিম)। আরযী পাগলের ক্ষেত্রে এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ কেউ যদি বালিগ হওয়ার পর পাগল হয়, তবে তার জন্য এ মাসআলা। আর আসল পাগল তথা কেউ যদি পাগল অবস্থায় বালিগ হয়, তবে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে সুস্থ হওয়ার পর হতে তার বছর গণনা ধর্তব্য হবে (কাফী)।

অনুরূপভাবে কোন বালক যদি বালিগ হয়, তাহলে বালিগ হওয়ার সময় হতে তার বছর ধর্তব্য হবে। (তাবয়ীন)

বেহুঁশ ব্যক্তির উপর যাকাত ওয়াজিব হবে। যদি এই বেহুশী পূর্ণ বছর পরিব্যাপ্ত থাকে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

সুদখোর, ঘুষখোর ও দুর্নীতিবাজদের উপর যাকাত

সুদ, ঘুষ ও দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ ইসলামের বিধান অনুযায়ী হারাম। এর যে কোন একটি পন্থার মাধ্যমে সম্পদ অর্জন করার চেষ্টা মানে অন্যের হক হরণ করা। এ সম্পদের অধিকারী তারা যাদের কাছ থেকে কেউ-কেউ তা বিভিন্ন কৌশল বা পন্থায় নিয়ে থাকে। সুতরাং এভাবে যারা সম্পদ ভোগ করছে তারা যেহেতু সম্পদের প্রকৃত মালিক নয় সেহেতু এ সম্পদে মালিকানা প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় এ মাল যে কোন পরিমাণই হোক না কেন এর উপর যাকাত ফরয হবে না। বরং ইসলামের বিধান হলো সুদের মাধ্যমে অর্জিত অর্থ যাদের কাছ থেকে অতিরিক্ত আনা হয়েছে তাদের কাছে তা ফেরত দেয়া। অথবা যদি এমনটি হয় ফেরত দেয়ার জন্যে কোন পক্ষ বা প্রতিষ্ঠান (সুদী ব্যাংক বা সুদের ব্যবসা করে এমন প্রতিষ্ঠান) কে পাওয়া যাচ্ছে না তাহলে উক্ত

টাকা বা সে টাকার মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ সাদাকা করে দিতে হবে। আর এতে সওয়াব পাওয়ার নিয়াত করা যাবে না। কারণ যে সম্পদে তাদের মালিকানা নেই সে সম্পদ সাদাকা করলে সওয়াব পাওয়ার তো প্রশ্নই আসে না।

সুদ, ঘুষ, দুর্নীতি, চুরি-ডাকাতি, জুয়া ইত্যাদি যে কোন পন্থায় অর্জিত সম্পদ হারাম। আর এ হারাম মাল যদি নিসাব পরিমাণ হয় তবুও তাতে যাকাত ফরয হবে না। বরং সব সম্পদই সাদাকা করে দেয়া ফরয।

(ফাতাওয়ায়ে শামী, ২য় খণ্ড)

অন্যদিকে হারাম উপায়ে অর্জিত সম্পদ যদি ব্যক্তির হালাল সম্পদের সাথে এমনভাবে মিশ্রিত হয়ে যায় যে, পৃথক করা অসম্ভব হয়ে পড়ে, তবে হারাম মালে সেই ব্যক্তির মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে এবং তাতে যাকাত ফরয হবে এবং সমুদয় সম্পদের যাকাত দিতে হবে। আর যদি পৃথক করা সম্ভব হয় তাহলে হারাম মাল পৃথক করার পর হালাল সম্পদ নিসাব পরিমাণ হলে তাতে যথানিয়মে যাকাত ফরয হবে। (ফাতাওয়ায়ে শামী, ২য় খণ্ড)

বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে যাকাত আদায়ের বিধান:

যাকাত ফরয হওয়ার জন্য একটি শর্ত হচ্ছে, নিসাব পরিমাণ সম্পদ পূর্ণ এক বছর হস্তগত থাকা। তবে কেউ যদি এক বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই যাকাত আদায় করতে চায়, তাহলে তার জন্য তা বৈধ আছে। হাদীসে এসেছে,

عَنْ عَلِي ، أَنَّ الْعَبَّاسَ سَأَلَ النَّبِيِّ فِي تَعْجِيْلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ فَرَ خَصَ لَهُ فِي ذَلِكَ

"আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,
নিশ্চয় আব্বাস (রাঃ) রাসূলুল্লাহ কে এক বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই যাকাত আদায় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি তাকে অনুমতি দিলেন।"

[আবু দাউদ, হা/১৬২৬। তিরমিযী, হা/৬৭৮; ইবনে মাজাহ, হা/১৭৯৫; মুসনাদে আহমাদ, হা/৮২২। মুস্তাদরাকে হাকেম, হা/৫৪৩১; সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী, হা/১৯৭৫১: মিশকাত, হা/১৭৮৮]

যেসব সম্পদের উপর যাকাত আদায় করা ফরয

যেসব সম্পদের উপর যাকাত আদায় করা ফরয হয় সেগুলা মূলত ৫ প্রকার। যথা-

১. স্বর্ণ ও রৌপ্য:

স্বর্ণ ও রৌপ্য হচ্ছে অনেক মূল্যবান খনিজ পদার্থ। আল্লাহ তা'আলা এগুলোর উপর পৃথকভাবে যাকাত নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সুতরাং যার নিকট নিসাব পরিমাণ স্বর্ণ অথবা রৌপ্য পূর্ণ এক বছর পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে, তাকে অবশ্যই যাকাত দিতে হবে।

২. ব্যবসায়িক পণ্য:

ব্যবসার উদ্দেশ্যে যেসব পণ্য উৎপাদন ও ক্রয়-বিক্রয় করা হয়, সেগুলোকেই ব্যবসায়িক পণ্য বলা হয়। আল্লাহ তা'আলা এসব পণ্যের ক্ষেত্রেও যাকাত নির্ধারণ করেছেন। সুতরাং প্রতি বৎসরের নির্দিষ্ট সময়ে ব্যবসায়িক পণ্যগুলো হিসাব করে তার উপর নির্ধারিত হারে যাকাত প্রদান করা আবশ্যক।

৩. গৃহপালিত পশু:

রাসূলুল্লাহ যেসব গৃহপালিত পশুর উপর যাকাত ফরয করেছেন সেগুলো হলো- উট, গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, দুম্বা। সুতরাং যার নিকট এসব সম্পদ নিসাব পরিমাণ পূর্ণ এক বছর পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে, তাকে অবশ্যই যাকাত প্রদান করতে হবে।

৪. ভূমি থেকে উৎপন্ন ফসল:

যেসব ফসল ভূমি থেকে উৎপন্ন হয়, সেসব ফসল থেকেও যাকাত প্রদান করা আবশ্যক। যেমন- গম, যব, খেজুর, কিসমিস, ধান ইত্যাদি।

৫. খনিজ সম্পদ ও মাটির নিচে সঞ্চিত সম্পদ বা গুপ্তধন:

মাটির নিচে সাধারণত দুই ধরনের সম্পদ পাওয়া যায়। একটি হচ্ছে- খনিজ সম্পদ, যা আল্লাহ তা'আলা মানুষের জন্য সৃষ্টি করে মাটির নিচে রেখেছেন। যেমন- স্বর্ণ, রৌপ্য, তামা, ইউরেনিয়াম, কয়লা, গ্যাস ইত্যাদি।

আর আরেকটি হচ্ছে, পূর্ববর্তী যুগের মানুষ কর্তৃক লুকিয়ে রাখা সম্পদ। যা আল্লাহ তা'আলা তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী যে কারো নিকট হস্তগত করার ব্যবস্থা করে দেন। আল্লাহ তা'আলা উভয় প্রকার সম্পদের উপর যাকাত আদায় করা আবশ্যক করে দিয়েছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি এ ধরনের কোন সম্পদ প্রাপ্ত হবে, তার উপর নির্দিষ্ট পরিমাণ যাকাত প্রদান করা আবশ্যক হয়ে যাবে।

নিসাব কী

নিসাব হলো শরীয়াহ নির্ধারিত সম্পদের নিম্নতম সীমা বা পরিমাণ। যার কম বা নিচে হলে একজন ব্যক্তির মালের উপর যাকাত ফরয হয় না। ফলে নিসাবের পরিমাণ নির্ধারণের জন্যে একজন মুসলিম প্রতি চান্দ্র বছরের প্রথমে ও শেষে তাঁর ধন-সম্পদের হিসাব করে মোট সম্পদ থেকে নিজের, স্ত্রীর, ছেলে-মেয়ে এবং অন্যান্য নির্ভরশীল ব্যক্তিদের দায়-দেনা বাদ দেয়। এভাবে হিসাব করে যে ব্যালেন্স পাওয়া যায় তা যদি ৫২.৫ তোলা (ভরি) রূপা বা ৭.৫ তোলা (ভরি) সোনার বাজার মূল্যের সমতুল্য হয় তাহলে সেই পরিমাণকে ইসলামী শরীয়াতের ভাষায় নিসাব বলে। নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকলেই একজন মুসলিমকে যাকাত আদায় করতে হয়, তাই এখানে বিভিন্ন যাকাত সামগ্রীর নাম ও এগুলোর নিসাব পরিমাণ উল্লেখ করা হলো:

০১) শুধু স্বর্ণের নিসাব: সাড়ে সাত ভরি (তোলা) স্বর্ণ বা স্বর্ণের তৈরি অলংকার।

০২) শুধু রূপার নিসাব সাড়ে বায়ান্ন ভরি (তোলা) রূপা বা রূপার তৈরি অলংকার।

০৩) স্বর্ণ ও রূপার একত্রে নিসাব: স্বর্ণ ও রূপা উভয় জিনিসই যদি কারও নিকট থাকে এবং এর কোনটাই নিসাব পরিমাণ নাও হয়; তবে উভয়টির মূল্য হিসেব করে দেখতে হবে। মূল্য যদি একত্রে রূপার নিসাব পরিমাণ হয়ে যায়, অর্থাৎ ৫২.৫ ভরি রূপার মূল্যের সমান হয়ে যায়, তবেই যাকাত আদায় করতে হবে।

০৪) হাতে নগদ বা ব্যাংকে মজুদ অর্থের নিসাব ৫২.৫ তোলা (ভরি) রূপার মূল্যের সমান।

০৫) ব্যবসায়ী পণ্যের নিসাব: কোন জিনিস বা পণ্যদ্রব্য বিক্রি করার উদ্দেশ্যে রাখা হলেই তাকে ব্যবসায়ী পণ্য মনে করা হবে। এক্ষেত্রে ৫২.৫ ভরি রূপার মূল্যের সমান মূল্যমান সম্পন্ন ব্যবসায়ী পণ্যের যাকাত দিতে হবে। বছরান্তে তখনকার বাজার দর হিসেবে মূল্য ধরতে হবে। খরিদ মূল্য ধরলে তা শুদ্ধ হবে না।

০৬) গরু ও মহিষের নিসাব হলো ৩০টি। এর কমে যাকাত নেই।

০৭) উটের নিসাব ৫টি।

০৮) ছাগল ও ভেড়ার নিসাব ৪০টি।

০৯) খনির উৎপাদন যে কোন পরিমাণ।

যে সকল সম্পদের যাকাত দিতে হবে

০১) সোনা-রূপাঃ সোনার তৈরী অলংকার সাড়ে সাত তোলা (ভরি) আর রূপার তৈরী অলংকার সাড়ে বায়ান্ন তোলা (ভরি) পরিমাণ (খাত ছাড়া) মজুরীসহ মোট মূল্য হিসাব করে শতকরা ২.৫০ টাকা হিসেবে যাকাত দিতে হবে।

ক) সোনা বা রূপার অলংকার, বাসন, পাত্র ও কারুকার্য খচিত মোহর ইত্যাদি সবকিছুর উপরই যাকাত দিতে হবে। তবে নিসাব পরিমাণ হতে কম হলে যাকাত দিতে হবে না।

খ) যদি কারোর নিকট সোনা বা রূপার তৈরী অলংকার কোনটিই নিসাব পরিমাণ না থাকে বরং কিছু সোনার অলংকার আর কিছু রূপার অলংকার থাকে এক্ষেত্রে যদি উভয়টির মূল্য এক সাথে সাড়ে বায়ান্ন তোলা (ভরি) রূপার মূল্যের সমান (বাজারে প্রচলিত দাম অনুসারে) হয়ে যায়; তবে যাকাত ফরয হবে। আর যদি সোনা ও রূপা উভয় অলংকারই পূর্ণমাত্রায় থাকে তাহলে মূল্য নির্ধারণের প্রয়োজন নেই বরং সোনা ও রূপা প্রত্যেকটির যাকাত পৃথক পৃথকভাবে আদায় করতে হবে।

গ) যদি কারোর নিকট সাড়ে সাত তোলা (ভরি) সোনা বা সাড়ে বায়ান্ন তোলা (ভরি) রূপা থাকে; অতঃপর বৎসর শেষ হওয়ার পূর্বেই আরো ৫/৬ তোলা (ভরি) সোনা এবং ১০/১৫ তোলা (ভরি) রূপার অলংকার কেনা হল বা উপহার হিসেবে পাওয়া গেল; তো এক্ষেত্রেও এটাই মনে করতে হবে যে, ঐ পুরো সোনা বা রূপার বৎসরই অতিক্রান্ত হয়েছে অর্থাৎ যাকাত নির্ধারণ করার সময় পুরো সোনা বা রূপার উপরই যাকাত নির্ধারণ করা ফরয। কেউ যদি মনে করে পরবর্তী সময়ে প্রাপ্ত সোনা বা রূপার সময়তো এক বছর অতিক্রম করে নাই এক্ষেত্রে যাকাত দেব কেন তাহলে সে নির্ঘাৎ পাপগ্রস্ত হবে।

০২) নগদ অর্থঃ হাতে নগদ অর্থ এবং ব্যাংক একাউন্টে রক্ষিত অর্থ যখন সাড়ে বায়ান্ন তোলা (ভরি) রূপার বাজার মূল্যের সমপরিমাণ পূর্ণ বছর ধরে জমা থাকবে তার উপর যাকাত ফরয হবে।

ক) বাংলাদেশে ২০ জানুয়ারি ২০০৮ বাজার দর অনুসারে সোনার তোলা (ভরি) ২৩,৮০০ টাকা আর রূপার বাজার দর ৫৫০/- টাকা। এক্ষেত্রে কারোর নিকট যদি বৎসরান্তে এক তোলা (ভরি) সোনা আর নগদ ৫,০৭৫ টাকা থাকে তাহলে তার উপর যাকাত ফরয হবে।

কেননা সাড়ে বায়ান্ন তোলা (ভরি) রূপার মূল্য ২৮,৮৭৫ টাকা। এখানে এক তোলা সোনার বাজার দর ২৩,৮০০ টাকা আর নগদ ৫,০৭৫ মিলে সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপার মূল্যের সমান হওয়ায় অবশ্যই ঐ মালিককে যাকাত আদায় করতে হবে।

মূলকথা হলো বছরের মাঝে সম্পদ বা নগদ টাকা বাড়া-কমার দ্বারা যাকাতের উপর কোন প্রতিক্রিয়া হবে না। বরং বছর শেষে যে পরিমাণ সম্পদ বিদ্যমান থাকবে ঐ পূর্ণ সম্পদের উপরই যাকাত হবে।

০৩) সঞ্চয়পত্র ও প্রাইজবন্ডের যাকাতঃ সঞ্চয়পত্র ও প্রাইজবন্ড ইত্যাদির বিনিময় মূল্যও নগদ অর্থের ন্যায় বলে এগুলোর উপর যাকাত প্রদান করতে হবে।

০৪) ডিপোজিট স্কিম বা দীর্ঘস্থায়ী জমাঃ বিভিন্ন সুদী ব্যাংকে ডিপোজিট স্কিম নামে স্থায়ী বা মেয়াদী হিসাবে ১০ বছর ধরে যে পরিমাণ টাকা জমা করা হয় তার উপর অর্জিত সুদ দরিদ্রের মাঝে বিতরণ করার পর মূল টাকার উপর যাকাত দিতে হবে।

এখানে উল্লেখ্য যে, কেউ যদি ১০ বছর মেয়াদে প্রতি মাসে ১,০০০/২,০০০ টাকা করে ব্যাংকে জমা করে তাহলে ঐ ২৮,৮৭৫ টাকা অর্থাৎ ২৯,০০০ টাকা জমা হয়ে গেলেই সে নিসাবের মালিক হবে। তখন থেকে এক বছর পূর্ণ হওয়ার পর তাকে হিসাব করে যাকাত দিতে হবে। এখানে ১০ বছর মেয়াদ শেষে ১,০০,০০০ টাকা হাতে আসা জরুরী নয়। বরং এ জাতীয় অর্থ মালিকের দখলে আছে বলে গণ্য হবে।

যদি কেউ ইসলামী শরীয়াহ মুতাবিক পরিচালিত ইসলামী ব্যাংকে ৫ বা ১০ বছরের জন্য ফিক্সড ডিপোজিট করে তাহলে প্রতি বছর মূল টাকার যাকাত দিয়ে যেতে হবে।

মেয়াদ পূর্তি হওয়ার পর লাভ-লোকসানের ভিত্তিতে হিসাব শেষে যে পরিমাণ টাকা অতিরিক্ত পাবে তার উপর যাকাত দিতে হবে।

০৫. যৌথ মালিকানাধীন মালের যাকাতঃ কোন মালের একাধিক মালিক থাকলে এবং তাদের প্রত্যেকের অংশ পৃথকভাবে চিহ্নিত বা বণ্টিত না থাকলে এই মালকে যৌথ মালিকানাধীন মাল বলে। যৌথ মালিকানাধীন মালের যাকাতের ক্ষেত্রে একক মালিকানাধীন মালের যাকাত বাধ্যতামূলক হওয়ার শর্তাবলী প্রযোজ্য হবে (বাদাই ২: ২৮)। কিন্তু ইমাম শাফিয়ী (র.)-এর মতে, মালিকগণের যাকাত ফরয হবার যোগ্যতা বিদ্যমান থাকলে (অর্থাৎ সবাই বালিগ ও মুসলিম হলে) তাদের যৌথ সম্পত্তির যাকাত যৌথভাবে আদায় করা যাবে। কারণ মহানবী (সা.) বলেন, যাকাত দেবার ভয়ে বিচ্ছিন্ন মালকে একীভূত এবং একীভূত মালকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না।

ব্যাংকের রিজার্ভ ফান্ড শেয়ার হোল্ডারদের যৌথ সম্পত্তি। এই ফান্ডের উপর যাকাত আরোপে তিনটি বাধা রয়েছে। যেমন: শেয়ার হোল্ডারদের ভেতর অমুসলিম থাকতে পারে; নাবালেগ ও পাগল থাকতে পারে, থাকতে পারে এমন লোকও যার উপর যাকাত ফরয নয়। এক্ষেত্রে মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলোতে এবং পাকিস্তানে সরকারীভাবে রিজার্ভ ফান্ড থেকে যাকাত উসুল করা হচ্ছে। পাকিস্তানের যাকাত অর্ডিন্যান্সে বলা হয়েছে যে, যাদের উপর যাকাত ফরয নয় তাদের অংশ দান হিসেবে গণ্য হবে। ফকীহদের মতামত এ ব্যবস্থা গ্রহণের পেছনে কাজ করেছে এবং ইমাম শাফিয়ী (র.)-এর মত ছিল এর ভিত্তি।

০৬. তৈজসপত্র, অলংকার, বাড়ি-ঘরঃ সংসারের কাজে ব্যবহৃত জিনিসপত্র যেমন হাঁড়ি-পাতিল, থালা-বাটি, বিছানাপত্র, পোশাক-আশাক ইত্যাদির উপর যাকাত ধার্য হবে না। তবে হানাফী মাযহাব মতে অলংকারপত্রের যাকাত দিতে হবে। মূল্যবান পাথর যেমন হীরক, মণিমুক্তা ইত্যাদির তৈরি অলংকারের উপর যাকাত ধার্য হবে না। বাড়ি-ঘর, দালান-কোঠা ও যানবাহনের উপরও যাকাত ধার্য হবে না। তবে এগুলো ভাড়ায় খাটানো হলে এর অর্জিত আয় মালিকের অন্য আয়ের সাথে যুক্ত হবে এবং যথানিয়মে এর উপর যাকাত ধার্য হবে।

(ইসলামের যাকাত বিধান, ১: ৫৪২)

০৭. বন্ধকী মালের যাকাতঃ বন্ধকী মাল বন্ধকমুক্ত হয়ে মালিকের দখলে ফিরে আসার পর এর উপর যাকাত ফরয হবে। (যাকাতের তাৎপর্য ও বিধান, ই.ফা.প. জুলাই-সেপ্টেম্বর, ৫৪ পৃ.)

০৮. ঋণ ও যাকাতঃ ঋণমুক্ত হওয়া যাকাত ফরয হবার অন্যতম অপরিহার্য শর্ত। ঋণের অংক বিয়োগ করার পর নিসাব পরিমাণ মাল না থাকলে যাকাত ফরয হবে না। ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ (র.) সুস্পষ্টভাবে বলেন যে, কোন ব্যক্তির গৃহীত ঋণ নিসাব পরিমাণ হলেও তার উপর যাকাত ধার্য হবে না। প্রদত্ত ঋণের উপর যাকাত ধার্য হবে না। তবে ঋণদাতা প্রদত্ত ঋণ ফেরত পাবার পর এর যাকাত দিতে হবে। (আল মুহাল্লা, ২য় খণ্ড, ১০১)

যে ঋণ ফেরত পাবার আশা নেই, কখনো সে ঋণ ফেরত পাওয়া গেলে অতীতের তো নয়ই- এমনকি ফেরত পাবার বছরেরও যাকাত দিতে হবে না বরং পরবর্তী বছর থেকে তার যাকাত দিতে হবে (ইসলামের যাকাত বিধান)। ঋণ গ্রহণ করে ব্যবসায়ের জমি, দালান-কোঠা, যন্ত্রপাতি ও পণ্য ক্রয় করা হলে কেবল পণ্য ক্রয় বাবদ যতটুকু খঋণ খরচ হয়েছে তা থেকে ততটুকু বিয়োগ করার পর যাকাত ধার্য হবে।

০৯. ব্যবসায়িক পণ্যের যাকাতঃ ব্যবসার নিয়াতে উৎপাদিত বা ক্রীত পণ্য

দ্বারা বাস্তবে ব্যবসায় কার্য সম্পাদিত হলে ঐ পণ্যকে ব্যবসায়িক পণ্য বলে। অতএব ব্যক্তিগত বা পারিবারিক প্রয়োজনে কিছু পণ্য উৎপাদন বা ক্রয়ের পর তা দিয়ে ব্যবসা করার নিয়াত করলেই তা ব্যবসায়িক পণ্য হবে না, যতক্ষণ না এর সাথে ব্যবসায়িক কার্যক্রম যুক্ত হয়। (আল-বাদাই, ২: ১২)

ব্যবসায়িক পণ্যের উপর যাকাত ফরয, এ ব্যাপারে ফকীহগণ একমত। আল্লাহ পাক বলেন:

پایها الذین امنوا انفقوا من طیبت ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض

“হে মুমিনগণ! তোমরা যা উপার্জন কর এবং আমি যা ভূমি থেকে তোমাদের জন্য উৎপন্ন করে দেই তন্মধ্যে যা উৎকৃষ্ট তা ব্যয় কর।"

(সূরা আল-বাকারা: ২৬৭)

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম তাবারী বলেন: "তোমরা তোমাদের চেষ্টা-সাধনায় যা উপার্জন কর- তা ব্যবসা হোক, শিল্প হোক, স্বর্ণ-রৌপ্যভিত্তিক কারবার হোক, তা থেকে যাকাত দাও। আবু বাকর জাসসাস ও ইবনুল আরাবীর মতে, তোমরা যা উপার্জন কর তা দ্বারা ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে উপার্জন বোঝানো হয়েছে (ইসলামের যাকাত বিধান, ১: ৩৮৪-৫)। হাদীস দ্বারাও তা সমর্থিত।

জমহুর ফকীহদের মতে, যাকাত ফরয হওয়াকালে প্রচলিত বাজার দর অনুযায়ী ব্যবসায়িক পণ্যের মূল্য নিরূপিত হবে। ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে যে পদ্ধতিতে মূল্য নিরূপিত হলে গরীব-দুঃখীরা অধিক লাভবান হবে সেই অনুযায়ী মূল্য ধার্য করা উচিত। ইমাম মুহাম্মাদের মতে, যাকাত আদায়ের উদ্দেশ্যে বছর শেষে হিসাব করার দিনের বাজার মূল্যের হিসাবে পণ্যের দাম নির্ধারণ করতে হবে (বাদাই, ২: ২১)। ব্যবসায়িক পণ্যের হিসাব স্বর্ণ ও রৌপ্যের নিসাবের সমপরিমাণ ব্যবসায়িক পণ্যের মূল্য হলে তার প্রতি চল্লিশ টাকায় এক টাকা যাকাত দিতে হবে। ব্যবসায়ের কেবল আবর্তনশীল মূলধনের যাকাত প্রদান করতে হবে। ব্যবসায়ের স্থাবর সম্পত্তি, যেমন দালান-কোঠা, জমি, যন্ত্রপাতি ইত্যাদির উপর যাকাত ধার্য হবে না। পণ্যদ্রব্য রাখা বা পরিমাপের পাত্রের উপরও যাকাত হবে না। (ইসলাম কা কানূন মাহাসিন, পৃ. ৯৬-৭)। মসজিদ-মাদরাসা বা অনুরূপ জনকল্যাণমূলক কাজের উদ্দেশ্যে ওয়াকফকৃত সম্পত্তি দ্বারা ব্যবসা করা হলেও তার উপর যাকাত ধার্য হবে না। যেসব মালের উপর সাধারণত যাকাত ধার্য হয় না সেসব মাল ব্যবসায়িক পণ্য হলে তার উপর যাকাত দিতে হবে। যেমন পাথর, হিরক, মণি-মুক্তা, আসবাবপত্র, তৈজসপত্র, কাঠ, বই-পুস্তক, যন্ত্রপাতি, যানবাহন ইত্যাদি। যাকাতের হিসাবকালে মোট সম্পত্তি থেকে ঋণের মতই স্ত্রীর

দেনমোহর ও খোরপোষ বাবদ প্রাপ্য এবং সরকারকে দেয় বকেয়া খাজনা বাদ দিতে হবে। (আল-বাদাই, ২: ৬-৭)

১০. খনিজ সম্পদঃ খনিজ সম্পদের ক্ষেত্রে কোন নিসাব নেই। খনি যদি ব্যক্তি মালিকানায় থাকে সম্পদ উত্তোলনের পরই হিসাব করে এর যাকাত দিতে হবে। তবে খনি সরকারী মালিকানায় থাকলে এর যাকাত দিতে হবে না। খনিজ সম্পদে যাকাতের হার হচ্ছে শতকরা ২০ ভাগ। খনিজ সম্পদের বেলায় এক বছর অতিবাহিত হবার শর্ত নেই। কৃষি ফসলের ন্যায় যখন সম্পদ তোলা হবে তখনই ২০% ভাগ হারে যাকাত দিতে হবে।

১১.পশুর যাকাত:
বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

পশুর যাকাত

কিছু পশু আছে, মানুষ তাদেরকে বিভিন্নভাবে কাজে ব্যবহার করে থাকে। এসব পশুকে الأنعام)আন'আম) বা 'চতুষ্পদ জন্তু' বলে। ঐসব প্রাণীর যাকাত দিতে হবে। রাসূলুল্লাহ বলেছেন,

مَا مِنْ رَجُلٍ تَكُونُ لَهُ إِبِلٌ ، أَوْ بَقَرٌ ، أَوْ غَنَمٌ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلَّا أُتِيَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا تَكُوْنُ وَأَسْمَنَهُ تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُوْنِهَا كُلَّمَا جَازَتْ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولَا هَا حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ

প্রত্যেক উট, গরু ও ছাগলের অধিকারী ব্যক্তি যে তার যাকাত আদায় করবে না, নিশ্চয় কিয়ামতের দিন তাদেরকে আনা হবে বিরাট আকারে ও অতি মোটাতাজা অবস্থায়। তারা দলে দলে তাকে তাদের ক্ষুর দ্বারা মাড়াতে থাকবে এবং মারতে থাকবে তাদের শিং দ্বারা। যখনই তাদের শেষ দল অতিক্রম করবে, পুনরায় প্রথম দল এসে তার সাথে এরূপ করতে থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষের বিচার ফায়সালা শেষ হয়ে যায়।

সহীহ বুখারী, হা/১৪৬০; নাসাঈ, হা/২৪৪০; মুসনাদে আহমাদ, হা/২১৫২৯; মিশকাত, হা/১৭৭৫।

মহিষ ও ভেড়ার যাকাত:

হাদীসে যেসব পশুর উপর যাকাত আদায়ের কথা বলা হয়েছে, তার মধ্যে মহিষের কথা পৃথকভাবে উল্লেখ নেই। তবে মুহাদ্দিসগণ বলেছেন যে, গরু ও মহিষ একই জাতবিশিষ্ট। সুতরাং গরুর উপর যেভাবে যাকাত আদায় করা ফরয, ঠিক তেমনিভাবে মহিষের উপরও যাকাত আদায় করা ফরয এবং উভয়টিই একই নিসাবের অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপভাবে ভেড়াও ছাগলের অন্তর্ভুক্ত।

ঘোড়ার যাকাত:

ঘোড়া হচ্ছে এক ধরনের গৃহপালিত পশু। কিন্তু তা সত্ত্বেও এর উপর যাকাত আদায় করা ফরয নয়। কেননা হাদীসে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَقَةٌ فِي عَبْدِهِ ، وَلَا فَرَسِهِ

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী রাসূলুল্লাহ বলেছেন, মুসলমানদের উপর তাদের গোলাম ও ঘোড়ার যাকাত নেই।

[সহীহ বুখারী, হা/১৪৬৪; সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী, হা/৭৬৫৪; মিশকাত, হা/১৭৯৫।]

পশুর প্রকারভেদ

যাকাত আদায়কে কেন্দ্র করে পশু কয়েক ধরনের হয়ে থাকে। যেমন-

১) সায়েমা তথা বছরের বেশিরভাগ সময় বৈধ ঘাসের মাঠে ও চারণভূমিতে স্বাধীনভাবে বিচরণ করে যে পশুগুলো জীবিকা নির্বাহ করে এবং সেগুলোকে বংশবৃদ্ধি ও দুগ্ধ আহরণের জন্য লালন-পালন করা হয়, সেগুলোকে সায়েমা বলে। এসব পশুর উপর যাকাত প্রদান করা ফরয।

২) যেসব পশু বংশবৃদ্ধি ও দুগ্ধ আহরণের জন্য লালন-পালন করা হয় ঠিকই, কিন্তু বছরের বেশির ভাগ সময় নিজেরা মাঠে বিচরণ করে ঘাস-পানি খায় না; বরং মালিককে খাদ্য ক্রয় করে বা কেটে এনে খাওয়াতে হয়। এসব পশুর উপর যাকাত প্রদান করা ফরয নয়।

৩) যেসব পশু বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হয়। যেমন- গাড়ি চালানো, পিঠে বোঝা বহন করা, সওয়ার হওয়া, কৃষি কাজে ব্যবহার করা, হালচাষ করা ও পানি উত্তোলন করা ইত্যাদি। অধিকাংশ আলেমের মতে এসব পশুর উপর যাকাত আদায় করা ফরয হবে না।

৪) যেসব পশু ব্যবসার জন্য প্রতিপালন করা হয়, সেগুলোকে ব্যবসায়িক পণ্য বলে গণ্য করা হবে এবং এর উপর যাকাত সংখ্যার ভিত্তিতে নয়, বরং মূল্যের ভিত্তিতে ধার্য হবে। এক্ষেত্রে পশুর মালিক পশুর নির্ধারিত মূল্যকে তার মালিকানাধীন নগদ অর্থ ও ব্যবসায়িক পণ্যের মূল্যের সাথে যোগ করে মোট মূল্যের ২.৫% হারে যাকাত প্রদান করবে।

গৃহপালিত পশুর উপর যাকাত ফরয হওয়ার জন্য শর্তসমূহ

১. নিসাব পরিমাণ হওয়া:

যাকাত আদায়ের প্রধান শর্তই হচ্ছে সম্পদ নিসাব পরিমাণ হওয়া। যদি নিসাব সংখ্যক পশু থেকে একটিও কম থাকে, তাহলে যাকাত ফরয হবে না। যেমন- হাদীসে এসেছে,

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ : لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ مِنَ الْإِبِلِ

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন, পাঁচের কম সংখ্যক উটের মধ্যে কোন যাকাত নেই।

(সহীহ বুখারী, হা/১৪৪৭; মুয়াত্তা ইমাম মালিক, হা/৫৭৭।)

২. পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হওয়া:

এসব পশুর উপর যাকাত ফরয হওয়ার জন্য আরো একটি শর্ত হচ্ছে, পশু ব্যক্তির মালিকানায় আসার দিন থেকে নিয়ে পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত করতে হবে; নতুবা যাকাত ফরয হবে না। কেননা হাদীসে এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُوْلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ শুনেছি যে, সম্পদের মালিকানা এক বছর অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত এর উপর যাকাত আরোপিত হয় না।

(২১৯ ইবনে মাজাহ, হা/১৭৯২; মুসনাদুল বাযযার, হা/৩০৪: দার কুতনী, হা/১৮৮৯; জামেউস সগীর, হা/১৩৪৫৪।)

৩. কাজে ব্যবহৃত পশু না হওয়া:

যেসব গৃহপালিত পশু চাষাবাদের কাজে, পরিবহণের কাজে অথবা অন্য কোন কাজের জন্য ব্যবহৃত হয়, তাহলে সেসব পশুর উপর যাকাত আদায় করা ওয়াজিব হবে না। হাদীসে এসেছে,

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ * أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَيْسَ فِي الْخَضْرَاوَاتِ صَدَقَةٌ وَلَا فِي الْعَرَايَا صَدَقَةٌ وَلَا فِي أَوَّلَ مِنْ خَمْسَةِ أَوْ سُقٍ صَدَقَةٌ وَلَا فِي الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ وَلَا فِي الْجَبْهَةِ صَدَقَةٌ قَالَ الْصَقْرُ الْجَبْهَةُ الْخَيْلُ وَالْبِغَالُ وَالْعَبِيدُ

আলী ইবনে আবি তালেব (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী বলেছেন, শাক-সবজিতে যাকাত নেই, আরিয়াতে যাকাত নেই, পাঁচ ওয়াসাকের কমে যাকাত নেই, কাজে নিয়োজিত পশুতে যাকাত নেই এবং যাবহাতেও যাকাত নেই। সাকার বলেন, জাবহা অর্থ হল, ঘোড়া, খচ্ছর এবং দাস-দাসী।

সুনানে দার কুতনী, হা/১৯৩০; মিশকাত, হা/১৮১৩।

৪. সায়েমা হওয়া:

সায়েমা এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে বিচরণশীল। ইসলামী পরিভাষায় সায়েমা বলা হয় ঐসব পশুকে, যেগুলো বছরের অধিকাংশ সময় চারণভূমিতে স্বাধীনভাবে বিচরণ করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে এবং সেগুলোকে কেবল বংশবৃদ্ধি ও দুগ্ধ দোহনের জন্য লালন-পালন করা হয়।

সুতরাং কোন মালিক যদি বছরের অধিকাংশ সময় নিজে খাদ্য সংগ্রহ করে পশুকে খাওয়ায়, তাহলে ঐ পশুর উপর যাকাত ওয়াজিব হবে না। রাসূলুল্লাহ বলেছেন,

وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ شَاة

বিচরণশীল ছাগলের যাকাত চল্লিশটি হতে একশত বিশটি পর্যন্ত একটি ছাগল।

(সহীহ বুখারী, হা/১৪৫৪; নাসাঈ, হা/২৪৪৭; মুসনাদে আহমাদ, হা/৭২; সহীহ ইবনে খুযায়মা, হা/২২৬১; মুসনাদে আবু ই'আলা, হা/১২৭: সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী, হা/৭৪৯৯। মিশকাত, হা/১৭৯৬।)

অন্য হাদীসে তিনি বলেন,

فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُوْنٍ

বিচরণশীল প্রত্যেক ৪০টি উটে একটি বিনতু লাবুন।

(বিনতু লাবুন বলা হয় ঐ উটকে, যার বয়স দু'বছর অতিক্রম করে তৃতীয় বছরে পদার্পণ করেছে।)

(নাসাঈ, হা/২৪৪৪; মুসনাদে আহমাদ, হা/২০০৩০। মুসনাদে দারেমী, হা/১৭১৯।)

পশুর যাকাতের নিসাব

গরু-মহিষঃ (ক) গরুর নিসাব ত্রিশটি এবং নিম্নোক্ত পন্থায় এর যাকাত ধার্য হবে-

০১. ৩০টি গরুর যাকাত একটি তাবীআহ (এক বছর বয়সের ১টি এড়ে বাছুর অথবা বকনা বাছুর);

০২. ৪০টি গরুর যাকাত একটি মুসিন্নাহ (পূর্ণ দু' বছরের একটি বাছুর);

০৩. ৬০টি গরুর যাকাত দুইটি তাবীআহ;

০৪. ৭০টি গরুর যাকাত একটি মুসিন্নাহ ও একটি তাবীআহ;

০৫. ৮০টি গরুর যাকাত দুইটি মুসিন্নাহ;

০৬. ৯০টি গরুর যাকাত তিনটি তাবীআহ;

০৭. ১০০টি গরুর যাকাত একটি মুসিন্নাহ ও দুইটি তাবীআহ;

০৮. ১১০টি গরুর যাকাত দুইটি মুসিন্নাহ ও একটি তাবীআহ;

০৯. ১২০টি গরুর যাকাত তিনটি মুসিল্লাহ অথবা চারটি তাবীআহ;

১০.

(ক) গরুর সংখ্যা ১২০-এর অধিক হলে (১) হতে (৯)-এ বর্ণিত নিয়মে যাকাত প্রদেয় হবে।

(খ) মহিষের যাকাত গরুর যাকাতের নিয়মে প্রদেয় হবে।

(গ) কোন ব্যক্তির নিকট নিসাব সংখ্যক গরু বা মহিষ না থাকলে কিন্তু গরু ও মহিষের সমন্বয়ে নিসাব পূর্ণ হলে ০১ হতে ১০-এ বর্ণিত নিয়মে যাকাত প্রদেয় হবে।

ছাগল-ভেড়াঃ (ক) ছাগল-ভেড়ার নিসাব চল্লিশটি এবং নিম্নোক্ত পন্থায় এর যাকাত ধার্য হবে।

০১. ৪০টি হতে ১২০টি ছাগলের যাকাত একটি বকরী;

০২. ১২১টি হতে ২০০টি ছাগলের যাকাত দুইটি বকরী;

০৩. ২০১টি হতে ৩৯৯টি ছাগলের যাকাত তিনটি বকরী;

০৪. ৪০০টি হতে ৪৯৯টি ছাগলের যাকাত চারটি বকরী;

০৫. ৫০০টি হতে ৫৯৯টি ছাগলের যাকাত পাঁচটি বকরী;

০৬. অতঃপর প্রতি ১০০টি ছাগলের যাকাত একটি বকরী;

(খ) ভেড়ার যাকাত ছাগলের যাকাতের নিয়মে প্রদেয় হবে এবং যাকাতের ক্ষেত্রে ছাগল ও ভেড়াকে একই শ্রেণীভুক্ত গণ্য করা হবে।

উটঃ উটের নিম্নতম নিসাব পাঁচটি এবং নিম্নোক্ত পন্থায় এর যাকাত ধার্য

০১. ৫ হতে ৯টি উটের যাকাত ১টি বকরী;

০২. ১০ হতে ১৪টি উটের যাকাত ২টি বকরী;

০৩. ১৫ হতে ১৯টি উটের যাকাত ৩টি বকরী;

০৪. ২০ হতে ২৪টি উটের যাকাত ৪টি বকরী;

০৫. ২৫ হতে ৩৫টি উটের যাকাত একটি বিনতে মাখাদ (পূর্ণ এক বছর বয়সের একটি মাদী উট);

০৬. ৩৬ হতে ৪৫টি উটের যাকাত একটি বিনতে লাবুন (পূর্ণ দুই বছর বয়সের একটি মাদী উট);

০৭. ৪৬ হতে ৬০টি উটের যাকাত একটি হিক্কাহ (তিন বছর বয়সের একটি মাদী উট);

০৮. ৬১ হতে ৭৫টি উটের যাকাত একটি জাযাআহ (চার বছর বয়সের একটি মাদী উট);

০৯. ৭৬ হতে ৯০টি উটের যাকাত দুইটি বিনতে লাবুন;

১০. ৯১ হতে ১২০টি উটের যাকাত দুইটি হিক্কাহ;

১১. উটের সংখ্যা ১২০টির অধিক হলে প্রতি ৪০টির জন্য একটি বিনতে লাবুন অথবা প্রতি ৫০টির জন্য একটি হিক্কাহ।

ঘোড়াঃ হযরত উমার (রা.) ঘোড়ার যাকাত চালু করেন। এর আগে ঘোড়ার উপর যাকাত ছিল না। ঘোড়া যদি যানবাহন, বোঝা বহন বা জিহাদের কাজে ব্যবহৃত হয় তাহলে এর যাকাত দিতে হবে না। কিন্তু তা না হয়ে ব্যবসার উদ্দেশ্যে প্রতিপালিত হলে প্রতিটি ঘোড়ার মূল্য ৫২.৫ তোলা রূপার মূল্যের সমান বা তার বেশি হলে, তার উপর শতকরা ২.৫ ভাগ হিসেবে যাকাত দিতে হবে।

যেসব পশু দ্বারা যাকাত আদায় করা হবে সেসব পশুর বৈশিষ্ট্যসমূহ

গৃহপালিত পশুর যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহের প্রতি লক্ষ্য করা অত্যাবশ্যক। যেমন-

১। দোষত্রুটি মুক্ত হওয়া:

যেসব পশু দ্বারা যাকাত আদায় করা হবে, সেসব পশুকে অবশ্যই এমন দোষ হতে মুক্ত হতে হবে, যা দ্বারা কুরবানী বৈধ নয়। যেমন- রোগাক্রান্ত হওয়া, অঙ্গহীন হওয়া, জীর্ণশীর্ণ হওয়া, লেংড়া হওয়া, কানা হওয়া ইত্যাদি। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِذِيْهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

হে ঈমানদারগণ! তোমরা যা উপার্জন করেছ এবং আমি জমিন থেকে তোমাদের জন্য যা বের করেছি তার মধ্য হতে পবিত্র জিনিসসমূহ দান করো। আর তোমরা খারাপ জিনিস দান করার ইচ্ছা করো না। কেননা অন্ধ না হলে তোমরা নিজেরাই তো সেটা গ্রহণ করতে চাও না। জেনে রেখো, নিশ্চয় আল্লাহ সম্পদশালী ও প্রশংসিত। (সূরা বাকারা- ২৬৭)

তাছাড়া হাদীসে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْغَاضِرِي ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ثَلَاثَ مَنْ فَعَلَهُنَّ فَقَدْ طَعِمَ طَعْمَ الْإِيْمَانِ مَنْ عَبَدَ اللهَ وَحْدَهُ وَأَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَعْطَى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ رَافِدَةٌ عَلَيْهِ كُلَّ عَامٍ وَلَا يُعْطِي الْهَرِمَةَ وَلَا الدَّرِنَةَ وَلَا الْمَرِيضَةَ وَلَا الشَّرَطَ اللَّئِيْمَةَ ولَكِنْ مِنْ وَسَطِ أَمْوَالِكُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَسْأَلْكُمْ خَيْرَهُ وَلَمْ يَأْمُرْكُمْ بِشَرِهِ

আবদুল্লাহ ইবনে মুয়াবিয়া আল-গাযিরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী বলেছেন, তিন ধরনের লোক যারা এরূপ করবে, তারা পরিপূর্ণ ঈমানের স্বাদ গ্রহণ করবে- (১) যে ব্যক্তি কেবলমাত্র আল্লাহরই ইবাদাত করে। (২) আর যে ব্যক্তি স্বীকার করে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য ইলাহ নেই। (৩) যে ব্যক্তি প্রত্যেক বছর তার সম্পদের যাকাত হিসেবে উত্তম সম্পদ প্রদান করে এবং বৃদ্ধ বয়সের, রোগাক্রান্ত, ত্রুটিপূর্ণ, নিকৃষ্ট সম্পদ প্রদান করে না, বরং মধ্যম মানের সম্পদ প্রদান করে। আল্লাহ তোমাদের নিকট তোমাদের উত্তম মাল চান না এবং নিকৃষ্ট মাল প্রদান করতেও নির্দেশ দেননি।

(আবু দাউদ, হা/১৫৮৪; সিলসিলা সহীহাহ, হা/১০৪৬; সহীহ তারগীব ওয়াত তারহীব, হা/৭৫০।)

২। পশু মধ্যম মানের হওয়া:

যেসব পশু দ্বারা যাকাত আদায় করা হবে, সেসব পশুকে অবশ্যই মধ্যম মানের হতে হবে। সুতরাং যেমনিভাবে বাছাই করে অতি উত্তম মানের পশুগুলো যাকাত হিসেবে গ্রহণ করা যাকাত আদায়কারীর জন্য বৈধ নয়, ঠিক তেমনিভাবে বাছাই করে কেবল দুর্বল ও নিকৃষ্ট পশুগুলো দ্বারা যাকাত আদায় করাও মালিকের জন্য বৈধ নয়। রাসূলুল্লাহ মু'আয ইবনে জাবাল (রাঃ) কে ইয়ামানের শাসক নিয়োগ করে পাঠানোর সময় বলেছিলেন,

فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةٌ تُؤْخَذُ مِنْ اغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ. وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ

যদি তারা তোমার এ কথা স্বীকার করে তবে তাদেরকে জানিয়ে দেবে, আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর যাকাত ফরয করেছেন, যা তাদের ধনীদের নিকট থেকে সংগৃহীত হবে এবং তাদের দরিদ্রদের মাঝে বিতরণ করা হবে। যদি তারা তোমার এ কথাও স্বীকার করে, তবে তাদের ভালো ভালো সম্পদগুলো গ্রহণ থেকে বিরত থাকবে। আর তুমি মাযলুমদের অভিশাপকে ভয় করবে; কেননা মাযলুম ও আল্লাহর মাঝখানে কোন প্রতিবন্ধক নেই (তারা যা দু'আ করবে, আল্লাহ তা'আলা তা কবুল করবেন)।

(সহীহ বুখারী, হা/১৪৯৬; সহীহ মুসলিম, হা/১৩০; আবু দাউদ, হা/১৫৮৬; তিরমিযী, হা/৬২৫; নাসাঈ, হা/২৫২২; মুসনাদে আহমাদ, হা/২০৭১। সুনানে দার কুতনী, হা/২০৫৮। সুনানে দারেমী, হা/১৬১৪: সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী, হা/৭৫২৬; মিশকাত, হা/১৭৭২।)

তবে মালিক যদি ইচ্ছা করে তাহলে সে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বাছাই করে কেবল উত্তম সম্পদ দ্বারা যাকাত আদায় করতে পারবে। যেমন- হাদীসে এসেছে,

عَنْ أَنَسٍ ، حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ، كَتَبَ لَهُ الصَّدَقَةَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ رَسُوْلَهُ * وَلَا يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ ، وَلَا تَيْسٌ إِلَّا مَا شَاءَ الْمُصَدِّقُ

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলের প্রতি যাকাতের যে বিধান দিয়েছেন তা আবু বকর (রাঃ) আনাস (রাঃ) এর নিকট লিখে পাঠান। তাতে লিখা ছিল যে, অধিক বয়সের দাঁত পড়া বৃদ্ধ ও ত্রুটিযুক্ত বকরী এবং পাঁঠা যাকাত হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না। তবে যাকাত প্রদানকারী ইচ্ছা করলে (পাঁঠা) দিতে পারেন।

('সহীহ বুখারী, হা/১৪৫৫: সুনানে দার কুতনী, হা/১৯৮৩; সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী, হা/৭৫০২: মিশকাত, হা/১৭৯৬।)

যাকাত আদায় করার জন্য নির্ধারিত পশু পাওয়া না গেলে করণীয়

যদি মালিকের কাছে নির্দিষ্ট বয়সের পশু পাওয়া না যায়, তাহলে এর করণীয় সম্পর্কে হাদীসে এসেছে,

عن أَنَسٍ ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ، كَتَبَ لَهُ فَرِيضَةَ الصَّدَقَةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ لَا مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَزَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَنَا لَهُ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَبًا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الْحِقَّةُ وَعِنْدَهُ الْجَزَعَةُ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَزَعَةُ. وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَما أَوْ شَاتَيْنِ. وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ

عِنْدَهُ إِلَّا بِنْتُ لَبُوْنٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ لَبُوْنٍ وَيُعْطِي شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا. وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُوْنٍ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُوْنٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ مَخَاضٍ وَيُعْطِي مَعَهَا عِشْرِيْنَ دِرْهَبًا أَوْ شَاتَيْنِ

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে সাদাকার (যাকাতের) পরিমাণ নির্ধারণের ব্যাপারে যে আদেশ করেছিলেন আবু বকর (রাঃ) তা তাকে (আনাসকে) লিখে পাঠিয়েছিলেন। (তার মাঝে এটাও ছিল যে) যার উটের সংখ্যা এত হয়েছে যে, (তার উপর) একটি পাঁচ বছর বয়সের উষ্ট্রী যাকাত বাবদ ওয়াজিব হয় অথচ তার কাছে সেটা নেই, বরং তার কাছে আছে চার বছর বয়সের উষ্ট্রী, তবে চার বছর বয়সের উষ্ট্রীই তার নিকট হতে নেয়া হবে এবং তাকে এর সঙ্গে (অতিরিক্ত) দুটি বকরী দিতে হবে- যদি এটা তার কাছে সহজসাধ্য হয়, অথবা বিশ দিরহাম (দিতে হবে)। আর যার উটের সংখ্যা এত হয়েছে যে, যাকাত বাবদ তার উপর একটি চার বছর বয়সের উষ্ট্রী ওয়াজিব, অথচ তার কাছে চার বছর বয়সের উষ্ট্রী নেই, বরং তার কাছে রয়েছে পাঁচ বছর বয়সের উষ্ট্রী, তবে পাঁচ বছর বয়সের উষ্ট্রীই তার নিকট হতে নেয়া হবে এবং যাকাত আদায়কারী তাকে বিশ দিরহাম অথবা দুটি বকরী দিয়ে দেবে। আর যার উটের সংখ্যা এত হয়েছে যে, যাকাত বাবদ তার উপর একটি চার বছর বয়সের উষ্ট্রী ওয়াজিব, অথচ তার কাছে তিন বছর বয়সের উষ্ট্রী ব্যতীত আর কিছু নেই, তবে তার নিকট হতে তিন বছর বয়সের উষ্ট্রীই নেয়া হবে এবং এর সঙ্গে দুটি বকরী অথবা বিশ দিরহাম নিতে হবে। অনুরূপভাবে যার উপর যাকাত বাবদ একটি

তিন বছর বয়সের উষ্ট্রী ওয়াজিব হয়, অথচ তার কাছে চার বছর বয়সের উষ্ট্রী থাকে, তাহলে তার কাছ থেকে চার বছর বয়সের উষ্ট্রীই নেয়া হবে এবং যাকাত আদায়কারী তাকে বিশ দিরহাম অথবা দুটি বকরী দেবে। আর যার উপর যাকাত বাবদ একটি তিন বছর বয়সের উষ্ট্রী ওয়াজিব হয়, অথচ তা তার কাছে নেই, বরং তার কাছে দুই বছর বয়সের উষ্ট্রী থাকে, তাহলে তার কাছ থেকে দুই বছর বয়সের উষ্ট্রীই নেয়া হবে এবং এর সাথে বিশ দিরহাম অথবা দুটি বকরী (অতিরিক্ত) নিতে হবে।

(সহীহ বুখারী, হা/১৪৫৩; আবু দাউদ, হা/১৫৬৯; নাসাঈ, হা/২৪৪৭; সহীহ ইবনে খুযায়মা, হা/২২৮১।
মিশকাত, হা/১৭৯৬।)

১২. লব্ধ গুপ্তধনঃ এ সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে, "ওয়া ফির রিকাযিল খুমুস" অর্থাৎ লব্ধ গুপ্তধন থেকে শতকরা ২০ ভাগ যাকাত পরিশোধ করতে হবে। খনিজ সম্পদের ন্যায় গুপ্তধনেরও কোন নিসাব নেই এবং এক বছর অতিবাহিত হওয়ার শর্ত নেই।

যাকাতের হকদার

যাকাত পাওয়ার উপযুক্ত ব্যক্তিদের তালিকা বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيم(ٌ

যাকাত তাদের জন্য যারা- নিঃস্ব, অভাবগ্রস্ত, তৎসংশ্লিষ্ট কর্মচারী, যাদের অন্তঃকরণ আকৃষ্ট করা প্রয়োজন, দাসমুক্তি, ঋণগ্রস্ত, যারা আল্লাহর পথে জিহাদকারী ও মুসাফির। এটা আল্লাহর বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

(সূরা তওবা- ৬০)

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা যাকাত প্রদানের জন্য ৮টি খাত উল্লেখ করেছেন। নিম্নে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা হল:

১. ফকীর:

ফকীর শব্দের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে, মুখাপেক্ষী। পারিভাষিক অর্থে ফকীর ঐসব ব্যক্তিকে বলা হয়, যার কিছুই নেই এবং যে ব্যক্তি অভাবের তাড়নায় মানুষের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে।

যাকাত পাওয়ার উপযুক্ত ব্যক্তিদের তালিকায় আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম এদের কথাই উল্লেখ করেছেন। এ ক্ষেত্রে প্রাধান্য পাবে- ইয়াতীম, পরিত্যক্ত শিশুদের নিয়ে গঠিত শিশুসদন, বিধবা, তালাকপ্রাপ্তা মহিলা, বৃদ্ধ, অসুস্থ ও পঙ্গু ব্যক্তি, খুব কম আয়ের লোক, ছাত্র, বেকার, জেলবন্দী ও যুদ্ধবন্দীদের পরিবার- এসব ব্যক্তিবর্গ।

২. মিসকীন:

মিসকীন শব্দের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে, নিঃস্ব, অসহায় ইত্যাদি। পারিভাষিক অর্থে মিসকীন ঐ অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে বলা হয়, যার বাসস্থান, ব্যবহারী আসবাবপত্র, পোশাক-পরিচ্ছদ সবই রয়েছে; কিন্তু সে নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক নয়। সে সংসারে নানা রকম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে পড়েছে, জীবিকা সংগ্রহের কোন উপায় খুঁজে পাচ্ছে না এবং নিজ আত্মমর্যাদাবোধের জন্য মানুষের নিকট চাইতেও পারছে না।

এরা লজ্জার কারণে বা আত্মমর্যাদার কারণে চাইতে পারে না। তাই বলে তাদেরকে যাকাত হতে বঞ্চিত করা যাবে না; বরং তাদেরকেও যাকাত দিতে হবে। এদের পরিচয় দিতে গিয়ে হাদীসে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ... أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي يَطْوْفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُّهُ النُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ وَلكِنِ الْمِسْكِينُ الَّذِي لَا يَجِدُ عَنِّى يُغْنِيهِ وَلَا يُفْطَنُ بِهِ فَيُتَصَدّقُ عَلَيْهِ ، وَلَا يَقُوْمُ فَيَسْأَلُ النَّاسَ

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ বলেছেন, এমন ব্যক্তি মিসকীন নয়, যে এক মুঠো বা দুই মুঠো খাবারের জন্য কিংবা একটি বা দুটি খেজুরের জন্য মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ায় এবং তাকে তা দেয়া হলে ফিরে আসে। বরং প্রকৃত মিসকীন হল সেই ব্যক্তি, যার প্রয়োজন পূরণ করার মত যথেষ্ট সঙ্গতী নেই। অথচ তাকে চেনাও যায় না, যাতে লোকে তাকে সাদাকা করতে পারে এবং সে নিজেও মানুষের নিকট কিছু চায় না।

[সহীহ বুখারী, হা/১৪৭৯: জামেউস সগীর, হা/৯৫১৫; মুয়াত্তা ইমাম মালিক, হা/১৬৪৫; নাসাঈ, হা/২৫৭২; সহীহ ইবনে হিব্বান, হা/৩৩৫২; সহীহ তারগীব ওয়াত তারহীব, হা/৮২৮: মিশকাত]

৩. আমেলীন:

'আমেলীন' শব্দের অর্থ হচ্ছে কর্মচারী। অর্থাৎ যারা যাকাত সংগ্রহ করা, যাকাতের সম্পদ সংরক্ষণ করা, পাহারা দেয়া এবং বিতরণ করাসহ সংশ্লিষ্ট যাবতীয় কাজে নিয়োজিত থাকে, তাদেরকে আমেলীন বলা হয়। যাকাত আদায়ের কাজে নিযুক্ত এসব কর্মচারীকে যাকাতের তহবিল থেকে তাদের পারিশ্রমিক প্রদান করা যাবে। হাদীসে এসেছে,

عَنِ ابْنِ السَّاعِدِي الْمَالِكِنِ ، أَنَّهُ قَالَ اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ . عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْهَا وَأَدَيْتُهَا إِلَيْهِ أَمَرَ لِي بِعُمَالَةٍ فَقُلْتُ إِنَّمَا عَمِلْتُ لِلَّهِ وَأَجْرِى عَلَى اللَّهِ فَقَالَ خُذْ مَا أُعْطِيْتَ فَإِنِّي عَمِلْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَعَمَّلَنِي فَقُلْتُ مِثْلَ قَوْلِكَ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِذَا أُعْطِيْتَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْأَلَ فَكُلْ وَتَصَدَّقُ

ইবনে সায়েদী আল-মালেকী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) আমাকে যাকাত আদায়কারী হিসেবে নিযুক্ত করলেন।

যখন আমি কাজ শেষ করলাম এবং তাঁর কাছে পৌছে দিলাম তখন তিনি আমাকে পারিশ্রমিক দেয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন। আমি বললাম, আমি তো এটা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই করেছি। সুতরাং আমি আল্লাহর নিকট থেকেই এর প্রতিদান নেব।

তখন তিনি বললেন, আমি যা দিচ্ছি তা নিয়ে নাও। কেননা আমিও রাসূলুল্লাহ এর সময় যাকাত আদায়কারীর কাজ করেছি। তখন তিনিও আমাকে পারিশ্রমিক প্রদানের নির্দেশ দিয়েছিলেন। তখন আমিও তোমার মত এরূপ কথা বলেছিলাম। রাসূলুল্লাহ আমাকে বলেছিলেন, যখন তুমি না চাওয়া সত্ত্বেও তোমাকে কিছু দেয়া হয়, তখন তুমি তা গ্রহণ কর। তুমি তা নিজে খাও অথবা সাদাকা কর।

[সহীহ মুসলিম, হা/২৪৫৫: আবু দাউদ, হা/১৬৪৯; নাসাঈ, হা/২৬০৪; মুসনাদে আহমাদ, হা/৩৭১। সহীহ ইবনে খুযায়মা, হা/২৩৬৪: মিশকাত, হা/১৮৫৪।]

অপর হাদীসে এসেছে,

عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِي إِلَّا لِخَمْسَةٍ لِغَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا أَوْ لِغَارِمٍ أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ مِسْكِينَ فَتُصُدِّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ فَأَهْدَاهَا الْمِسْكِينُ لِلْغَنِي

আতা ইবনে ইয়াসার (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ বলেছেন, সম্পদশালী ব্যক্তির জন্য যাকাত গ্রহণ করা বৈধ নয়। তবে পাঁচ শ্রেণির ধনীর জন্য তা জায়েয। (১) আল্লাহর পথে জিহাদরত ব্যক্তি। (২) যাকাত আদায়ে নিয়োজিত কর্মচারী। (৩) ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি। (৪) যে ব্যক্তি যাকাতের মাল নিজ মাল দ্বারা ক্রয় করেছেন এবং (৫) মিসকীন প্রতিবেশী তার প্রাপ্ত যাকাত থেকে ধনী ব্যক্তিকে উপঢৌকন দিয়েছে।

[আবু দাউদ, হা/১৬৩৭: মুয়াত্তা ইমাম মালিক, হা/৬০৪; সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী, হা/১৩৫৪৪: মিশকাত, হা/১৮৩৩।]

৪. মুআল্লাফাতুল কুলুব:

মন জয় করার জন্য যাকাতের অর্থ ব্যয় করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, যারা ইসলামের বিরোধিতায় ব্যাপকভাবে তৎপর এবং অর্থ দিয়ে যাদের শত্রুদের তীব্রতা ও উগ্রতা হ্রাস করা যেতে পারে কিংবা যারা সবেমাত্র ইসলামে প্রবেশ করেছে এবং তাদের পূর্বেকার শত্রুতা বা দুর্বলতাগুলো দেখে আশঙ্কা জাগে যে, অর্থ দিয়ে তাদের বশীভূত না করলে

তারা আবার কুফরীর দিকে ফিরে যাবে, এ ধরনের লোকদেরকে স্থায়ীভাবে বৃত্তি দিয়ে বা সাময়িকভাবে এককালীন দানের মাধ্যমে ইসলামের সমর্থক ও সাহায্যকারী অথবা অনুগত করা যায়।

এ খাতে গনীমতের মাল ও অন্যান্য উপায়ে অর্জিত অর্থ থেকেও ব্যয় করা যেতে পারে। এ ধরনের লোকদের জন্য ফকীর, মিসকীন বা মুসাফির হওয়ার শর্ত নেই। বরং ধনী ও বিত্তশালী হওয়া সত্ত্বেও তাদেরকে যাকাত দেয়া যেতে পারে। হাদীসে এসেছে,

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : بَعَثَ عَلِيٌّ ، إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِنْ هَيْبَةٍ فَقَسَمَهَا بَيْنَ الْأَرْبَعَةِ الْأَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ الْحَنْظَلِي ثُمَّ الْمُجَاشِعِي وَعُيَيْنَةَ بْنِ بَدْرٍ الْفَزَارِي وَزَيْدِ الطَّانِي ثُمَّ أَحَدِ بَنِي نَبْهَانَ، وَعَلْقَمَةَ بْنِ عُلَاثَةَ الْعَامِرِي ثُمَّ أَحَدِ بَنِي كِلَابٍ ، فَغَضِبَتْ قُرَيْشٍ وَالْأَنْصَارُ . قَالُوا يُعْطِي صَنَادِيدَ أَهْلِ نَجْدٍ وَيَدَعُنَا قَالَ : إِنَّمَا أَتَأَلَّفَهُمْ ، فَأَقْبَلَ رَجُلٌ غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ نَاتِيُّ الْجَبِينِ، كَثُّ اللِّحْيَةِ، مَحْلُوقٌ فَقَالَ : اتَّقِ اللَّهَ يَا مُحَمَّدُ، فَقَالَ : مَنْ يُطِعِ اللَّهَ إِذَا عَصَيْتُ أَيَأْمَنُنِي اللَّهُ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ فَلَا تَأْمَنُونِي؟ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ قَتْلَهُ أَحْسِبُهُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ فَمَنَعَهُ ، فَلَمَّا وَلَى قَالَ : إِنَّ مِنْ ضِخْضِي هَذَا أَوْ فِي عَقِبِ هُذَا قَوْمٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ ، يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ يَقْتُلُونَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ ، وَيَدَعُونَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ لَئِنْ أَنَا أَدْرَكْتُهُمْ

لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ

আবু সাঈদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আলী (রাঃ) নবী এর কাছে কিছু স্বর্ণের খণ্ড পাঠালেন। তখন তিনি তা চার লোকের মধ্যে ভাগ করে দিলেন। (এরা হলেন) আকরা ইবনে হাবিস আল-হানযালী, যিনি মুজাশি'ঈ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, উওয়াইনা ইবনে বাদ্র আল-ফারাযী, যাইদ আত্ তায়ী- যিনি বানু নাবহান সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং আলকামা ইবনে উলাসা আল-আমিরী- যিনি বনু কিলাবের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এতে কুরাইশ ও আনসারগণ রাগান্বিত হলেন এবং বলতে লাগলেন, তিনি নাজদবাসীদের নেতৃবৃন্দকে দিচ্ছেন এবং আমাদেরকে উপেক্ষা করছেন। নবী বললেন, আমি তো তাদেরকে (ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য) মনোরঞ্জন করছি। তখন এক লোক সামনে (এগিয়ে) আসল, যার চক্ষুদ্বয় দেবে যাওয়া, গণ্ডদ্বয় ঝুলে পড়া, কপাল উঁচু, দাড়ি ঘন এবং মাথা মুড়ানো ছিল। সে বলল: হে মুহাম্মাদ!

আল্লাহকে ভয় কর। তিনি উত্তর দিলেন, আমিই যদি নাফরমানী করি, তাহলে আল্লাহর আনুগত্য করবে কে? আল্লাহ তা'আলা আমাকে বিশ্ববাসীর উপর আমানতদার বানিয়েছেন। আর তোমরা আমাকে আমানতদার মনে করো না? তখন তাঁর নিকট জনৈক লোক

একে হত্যা করার অনুমতি চাইল। (আবু সাঈদ (রাঃ) বলেন) আমার ধারণা, এ লোক খালিদ ইবনে ওয়ালীদ ছিলেন। কিন্তু নবী তাঁকে বারণ করেন। অতঃপর (অভিযোগকারী) লোকটি যখন ফিরে চলে গেল, তখন নবী বললেন, এ লোকের গোত্রে অথবা এ লোকের বংশে এমন একদল লোকের আগমন হবে, যারা কুরআন পড়বে, কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। দ্বীন থেকে তারা এমনভাবে বেরিয়ে যাবে, যেমন ধনুক থেকে তীর বেরিয়ে যায়। তারা হত্যা করবে ইসলামের অনুসারীদেরকে, আর মুক্তি ও অব্যাহতি দেবে মূর্তিপূজারীদেরকে। যদি আমি ততদিন বেঁচে থাকি তাহলে আদ জাতির মতো অবশ্যই তাদেরকে হত্যা করব।

[সহীহ বুখারী, হা/৩৩৪৪; সহীহ মুসলিম, হা/২৪৯৯। নাসাঈ, হা/২৫৭৮; মুসনাদে আহমাদ, হা/১১৬৬৬: সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী, হা/১৩৫৬১। মিশকাত, হা/৫৮৯৪।]

৫. দাসমুক্তি:

যুদ্ধবন্দী হোক অথবা যেকোন শ্রেণির দাস হোক যাকাতের অর্থ দিয়ে তাদেরকে দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করা যায়।

দাস প্রথা বর্তমানে চালু নেই। কাজেই দাসমুক্তির জন্য নির্ধারিত যাকাতের অংশ

অন্যান্য খাতে বিতরণ করা উচিত। অবশ্য কোন কোন আলেম মনে করেন যে, যাকাতের এ অংশ মুসলিম যুদ্ধবন্দীদের মুক্ত করার জন্য ব্যয় করা উচিত। যারা আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন কায়েম করতে গিয়ে বন্দী হয়ে আছে।

৬. ঋণগ্রস্ত:

যে ব্যক্তি এরূপ ঋণগ্রস্ত যে, তার ঋণ হতে মুক্তি লাভ করার উপায় নেই। তাকে যাকাতের টাকা দিয়ে সাহায্য করা যাবে। তবে এক্ষেত্রে কয়েকটি শর্ত প্রযোজ্য হবে। তা হলো:

১. ঋণটি এমন হতে হবে যে, যা পাপ বা অপরাধমূলক কাজ করার জন্য গ্রহণ করা হয়নি; বরং সৎকাজ ও স্বাভাবিক জীবন ধারণের লক্ষ্যেই গ্রহণ করা হয়েছিল।

২. ঋণগ্রহীতাকে এমন হতে হবে যে, তার নিকট যে পরিমাণ সম্পদ আছে, তা দ্বারা ঋণ পরিশোধ করা কোনভাবেই সম্ভব নয়।

عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلَالِيِ قَالَ تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَسْأَلُهُ فِيهَا فَقَالَ أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا قَالَ ثُمَّ قَالَ يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةُ اجْتَاحَتْ مَا لَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ

قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سُحْتًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا

কাবীসা ইবনে মুখারিকু আল-হিলালী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি (ঋণের জামিন হয়ে) বিরাট অংকের ঋণী হয়ে পড়লাম। কাজেই আমি রাসূলুল্লাহ এর কাছে এসে এজন্য তাঁর নিকট চাইলাম।

তিনি বললেন, যাকাত বা সাদাকার মাল আসা পর্যন্ত আমার কাছে অপেক্ষা কর। তা আসলে আমি তোমাকে তা থেকে দিতে নির্দেশ দেব। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তিনি বললেন হে কাবীসা! মনে রেখো, তিন ব্যক্তি ছাড়া কারো জন্য হাত পাতা বা সাহায্য প্রার্থনা করা বৈধ নয়। (১) যে ব্যক্তি (কোন ভালো কাজ করতে গিয়ে বা ঋণের জামিন হয়ে) ঋণী হয়ে পড়েছে। ঋণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত সাহায্য প্রার্থনা করা তার জন্য বৈধ। যখন ঋণ পরিশোধ হয়ে যাবে, তখন সে এ থেকে বিরত থাকবে। (২) যে ব্যক্তি

প্রাকৃতিক দুর্যোগে পতিত হয়েছে এবং এতে তার যাবতীয় সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেছে। তার জন্যও সাহায্য চাওয়া হালাল- যতক্ষণ না সে তা দ্বারা নিত্য প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হয়। বর্ণনাকারীর সন্দেহ- তিনি কি 'ক্বিওয়াম' শব্দ বলেছেন না 'সিদাদ' শব্দ বলেছেন? (উভয় শব্দের অর্থ একই)। (৩) যে ব্যক্তি এমন অভাবগ্রস্ত হয়েছে যে, তার গোত্রের তিনজন জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন লোক সাক্ষ্য দেয় যে, "সত্যিই অমুক ব্যক্তি অভাবে পড়েছে" তার জন্য জীবিকা নির্বাহের পরিমাণ সম্পদ লাভ করার পূর্ব পর্যন্ত সাহায্য প্রার্থনা করা বৈধ। হে কাবীসা! এ তিন প্রকার লোক ছাড়া অন্যান্য সকলের জন্য সাহায্য চাওয়া হারাম। অতএব এ তিন প্রকার লোক ছাড়া যেসব লোক সাহায্য চেয়ে বেড়ায়, তারা হারাম খায়।

[সহীহ মুসলিম আয় আর মাউদ, হা/১৬৪২, নাসাঈ, হা/২৫৮০। সহীহ ইবনে খুযায়মা, হা/২৩৬১, তারগীব ওয়াত তারহীব, হা/৮১৭]

৭. ফী সাবীলিল্লাহ:

আল্লাহর পথে মুজাহিদদেরকে জিহাদের জন্য অস্ত্র ও উপকরণ কিনতে যাকাতের তহবিল হতে সাহায্য করা যাবে। এখানে আল্লাহর পথে বলতে আল্লাহর পথে জিহাদ করাকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ যেসব যুদ্ধ ও সংগ্রামের মূল উদ্দেশ্য কুফরী ব্যবস্থাকে উৎখাত করে ইসলামী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। যেসব লোক যুদ্ধ ও সংগ্রামে রত থাকে, তারা নিজেরা স্বচ্ছল ও অবস্থাসম্পন্ন হলেও এবং নিজেদের ব্যক্তিগত প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য

তাদেরকে সাহায্য করার প্রয়োজন না থাকলেও তাদের সফর খরচ বাবদ এবং বাহন, অস্ত্রশস্ত্র ও সাজ-সরঞ্জাম ইত্যাদি সংগ্রহ করার জন্য যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যেতে পারে। অনুরূপভাবে যারা স্বেচ্ছায় নিজেদের সমস্ত সময় ও শ্রম সাময়িক বা স্থায়ীভাবে এ উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করে তাদের প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্যও যাকাতের অর্থ এককালীন বা নিয়মিত ব্যয় করা যেতে পারে।

কুফরীর কালিমাকে নীচু এবং আল্লাহর বাণীকে উঁচু ও বিজয়ী করা আর আল্লাহর দ্বীনকে জীবনব্যবস্থা হিসেবে কায়েম করার জন্য দাওয়াত ও প্রচারের প্রাথমিক পর্যায়ে অথবা যুদ্ধ-বিগ্রহের চরম পর্যায়ে যেসব প্রচেষ্টা ও কাজ করা হয়, তা সবই এ খাতের আওতাভুক্ত।

عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ : لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِي إِلَّا لِخَمْسَةٍ لِغَازٍ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا أَوْ لِغَارِمٍ أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ مِسْكِينَ فَتُصُدِّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ فَأَهْدَاهَا الْمِسْكِينُ لِلْغَنِي

আতা ইবনে ইয়াসার (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ বলেছেন, সম্পদশালী ব্যক্তির জন্য যাকাত গ্রহণ করা বৈধ নয়। তবে পাঁচ শ্রেণির ধনীর জন্য তা জায়েয।

(১) আল্লাহর পথে জিহাদরত ব্যক্তি।

(২) যাকাত আদায়ে নিয়োজিত কর্মচারী।

(৩) ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি।

(৪) যে ব্যক্তি যাকাতের মাল নিজ মাল দ্বারা ক্রয় করেছেন এবং

(৫) মিসকীন প্রতিবেশী তার প্রাপ্ত যাকাত থেকে ধনী ব্যক্তিকে উপঢৌকন দিয়েছে।

[আবু দাউদ, হা/১৬৩৭। মুয়াত্তা ইমাম মালিক, হা/৬০৪: সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী, হা/১৩৫৪৪: মিশকাত, হা/১৮৩৩।]

৮. ইবনুস সাবীল:

যারা সফরে বের হয়ে নিঃসম্বল হয়ে পড়েছে এবং স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করতে পারছে না তাদেরকে যাকাতের তহবিল হতে সাহায্য করা যাবে।

অসহায় পথচারী বলতে এমন একজন ভ্রমণকারীকে বুঝায়, যার হাতে বাড়িতে ফিরে আসার মত পর্যাপ্ত অর্থ নেই। নিম্নোক্ত শর্ত সাপেক্ষে তার যাকাত পাওয়ার অধিকার আছে,

(ক) সে অবশ্যই তার নিজ এলাকার বাইরে অন্য কোন এলাকায় অবস্থান করবে।

(খ) কোন আইনসঙ্গত বা বৈধ উদ্দেশ্যে এলাকা ত্যাগ করতে হবে।

(গ) নিজ এলাকায় ধনী বলে গণ্য হলেও ভ্রমণকালে তার অর্থাভাব থাকতে হবে। উল্লেখ্য যে, যাকাতের মাল বণ্টনের ক্ষেত্রে কেবল উপরোক্ত ৮টি খাতই সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। এর বাহিরে অন্য কাউকে যাকাত প্রদান করা বৈধ হবে না। তবে যাকাতকে সমান হারে ৮ ভাগে ভাগ করে সকল খাতেই যাকাত প্রদান করা আবশ্যক নয়। বরং সেসব খাতগুলোর প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে কমবেশি করেও বণ্টন করা যাবে। এমনকি প্রয়োজনের উপর ভিত্তি করে কোন একটি খাতে সম্পূর্ণ যাকাত প্রদান করলেও তা আদায় হয়ে যাবে।

যাদেরকে যাকাত দেয়া যাবে না

এমন কিছু খাত রয়েছে, যাতে যাকাত প্রদানের ৮টি খাতের মধ্যে একটিতে পড়া সত্ত্বেও তাদেরকে যাকাত দেয়া যাবে না। যেমন-

১) নবীর বংশধর:

রাসূলুল্লাহ এর বংশধর, বনী হাশেম, আলী, আকীল, জাফর, আব্বাস ও হারেসের বংশধরের জন্য যাকাতের মাল বৈধ নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ বলেন,

أَنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ

অর্থাৎ আমাদের জন্য সাদাকা হালাল করা হয়নি।

[সহীহ মুসলিম, হা/২৫২৩; আবু দাউদ, হা/১৬৫২; মুসনাদে আহমাদ, হা/২৭২২৬। সহীহ ইবনে খুযায়মা, হা/২৩৪৪; সহীহ ইবনে হিব্বান, হা/৩২৯৩]

২)যার ভরণ-পোষণ করা ফরয:

যার ভরণ-পোষণ করা ফরয তাকে যাকাতের মাল দেয়া বৈধ নয়। যেমন-পিতা-মাতা, ছেলে-মেয়ে, দাদা-দাদী, নানা-নানী, নাতি-নাতনী, স্ত্রী প্রভৃতি। এজন্যই এক হাদীসে এসেছে,

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِهِ أَنَّ رَجُلًا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالًا وَوَلَدًا وَإِنَّ وَالِدِي يَجْتَاحُ مَالِي ، قَالَ : أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ فَكُلُوا مِنْ كَسْبِ أَوْلَادِكُمْ

আমর ইবনে শুয়াইব (রাঃ) তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, একদা এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ এর নিকট এসে বলল, হে

আল্লাহর রাসূল! আমার সম্পদ ও সন্তান রয়েছে। আমার পিতা আমার সম্পদের মুখাপেক্ষী। তিনি বললেন, তুমি এবং তোমার সম্পদ তোমার পিতার জন্য। তোমাদের সন্তানরা তোমাদের উত্তম উপার্জন। সুতরাং তোমরা তোমাদের সন্তানদের উপার্জন থেকে ভক্ষণ কর।

[আবু দাউদ, হা/৩৫৩২। ইবনে মাজাহ, হা/২২৯১; সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী, হা/১৬১৬৭]

৩) উপার্জন করতে সক্ষম ব্যক্তি:

যে ব্যক্তি উপার্জন করতে সক্ষম এবং সে হাতের কাজ কিংবা দৈনিক অথবা মাসিক বেতনের মাধ্যমে রুজীপ্রাপ্ত হয়, এরূপ ব্যক্তিকে যাকাতের মাল প্রদান করা বৈধ নয়। কেননা হাদীসে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِي وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِي

আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে
বর্ণিত। নবী বলেন, সম্পদশালী ও সুস্থ-সবল ব্যক্তির জন্য যাকাত গ্রহণ করা বৈধ নয়।

[আবু দাউদ, হা/১৬৩৬; তিরমিযী, হা/৬৫২; নাসাঈ, হা/২৫৯৭: ইবনে মাজাহ, হা/১৮৩৯; মুসনাদে

আহমাদ, হা/৬৫৩০; সহীহ ইবনে খুযায়মা, হা/২৩৮৭। মিশকাত, হা/১৮৩০।]

অপর হাদীসে এসেছে,

عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَدِي بْنِ الْخِيَارِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي رَجُلانِ : أَنَّهُمَا أَتَيَا النَّبِيَّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، وَهُوَ يُقَسِمُ الصَّدَقَةَ ، فَسَأَلَاهُ مِنْهَا ، فَرَفَعَ فِينَا الْبَصَرَ وَخَفَضَهُ ، فَرَانَا

جَلْدَيْنِ ، فَقَالَ : إِنَّ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا ، وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِي ، وَلَا لِقَوِيَ مُكْتَسِبٍ

উবায়দুল্লাহ ইবনে আদী ইবনে খিয়ার (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, দুই

ব্যক্তি আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, তারা বিদায় হজ্জের সময় রাসূলুল্লাহ এর নিকট আসলেন। তখন তিনি সাদাকা (যাকাত) বণ্টন করছিলেন। তারা উভয়ে তাঁর নিকট (যাকাত) থেকে কিছু চাইলেন। তিনি আমাদের দিকে চোখ তুলে তাকালেন এবং নিচু করলেন। তিনি দেখলেন যে, আমরা দু'জনই স্বাস্থ্যবান। ফলে তিনি বললেন, যদি তোমরা চাও আমি তোমাদেরকে দেব। তবে তাতে বিত্তশালীর এবং কোন শক্তিশালী ও কর্মক্ষম ব্যক্তির অংশ নেই।

[আবু দাউদ, হা/১৬৩৫। নাসাঈ, হা/২৫৯৮। মুসনাদে আহমাদ, হা/২৩১১৩;
মিশকাত, হা/১৮৩২।]

৪) কাফির, মুনাফিক ও মুশরিক (মতান্তরে বেনামাযী):

যাকাতের মাল কেবল মুসলিমদেরই প্রাপ্ত অধিকার। সুতরাং কোন অমুসলিম ব্যক্তিকে এ সম্পদ থেকে কোন অংশ দেয়া যাবে না। রাসূলুল্লাহ মু'আয ইবনে জাবাল (রাঃ)-কে ইয়ামানের শাসক হিসেবে নিয়োগ দানকালে উপদেশ দানের হাদীসে এসেছে,

أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةٌ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর যাকাত ফরয করেছেন, যা তাদের ধনীদের নিকট থেকে সংগৃহীত হবে এবং তাদের দরিদ্রদের মাঝে বিতরণ করা হবে।

তবে কোন কাফিরকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে যাকাতের সম্পদ থেকে যদি কোন অংশ দেয়া হয়, তাহলে তা বৈধ হবে। আবার তাদেরকে মানবিকতার খাতিরে নফল দান প্রদান করা যাবে।

[সহীহ বুখারী, হা/১৪৯৬; সহীহ মুসলিম, হা/১৩০; আবু দাউদ, হা/১৫৮৬: তিরমিযী, হা/৬২৫; নাসাঈ, হা/২৫২২: মুসনাদে আহমাদ, হা/২০৭১: সুনানে দার কুতনী, হা/২০৫৮। মিশকাত, হা/১৭৭২।]

৫। বিদআতী, ফাসিক অথবা অন্যায় কাজে অর্থ ব্যয়কারী:

এ ধরনের ব্যক্তি দুই প্রকার হতে পারে। যেমন-

ক) চরম বিদআতী:

যারা এমন বিদআতে লিপ্ত, যা মানুষকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়। এই প্রকার বিদআতীদেরকে সর্বসম্মতিক্রমে যাকাত প্রদান করা বৈধ নয়। কেননা তারা এই বিদআতের মাধ্যমে ইসলাম থেকে বের হয়ে গেছে।

খ) সাধারণ বিদআতী ও পাপাচারে লিপ্ত ব্যক্তি:

যারা আকীদাগত বা আমলগত এমন কোন বিদআতে লিপ্ত নেই, যার দ্বারা ইসলাম থেকে বের হয়ে যায়। অথবা এমন কোন সাধারণ মুসলিম, যাদের আকীদাগত কোন সমস্যা নেই, তবে আমলগত ত্রুটি আছে। এ প্রকার লোকদের ব্যাপারে যদি ধারণা করা হয় যে, তারা যাকাতের অর্থ নিজেদের বিদআত অথবা পাপকাজে ব্যয় করবে, তাহলে তাদেরকে

বিশুদ্ধ মতানুযায়ী যাকাত দেয়া বৈধ নয়।

অতএব মুসলিমদের উচিত তাদের যাকাতকে যাচাইবাছাই করে গরীব, অভাবগ্রস্ত, ঋণগ্রস্তদের ও অন্যান্য হকদারদের মধ্য থেকে যারা শরীয়তের বিধান সঠিকভাবে মেনে চলে তাদেরকে প্রদান করা।

স্ত্রী কর্তৃক স্বামীকে যাকাত দেয়ার বিধান

স্ত্রীর যাবতীয় ভরণ-পোষণের দায়িত্ব হচ্ছে স্বামীর। সুতরাং স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে দান করা কোনভাবেই বৈধ নয়। তবে স্ত্রী যদি যাকাতের নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হয় এবং স্বামী যদি নিঃস্ব হয়, তাহলে স্ত্রী তার স্বামীকে যাকাতের মাল প্রদান করতে পারবে। যেমন- হাদীসে এসেছে,

عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَتْ : كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَرَأَيْتُ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : تَصَدَّ قُنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيكُنَّ وَكَانَتْ زَيْنَبُ تُنْفِقُ عَلَى عَبْدِ اللهِ وَأَيْتَامٍ فِي حَجْرِهَا، فَقَالَتْ لِعَبْدِ اللَّهِ

سَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَيَجْزِي عَنِي أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْكَ وَعَلَى أَيْتَامِي فِي حَجْرِي مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ : سَلِي أَنْتِ رَسُولَ اللهِ . فَانْطَلَقْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَوَجَدْتُ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى الْبَابِ، حَاجَتُهَا مِثْلُ حَاجَتِي، فَمَرَّ عَلَيْنَا بِلَالٌ فَقُلْنَا : سَلِ النَّبِيِّ ﷺ : أَيُجْزِي عَنِي أَنْ أُنْفِقَ عَلَى زَوْجِي وَأَيْتَامٍ

لِي فِي حَجْرِي وَقُلْنَا : لَا تُخْبِرُ بِنَا، فَدَخَلَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ : مَنْ هُمَا قَالَ : زَيْنَبُ ، قَالَ : أَيُّ الزِّيَانِبِ ؟ قَالَ : امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ : نَعَمْ لَهَا أَجْرَانِ : أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ

আবদুল্লাহ (ইবনে মাস'উদ) এর স্ত্রী যায়নাব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার মসজিদে নববীতে ছিলাম। তখন নবী-কে দেখলাম যে, তিনি (মহিলাদেরকে লক্ষ্য করে) বললেন, তোমরা তোমাদের গহনা থেকে হলেও দান করো। আর যায়নাব (তার স্বামী) আবদুল্লাহ এবং যেসব ইয়াতীম তার পোষ্য ছিল তাদের জন্য খরচ করতেন (অর্থাৎ- তাদের ভরণ-পোষণ করতেন)। তিনি (যায়নাব) আবদুল্লাহ (ইবনে মাসউদ)-কে বললেন, আপনি রাসূলুল্লাহ-কে প্রশ্ন করুন, আমি যে আপনার এবং যে ইয়াতীমরা আমার পোষ্য আছে তাদের জন্য খরচ করছি তা কি দান হিসেবে আমার পক্ষে যথেষ্ট হবে? তিনি (আবদুল্লাহ) বলেন, তুমি নিজে গিয়েই রাসূলুল্লাহ-কে প্রশ্ন করো। তখন আমি রাসূলুল্লাহ এর কাছে উপস্থিত হলাম এবং দরজার কাছে জনৈকা আনসারী রমণীকে দেখতে পেলাম। তার প্রয়োজনটাও ছিল আমার প্রয়োজনের মতো। তখন বিলাল (রাঃ) আমাদের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। আমরা তাকে বললাম, আপনি নবী-কে প্রশ্ন করুন, আমি যে আমার স্বামী ও যে ইয়াতীমরা আমার তত্ত্বাবধানে আছে তাদের জন্য সাদাকা (ব্যয়) করছি তা কি (দান হিসেবে) আমার পক্ষে যথেষ্ট হবে? আমরা (তাকে) আরো বললাম, (নবী এর কাছে। আমাদের নাম বলবেন না। বিলাল (রাঃ) নবী এর কাছে উপস্থিত হলেন এবং তাঁকে প্রশ্ন করলেন। তিনি বললেন, ঐ নারী দু'জন কে কে? বিলাল (রাঃ) বললেন, যাইনাব। তিনি (পুনরায়) প্রশ্ন করলেন, কোন্ যাইনাব? বিলাল (রাঃ) বললেন, আবদুল্লাহর (ইবনে মাস'উদ) স্ত্রী। তিনি বললেন, হ্যাঁ- তার দ্বিগুণ পুণ্য হবে- আত্মীয়তার (হক আদায় করার) নেকী এবং দানের নেকী।

[সহীহ বুখারী, হা/১৪৬২; সহীহ ইবনে হিব্বান, হা/৫৭৪৪; মা'রেফাতুস সুনান ওয়াল আছার, হা/৫৬০। শারহুস সুন্নাহ, হা/১৯।]

যাকাত প্রদানের ক্ষেত্রে যাদেরকে অগ্রাধিকার দেয়া উচিত

যাকাত বণ্টনের ক্ষেত্রে যেসব খাত রয়েছে, সে অনুযায়ী আত্মীয়-অনাত্মীয়, নিকটবর্তী-দূরবর্তী অনেক মানুষই এর আওতাভুক্ত হয়। কিন্তু কারো জন্য সবার মাঝে যাকাত বিতরণ করা জরুরি নয়। সুতরাং এ ক্ষেত্রে যাদেরকে যাকাত প্রদান করলে অধিক উপকার লাভ করা যায়, তাদেরকে প্রাধান্য দেয়া উচিত। যেমন-

১। আত্মীয়-স্বজন:

যেসব আত্মীয়-স্বজনের ভরণ-পোষণ করা যাকাতদাতার জন্য ফরয নয়,

সেসব আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে কেউ যদি যাকাতের হকদার হয়, তাহলে

তাকে যাকাত দেয়াই সবচেয়ে উত্তম। যেমন- ভাই-বোন, চাচা-চাচী, মামা-মামী, ফুফা-ফুফু, খালা-খালু ইত্যাদি। কেননা এতে দ্বিগুণ সওয়াব পাওয়া যায়। যেমন- হাদীসে এসেছে, عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ النَّبِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ . وَعَلَى ذِي الْقَرَابَةِ اثْنَتَانِ : صَدَقَةٌ ، وَصِلَةٌ

সালমান ইবনে আমের আয-যাবী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন, মিসকীনকে সাদাকা দেয়া হলে শুধুমাত্র সাদাকার সওয়াব পাওয়া যাবে। আর আত্মীয়-স্বজনদের সাদাকা প্রদান করলে দুইটি সওয়াব পাওয়া যাবে- তার মধ্যে একটি হলো সাদাকার সওয়াব; আর অপরটি হলো আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করার সওয়াব।

[ইবনে মাজাহ হা/১৮৪৪; তিরমিযী হা/৬৫৮, নাসাঈ, হা/২৫৮২; মুসনাদে আহমাদ, হা/১৬২৭২। সহীহ ইবনে খুযায়মা, হা/২০৬৭: মুস্তাদরাকে হাকেম, হা/১৪৭৬: মু'জামুল কাবীর লিত তাবারানী, হা/৬০৮৭: বায়হাকী, হা/৭৫২৪: সুনানে দারেমী, হা/১৬৮০: মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা, হা/৮৪৯।]

২। আহলুল ইলম:

আহলুল ইলম বলতে ঐসব লোকদেরকে বুঝানো হয়, যারা সর্বদা দ্বীনি জ্ঞান চর্চায় ব্যস্ত থাকে। যার কারণে তারা উপার্জন করার মতো যথেষ্ট সময় ও সুযোগ পান না। আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে বলেন,

لِلْفُقَرَآءِ الَّذِيْنَ اُحْصِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ضَرْبًا فِي الْاَرْضِ ۫ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَآءَ مِنَ التَّعَفُّفِ ۚ تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمٰهُمْ ۚ لَا يَسْـَٔلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا ۗ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللهَ بِهٖ عَلِيْمٌ۝

(সদাকা) সেসব দরিদ্রের জন্য যারা আল্লাহর রাস্তায় আটকে গিয়েছে, তারা যমীনে চলতে পারে না। না চাওয়ার কারণে অনবগত ব্যক্তি তাদেরকে অভাবমুক্ত মনে করে। তুমি তাদেরকে চিনতে পারবে তাদের চিহ্ন দ্বারা। তারা মানুষের কাছে নাছোড় হয়ে চায় না। আর তোমরা যে সম্পদ ব্যয় কর, অবশ্যই আল্লাহ সে সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞানী।

(সূরা বাকারাহ: ২৭৩)

অত্র আয়াতে যেসব লোকের কথা বলা হয়েছে, তারা হচ্ছে এমন লোক যারা আল্লাহর দ্বীনের খেদমতে নিজেদেরকে উৎসর্গ করে দেয়। তাদের সমস্ত সময় এ দ্বীনী খেদমতে ব্যয় করার কারণে নিজেদের ক্ষুধা নিবারণের জন্য কোন কাজকর্ম করার সুযোগ পায় না। নবী এর যুগে এ ধরনের একটি দল ছিল। ইতিহাসে তারা 'আসহাবে সুফফা' নামে পরিচিত। যেহেতু তারা ছিলেন সার্বক্ষণিক কর্মী এবং নিজেদের প্রয়োজন পূর্ণ করার মতো উপকরণও তাদের ছিল না, তাই তাদের সাহায্য করাকে আল্লাহর পথে ব্যয়ের সর্বোত্তম খাত বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

অতএব বর্তমান যুগেও যারা দুনিয়ার কোন স্বার্থ ছাড়াই দ্বীনের জন্য কাজ করে যাবে এবং নিজের জীবিকার জন্য কাজ করার কোন সুযোগ না পাবে তাদের পেছনে খরচ করাও আল্লাহর পথে ব্যয়ের খাত হিসেবে বিবেচিত হবে। কেননা এদেরকে দান করলে একদিকে যেমন যাকাত আদায়ের হক আদায় হয়ে যাবে, অপরদিকে দ্বীনের কাজে সহযোগিতা করারও সওয়াব পাওয়া যাবে।

৩) মুত্তাকী ও পরহেজগার লোক:

যেসব লোক সর্বদা আল্লাহকে ভয় করে, তাঁর আনুগত্য করে এবং তাঁরই ইবাদাতে ব্যস্ত থাকে, সেসব লোক যদি যাকাতের হকদার হয়, তাহলে তারাই এর জন্য বেশি হকদার।

সরকারি ফান্ডে যাকাত দেয়া

ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সরকারের অন্যতম প্রধান দায়িত্বই হলো যাকাত আদায় করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

আমি এদেরকে (মুমিনদেরকে) পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করি, যাতে করে তারা সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং সৎকাজের নির্দেশ দেয় ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করে। আর সকল কর্মের পরিণাম তো আল্লাহর ইচ্ছাধীন।

(সূরা হাজ্জ-৪১)

অতএব, যাকাতের সম্পদ থেকে ব্যক্তিগতভাবে কিছু অংশ আদায় করার পর অবশিষ্ট যা কিছু থাকবে, সেগুলো সরকারি ফান্ডে জমা দেয়াই উত্তম। এতে করে সরকার নিজ দায়িত্বে যাকাতের মাল সুষ্ঠভাবে বণ্টন করে মুসলিম জনগণের অধিক কল্যাণ সাধন করবে।

তবে যেসব সরকার কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালনা করে না, আল্লাহর আইন দিয়ে বিচার-ফায়সালা করে না; বরং তারা আল্লাহর ইবাদাতের পরিবর্তে জনগণের সার্বভৌমত্বে বিশ্বাসী, সেসব সরকারের ফান্ডে যাকাতের সম্পদ জমা দেয়া যাবে না।

যাকাতের মাল মসজিদ ও গোরস্থানের কাজে ব্যবহার করা যাবে না:

যাকাতের টাকা দিয়ে মসজিদ ও গোরস্থান তৈরি করা বৈধ নয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা যাকাত বণ্টনের জন্য যেসব খাত নির্ধারণ করে দিয়েছেন, মসজিদ ও গোরস্থান তার অন্তর্ভুক্ত নয়।

যাকাত ওয়াজিব হওয়ার পর তা আদায়ের পূর্বে মালিক মৃত্যুবরণ করলে তার হুকুম

যদি কারো উপর যাকাত ওয়াজিব হওয়ার পর তা আদায় করার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করে, তাহলে পরিত্যক্ত সম্পত্তি ওয়ারিসদের মধ্যে বণ্টন হওয়ার পূর্বেই তা থেকে যাকাত আদায় করতে হবে। কেননা যাকাত হচ্ছে এক প্রকার ঋণ, যা পরিশোধ করা ওয়াজিব। হাদীসে এসেছে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لَهُ إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ وَإِنَّهَا مَاتَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاقْضِ اللَّهَ فَهُوَ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ

এর ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী নিকট এসে বলল, আমার বোন হজ্জ করতে মানত করেছিলেন। কিন্তু তা আদায় করার পূর্বেই তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। রাসূলুল্লাহ বললেন, তোমার বোনের উপর কারো ঋণ থাকলে তুমি কি তা আদায় করতে না? সে বলল, হ্যাঁ (তা আদায় করতাম)। তখন রাসূলুল্লাহ বললেন, তবে আল্লাহর ঋণ আদায় করো। কেননা এটা আদায়ের অধিক হকদার।

(সহীহ বুখারী, হা/৬৬৯৯; সহীহ মুসলিম, হা/২৭৫০; মুসনাদে আহমাদ, হা/২৩৩৬; মিশকাত, হা/২৬১২।)

অত্র হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, মৃত ব্যক্তির ঋণ থাকলে তা পরিশোধ করা ওয়াজিব। আর যাকাত আল্লাহর ঋণের অন্তর্ভুক্ত।

যাকাত ওয়াজিব হয়েছে কিন্তু তা আদায়ের পূর্বেই বিক্রি করলে তার হুকুম কী হবে

কোন ব্যক্তির উপর যাকাত ওয়াজিব হয়েছে। কিন্তু যাকাত আদায়ের পূর্বেই তা বিক্রি করে দিয়েছে। এ ক্ষেত্রে উক্ত বিক্রয় বৈধ হবে কিনা- এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তবে সহীহ মত হল, উক্ত বিক্রয় বৈধ। আর এক্ষেত্রে বিক্রেতার উপর উক্ত সম্পদের যাকাত আদায় করা ওয়াজিব। অর্থাৎ তাকে উক্ত বিক্রয়কৃত সম্পদের যাকাত আদায় করতে হবে।

যাকাত না দেয়ার জন্য কৌশল অবলম্বন করা বৈধ নয়

যাকাত আদায় না করার জন্য কৌশল অবলম্বন করার অর্থ হচ্ছে আল্লাহর নির্ধারিত যাকাত ব্যবস্থাকে মনে-প্রাণে মেনে না নেয়া। অথচ আল্লাহর বিধানকে মেনে নেয়াটাই হচ্ছে ঈমানের পরিচায়ক। তাছাড়া আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের নিয়ত অনুযায়ীই তাদের ইবাদাত গ্রহণ করে থাকেন এবং তাদেরকে পুরস্কৃত করেন। রাসূলুল্লাহ বলেন,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

নিশ্চয় প্রত্যেক কাজ নিয়তের উপর নির্ভরশীল। আর মানুষ তার নিয়ত অনুযায়ী প্রতিফল পাবে।

(সহীহ বুখারী হা/১: আবু দাউদ, হা/২২০৩; ইবনে মাজাহ, হা/৪২২৭। মিশকাত, হা/১।)

সুতরাং যাকাত আদায় না করার জন্য যে কোন ধরনের কৌশল অবলম্বন করা তথা যাকাত আদায়ের ভয়ে কিছু সম্পদ বিক্রি করে দেয়া অথবা কাউকে হাদিয়া দেয়া অথবা কারো কাছে বন্ধক রাখা, যাতে নিসাব পরিমাণ সম্পদ না হয়- ইত্যাদি কর্মকাণ্ড বৈধ নয়।

কয়েক বছরের যাকাত আদায় না করলে তার হুকুম

না জানার কারণে অথবা গাফলতী করে অথবা বখীলী করে বিগত বছরগুলোতে কেউ যাকাত না দিয়ে থাকলে, সঠিক হিসাব করে বিগত সমস্ত বছরগুলোর যাকাত আদায় করা জরুরি। এ ক্ষেত্রে যা চলে গেছে তা মাফ নয়।

(ফিকহুস সুন্নাহ ১/৩৬০।)

ভুলবশত ৮টি খাতের বাইরে যাকাত দিলে আদায় হবে কি

যদি কখনো ভুলক্রমে নির্দিষ্ট ৮টি খাতের বাইরে যাকাত প্রদান করা হয়, তাহলে তা আদায় হয়ে যাবে এবং তা পুনরায় আদায় করতে হবে না। হাদীসে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لَا تَصَدَّ قَنَّ اللَّيْلَةَ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِزَانِيَةٍ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ لَا تَصَدَّ قَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ غَنِي فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُوْنَ تُصُدِّقَ عَلَى غَنِي قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى غَنِي لَا تَصَدَّ قَنَ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ عَلَى سَارِقٍ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ وَعَلَى غَنِي وَعَلَى سَارِقٍ فَأُتِ فَقِيلَ لَهُ أَمَّا صَدَقَتُكَ فَقَدْ قُبِلَتْ أَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا تَسْتَعِفُ بِهَا عَنْ زِنَاهَا وَلَعَلَّ الْغَنِيَّ يَعْتَبِرُ فَيُنْفِقُ مِمَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ وَلَعَلَّ السَّارِقَ يَسْتَعِفُ بِهَا عَنْ سَرِقَتِهِ

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী বলেছেন, এক ব্যক্তি বলল, আমি আজ রাতে কিছু দান-খয়রাত করব। অতঃপর সে সাদাকা নিয়ে বের হয়ে এক যিনাকারীকে তা অর্পণ করল। ভোরে লোকেরা বলাবলি করতে লাগল যে, আজ রাতে এক ব্যক্তি যিনাকারীকে দান-খয়রাত করেছে। অতঃপর সে ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ! সকল প্রশংসা তোমার জন্য। আমার প্রদত্ত সাদাকা তো যিনাকারীর হাতে গিয়ে পড়েছে। এরপর সে (আবার) বলল, আজ আমি আরো কিছু সাদাকা করব। অতঃপর সে তা নিয়ে বের হয়ে এক ধনী লোকের হাতে অর্পণ করল। লোকজন ভোরে আলাপ করতে লাগল যে, আজ রাতে কে যেন এক ধনী লোককে সাদাকা দিয়ে গেছে। সে বলল, হে আল্লাহ! সকল প্রশংসা তোমার জন্য। আমার সাদাকা তো ধনীর হাতে গিয়ে পড়েছে। তারপর সে পুনরায় বলল, আমি আজ রাতে কিছু সাদাকা দেব। সাদাকা নিয়ে বের

হয়ে সে এক চোরের হাতে অর্পণ করল। অতঃপর সকালে লোকজন বলাবলি করতে লাগল, আজ রাতে কে যেন চোরকে সাদাকা দিয়েছে। সে বলল, হে আল্লাহ! সকল প্রশংসা তোমারই। আমার প্রদত্ত সাদাকা যিনাকারী, ধনী ও চোরের হাতে পড়ে গেছে। অতঃপর এক ব্যক্তি (মালাক বা সে যুগের কোন নবী) এসে তাকে বলল, তোমার প্রদত্ত সকল সাদাকাই কবুল হয়েছে। যিনাকারীকে দেয়া সাদাকা কবুল হওয়ার কারণ হলো- সম্ভবত সে ঐ রাতে যিনা থেকে বিরত ছিল। (কেননা সে পেটের জ্বালায় এ কাজ করত) ধনী ব্যক্তিকে যে সাদাকা দেয়া হয়েছিল তা কবুল হওয়ার কারণ হলো ধনী ব্যক্তি এতে লজ্জিত হয়ে হয়ত উপদেশ গ্রহণ করেছে এবং আল্লাহর দেয়া সম্পদ থেকে সেও দান করবে বলে সঙ্কল্প করেছে। আর চোরকে দেয়া সাদাকা কবুল হওয়ার কারণ হলো সম্ভবত সে ঐ রাতে চুরি থেকে বিরত ছিল। কেননা সেও পেটের তাগিদে চুরি করত।

[সহীহ মুসলিম, হা/২৬০৯। সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী, হা/৮০৯৮।]

লুঙ্গি-শাড়ি দিয়ে যাকাত দেয়া

বর্তমানে লক্ষ্য করা যায় যে, অনেক লোক নিম্নমানের সুতা দ্বারা তৈরি কিছু পোশাক দিয়ে যাকাত আদায় করে থাকে। এমনটি করা উচিত নয়। যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে যাকাত গ্রহণকারীদের প্রয়োজনের দিকটি অধিক বিবেচ্য। বর্তমান যুগে যেহেতু লুঙ্গি-শাড়ির চেয়ে নগদ অর্থই মানুষের জন্য অধিক উপকারী, তাই নগদ অর্থ দ্বারা যাকাত প্রদান করাই সবচেয়ে উত্তম।

তবে যিনি লুঙ্গি-শাড়ির ব্যবসা করেন, তিনি লুঙ্গি-শাড়ি দিয়ে এর যাকাত প্রদান করতে পারবেন। লুঙ্গি-শাড়ি অবশ্যই স্বাভাবিক মানের তৈরি হতে হবে এবং যাকাত আদায়ের জন্য বিশেষভাবে নিম্ন মানের তৈরি করা বৈধ নয়। এগুলো দিয়ে যাকাত আদায় করাটা শুধুমাত্র আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যেই হতে হবে। এছাড়া অন্য কোন দুনিয়ামুখী উদ্দেশ্য নিয়ে যাকাত প্রদান করা বৈধ হবে না।

হিসাব ব্যতীত যাকাত আদায়ের বিধান

যাকাত একটি বাধ্যতামূলক ইবাদাত এবং এর আদায়ের পরিমাণও নির্দিষ্ট। সুতরাং এ ধরনের ইবাদাতের ক্ষেত্রে হিসাব-নিকাশ বাদ দিয়ে অনুমান করাটা কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। যদি কেউ অনুমানের ভিত্তিতে যাকাত প্রদান করে, তাহলে তা ফরয যাকাত হিসেবে গণ্য হবে না; বরং তা সাধারণ দান হিসেবেই গণ্য হবে।

অপরদিকে যাকাত হচ্ছে গরীবের হক। অনুমানের ভিত্তিতে এর পরিমাণ নির্ধারণ করা হলে, গরীবদের নির্দিষ্ট হক বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং হিসাব ব্যতীত যাকাত আদায় করা বৈধ নয়।

তবে কেউ যদি যাকাতের নিয়তে কিছু সম্পদ দান করে এবং পরে হিসাব-নিকাশ করে সমন্বয় করে নেয়, তাহলে তা বৈধ হবে।

যেসব সম্পদে যাকাত নেই

আল-কুরআনুল কারীম ও হাদীস শরীফের আলোকে যে সকল সম্পদকে যাকাত থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে, সেগুলোর একটি তালিকা নিম্নে দেয়া হলো:

০১. জমি।

০২. মিল-ফ্যাক্টরি, ওয়্যার হাউজ ও গুদাম ইত্যাদি।

০৩. দোকান।

০৪. বাড়ি-ঘর, জায়গা-জমি।

০৫. এক বছরের কম সময়ের গবাদি পশু।

০৬. ব্যবহারের যাবতীয় পোশাক।

০৭. বই, খাতা, কাগজ ও মুদ্রিত সামগ্রী।

০৮. গৃহের যাবতীয় আসবাবপত্র, বাসন-কোসন ও সরঞ্জামাদি, তৈলচিত্র ও স্ট্যাম্প।

০৯. অফিসের যাবতীয় আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি, ক্যালকুলেটর, কম্পিউটার সরঞ্জাম ইত্যাদি।

১০. গৃহপালিত সকল প্রকার মোরগ-মুরগী ও পাখি।

১১. কলকব্জা, যন্ত্রপাতি ও হাতিয়ার ইত্যাদি যাবতীয় মূলধন সামগ্রী।

১২. চলাচলের জন্তু ও গাড়ি।

১৩. যুদ্ধাস্ত্র ও সরঞ্জাম।

১৪. যাকাত বছরের মধ্যে পেয়ে সে বছরের মধ্যেই ব্যয় করা হয়েছে এমন যাবতীয় সম্পদ।

১৫. দাতব্য বা সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের সম্পদ যা জনগণের উপকার ও কল্যাণে নিয়োজিত।

১৬. সরকারী মালিকানাধীন নগদ অর্থ, সোনা-রূপা এবং অন্যান্য সম্পদ।

উপরন্তু মূল্যবান সুগন্ধি, মণিমুক্তা, লৌহবর্ম, প্রস্তর, শ্বেত পাথর এবং সমুদ্র হতে আহরিত দ্রব্য সামগ্রীর উপর যাকাত নেই। যে সমস্ত পশু বহন ও বাহন ভাড়ায় খাটানো

হয় তারও যাকাত দিতে হয় না। যেমন পুরাতন ঢাকায় চালিত ঘোড়ার গাড়ির যাকাত নেই।

উশর কী

গরীব মুসলিমদের সাহায্যার্থে ইসলামী শরীয়াত জমির উৎপাদিত ফসল ও বাগানে উৎপাদিত ফল-ফলাদির উপর যে দেয় ধার্য করেছে তার নাম উশর।

বস্তুত আরবি আশারা (عشرة) শব্দ হতে উশর (عشر) শব্দের উৎপত্তি।

আশারা অর্থ দশ এবং উশর অর্থ এক দশমাংশ। জমিতে উৎপাদিত ফসলের দশ ভাগের এক ভাগ যাকাত হিসাবে প্রদান করতে হয়। তাই ফসলের যাকাতকে 'উশর' নামকরণ করা হয়েছে। নগদ অর্থ, সোনা-রূপা, গবাদি পশু ও ব্যবসায়িক পণ্যের যাকাত প্রদান যেমন বাধ্যতামূলক, জমি হতে উৎপাদিত ফসলের উশর প্রদানও তদ্রূপ ফরয।

উশর ফরয হওয়ার শর্ত

জমিতে উৎপাদিত শস্যের উপর উশর (যাকাত) ফরয হওয়ার শর্ত চারটি:

০১. মুসলিম হওয়া, কাফির বা অন্য মতাবলম্বীদের উপর উশর ফরয হয় না।

০২. ভূমি উশরী হওয়া।

০৩. ভূমিতে উৎপাদিত ফসল হওয়া।

০৪. উৎপাদিত ফসল এমন হতে হবে যা এ জাতীয় ভূমি হতে সচরাচর উৎপাদন করা হয় এবং যা দ্বারা মানুষ উপকার লাভ করে থাকে। উশর ফরয হওয়ার জন্য প্রাপ্ত

বয়স্ক ও জ্ঞানবান হওয়া এবং নিসাব পরিমাণ মাল হওয়া শর্ত নয়। (ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী ১ম খণ্ড ও বাদায়েউস সানায়ে ১ম খণ্ড)

যে সকল ভূমির ফসল বৃষ্টি বা বর্ষার পানি দ্বারা উৎপাদন করা হয় পরিশ্রম করে পানি সিঞ্চন করে নয় সেসব ভূমির উৎপন্ন ফসলের এক দশমাংশ আদায় করা ফরয। অর্থাৎ দশ মণ শস্য উৎপাদিত হলে এক মণ হবে উশর। আর যে সব ভূমির ফসল পরিশ্রম করে পানি সিঞ্চনের মাধ্যমে উৎপাদন করতে হয় সেসব ভূমির উৎপন্ন ফসলের বিশ ভাগের এক ভাগ আদায় করা ফরয। অর্থাৎ বিশ মণ শস্য উৎপাদন হলে এর বিশ ভাগের এক ভাগ এক মণ দিতে হবে।

এ প্রসঙ্গে রাসূল (সা.) বলেন:

عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وما سقى بالنضح نصف العشر

"আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী (সা.) বলেছেন: যেসব ভূমি বৃষ্টি ও ঝর্ণার পানি দ্বারা অথবা নদ-নদী দ্বারা স্বাভাবিকভাবে সিঞ্চিত হয়, তাতে 'উশর' (দশমাংশ) ফরয হবে। আর যেসব ভূমিতে পানি সেচ করতে হয় তাতে বিশ ভাগের এক ভাগ ফরয হবে।"

(সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুষ যাকাত, হাদীস নং ১৩৮৭)

উশর ফরয হওয়ার দলীল কুরআন ও হাদিস হতে

মানুষের প্রতি আল্লাহ তা'আলার একটি বিশেষ নিয়ামত হচ্ছে, জমিন থেকে বিভিন্ন ধরনের ফসলের ব্যবস্থা করা, যা দ্বারা তারা জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَا جَنَّاتٍ مَعْرُوْشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوْشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا اللهِ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهٍ إِذَا أَثْمَرَ وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ(ۘ

"আল্লাহ ঐ সত্তা, যিনি নানা প্রকারের উদ্যান বানিয়েছেন, কিছু লতা-গুলা, যা কোন কাণ্ড ছাড়াই মাচানের উপর তুলে রাখা হয়েছে, (আবার কিছু গাছ), যা মাচানের উপর তুলে রাখা হয়নি (স্বীয় কাণ্ডের উপর তা এমনিই দাঁড়িয়ে আছে। তিনি আরো সৃষ্টি করেছেন), খেজুর গাছ এবং বিভিন্ন (স্বাদ ও) প্রকারবিশিষ্ট খাদ্যশস্য ও আনার। এগুলো (স্বাদে-গন্ধে) এক রকমও হতে পারে, আবার ভিন্ন ধরনেরও হতে পারে, যখন তা ফলবান হয় তোমরা তার ফল খাও, আর তোমরা ফসল তোলার দিন তার হক আদায় করো। আর তোমরা কখনো অপচয় করো না; নিশ্চয় আল্লাহ অপচয়কারীদেরকে পছন্দ করেন না।"

(সূরা আন'আম- ১৪১)

আল্লাহ তা'আলা বান্দাদেরকে এসব নিয়ামত প্রদানের পর এর শুকরিয়া আদায়স্বরূপ এর থেকে নির্দিষ্ট একটি অংশ দান করতে বলেছেন। তিনি বলেন,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّآ اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ۗ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ۝

"হে মুমিনগণ, তোমরা ব্যয় কর উত্তম বস্তু, তোমরা যা অর্জন করেছ এবং আমি যমীন থেকে তোমাদের জন্য যা উৎপন্ন করেছি তা থেকে এবং নিকৃষ্ট বস্তুর ইচ্ছা করো না যে, তা থেকে তোমরা ব্যয় করবে। অথচ চোখ বন্ধ করা ছাড়া যা তোমরা গ্রহণ করো না। আর জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ অভাবমুক্ত, সপ্রশংসিত।"

(সূরা বাকারাহ-২৬৭)

যেসব ফসলের উপর যাকাত আদায় করা আবশ্যক

হাদীসে এসেছে,

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، قَالَ إِنَّمَا سَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ الزَّكَاةَ فِي هُذِهِ الْأَرْبَعَةِ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالذَّبِيبِ وَالتَّمْرِ

উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ গম, যব, কিসমিস এবং খেজুর এই চারটি শস্যের যাকাত প্রবর্তন করেছেন।

(সুনানে দার কুতনী, হা/১৯৩৬। জামেউস সগীর, হা/৫৮৯৭: সিলসিলা সহীহাহ, হা/৮৭৯।)

অপর হাদীসে এসেছে,

عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ ، قَالَ : عِنْدَنَا كِتَابُ مُعَاذٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : أَنَّهُ إِنَّمَا أَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ وَالذَّبِيْبِ وَالتَّمْرِ

মূসা ইবনে তালহা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ কর্তৃক মু'আয (রাঃ) এর নিকট প্রেরিত পত্র আমাদের নিকট ছিল। যাতে তিনি গম, যব, কিসমিস ও খেজুরের যাকাত গ্রহণ করেছেন।

(মুসনাদে আহমাদ, হা/২২০৪১। সুনানে দার কুতনী, হা/১৯১৪; সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী, হা/৭৭২৩। মুস্তাদরাকে হাকেম, হা/১৪৫৭: মিশকাত, হা/১৮০৩।)

উল্লেখিত হাদীসদ্বয়ে বর্ণিত চারটি শস্যের যাকাতের কথা বলা হলেও এই চারটিকেই নির্দিষ্ট করা হয়নি। বরং ওজন ও গুদামজাত সম্ভব সকল শস্যই এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন ধান, ভুট্টা ইত্যাদি।

ভূমি থেকে উৎপাদিত বিভিন্ন ধরনের শাক-সবজি ও ফল-মূলের মধ্যে ওশর দেয়া ওয়াজিব হবে কিনা- এ বিষয়ে আলেমদের মধ্যে দ্বিমত রয়েছে। কতক উলামায়ে কেরামের মত হচ্ছে, শাক-সবজি ও ফল-মূল অর্থাৎ যেসব জিনিস গুদামজাত করা যায় না এবং স্থায়ী থাকে না, তাতে যাকাত আসবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ ইরশাদ করেন,

عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : لَيْسَ فِي الْخُضْرَوَاتِ صَدَقَةٌ.

মূসা ইবনে তালহা (রহ.) তার পিতা হতে
বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন, শাক-সবজিতে কোন যাকাত (ওশর) নেই।

(মুসনাদুল বাযযার, হা/৭৪০। জামেউস সগীর, হা/৯৫৪২।)

আবার কতক উলামায়ে কেরাম মনে করেন, শাক-সবজি ও ফল-মূলের মধ্যেও ওশর ওয়াজিব হবে। কেননা আল্লাহ তা'আলার বাণী হচ্ছে,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

হে ঈমানদারগণ! তোমরা যা উপার্জন করেছ এবং আমি জমিন থেকে তোমাদের জন্য যা বের করেছি তার মধ্য হতে পবিত্র জিনিসসমূহ দান করো।

(সূরা বাকারা- ২৬৭)

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

আর তোমরা ফসল তোলার দিন তার হক আদায় করো এবং অপচয় করো না। নিশ্চয় আল্লাহ অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না। (সূরা আন'আম- ১৪১)

উক্ত আয়াতে ব্যাপকভাবে এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, জমি থেকে যা উৎপন্ন হয়, তার হক আদায় করতে হবে। এখানে কোন কিছুকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়নি। সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ গ্রন্থকার এ মতটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

উৎপাদিত ফসলের নিসাব

ফসলের যাকাত আদায়ের জন্য সর্বনিম্ন পরিমাণ হচ্ছে পাঁচ ওয়াসাক। পাঁচ ওয়াসাকের কম পরিমাণ কোন ফসলের উপর যাকাত ফরয নয়। হাদীসে এসেছে,

وَلَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسَةِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : أَوْ سُقٍ صَدَقَةٌ

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন, পাঁচ ওয়াসাকের কম পরিমাণ (শস্য ও ফল) যাকাতের জন্য গণনা করা হয় না।

(মুয়াত্তা ইমাম মালিক, হা/৫৭৭; সহীহ বুখারী, হা/১৪৪৭, সহীহ মুসলিম, হা/২৩১০, আবু দাউদ, হা/১৫৬০, নাসাঈ, হা/২৪৪৫, ইবনে মাজাহ, হা/১৭৯৪; তিরমিযী, হা/৬২৬; মুসনাদে আহমাদ, হা/১১০৪৪: সহীহ ইবনে খুযায়মা, হা/২২৯৪। মুসনাদে আবু ই'আলা, হা/৯৭৯। মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক, হা/৭২৪৯: মুসনাদে দারেমী, হা/১৬৭৪।)

উল্লেখ্য যে, ১ ওয়াসাক ৬০ সা'। অতএব ৫ ওয়াসাক সুতরাং ১ সা' = ২ কেজি ৫০০ গ্রাম হলে, ৩০০ সা' কেজি অর্থাৎ ১৮ মণ ৩০ কেজি। ৬০ x ৫ = ৩০০ সা'। ৩০০ × ২.৫ = ৭৫০

অতএব কেউ যদি উপরোক্ত পরিমাণ ফসল পায়, তাহলে নিম্নে বর্ণিত হাদীস অনুযায়ী যাকাত বের করতে হবে:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ

আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূল বলেছেন, বৃষ্টি বা ঝর্ণার পানির সাহায্যে পরিচালিত সেঁচ কার্য কিংবা ভূ-গর্ভস্থ পানি দ্বারা চালিত চাষাবাদের ক্ষেত্রে যাকাতের পরিমাণ হবে এক দশমাংশ এবং যন্ত্রপাতির সাহায্যে পরিচালিত সেঁচকার্যের ক্ষেত্রে যাকাতের পরিমাণ হবে এক-দশমাংশের অর্ধেক।

(সহীহ বুখারী, হা/১৪৮৩। তিরমিযী, হা/৬৩৯। ইবনে মাজাহ, হা/১৮১৬; সহীহ ইবনে খুযায়মা, হা/২৩০৮। সহীহ ইবনে হিব্বান, হা/৩২৮৫: দার কুতনী, হা/২০৩৩; মু'জামুল কাবীর লিত তাবারানী, হা/১২৯৩৩। বায়হাকী, হা/৭২৭৬। শারহুস সুন্নাহ, হা/১৫৮০। জামেউস সগীর, হা/৭৭২১: মিশকাত, হা/১৭৯৭।)

অতএব, ব্যয়হীন তথা বৃষ্টির পানি, নদী বা খালের পানি ইত্যাদির মাধ্যমে উৎপাদিত ফসলের যাকাতের পরিমাণ হবে ওশর তথা ১০ ভাগের ১ ভাগ বা ১০%।

আর ব্যয়বহুল তথা কূপ খনন করে পানি সংগ্রহ করা বা সেঁচ ব্যবস্থার মাধ্যমে উৎপাদিত ফসলের যাকাতের পরিমাণ হবে নিসফুল ওশর তথা ২০ ভাগের ১ ভাগ বা ৫%।

বৃষ্টির পানি ও কৃত্রিম সেঁচ উভয়ের সমন্বয়ে উৎপাদিত ফসলের যাকাত

যেসব ফসল কেবল বৃষ্টির পানি অথবা কেবল কৃত্রিম সেঁচের মাধ্যমে উৎপন্ন হয় না; বরং কিছু অংশ বৃষ্টির পানিতে এবং কিছু অংশ কৃত্রিম সেঁচের মাধ্যমে উৎপন্ন হয়, সেসব ফসলের যাকাত বের করার নিয়ম হল, যদি বৃষ্টির পানির পরিমাণ বেশি হয় তাহলে ১০ ভাগের ১ ভাগ তথা ১০% যাকাত দিতে হবে। আর যদি কৃত্রিম সেঁচের পরিমাণ বেশি হয়, তাহলে ২০ ভাগের ১ ভাগ তথা ৫% যাকাত দিতে হবে।

আর যদি ফসলের অর্ধেক অংশ বৃষ্টির পানিতে এবং অর্ধেক অংশ কৃত্রিম সেঁচের মাধ্যমে উৎপন্ন হয়, তাহলে ৭.৫০% যাকাত দিতে হবে।

(ফিকহুস সুন্নাহ ১/৩৫৪ পৃঃ। নায়লুল আওতার ৪/২০১।)

ফসলের যাকাত কখন আদায় করবে

শস্য ও ফলের উপর যাকাত নিসাব পূর্ণ হলে তার উপর এক বছর অতিক্রান্ত হওয়ার প্রয়োজন হয় না। বরং ফসল কাটার সময় যদি উৎপাদিত শস্য নিসাব পরিমাণ হয়, তাহলে যাকাত আদায় করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা ফসল কাটার দিনই এর যাকাত আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন,

وَاتُوْا حَقَّهَ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِين(ً

আর তোমরা ফসল তোলার দিন তার হক আদায় করো এবং অপচয় করো না। নিশ্চয় আল্লাহ অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না। (সূরা আন'আম- ১৪১)

কাজেই একই বছরে জমিতে যতবার ফসল উৎপন্ন হবে ততবারই যাকাত আদায় করতে হবে।

ফল ও শস্য যখনই পরিপক্ক হয় তখনই তার উপর যাকাত ধার্য হয়। ফসল সংগ্রহ করার আগেই যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে তার উপর যাকাত ধার্য হবে না। জমির মালিক মারা গেলেও তার উত্তরাধিকারীকে যাকাত পরিশোধ করতে হবে। সমজাতীয় ফসল একত্র করে পরিমাপ করা যাবে। যেমন ধানের ক্ষেত্রে মিনিকেট, আঠাশ, উনত্রিশ, স্বর্ণ, চায়না, পারিজা ইত্যাদি। তবে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের ফসল পৃথকভাবে পরিমাপ করতে হবে। যেমন- ধান, গম ইত্যাদি।

(সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ ২/৪৫ পৃঃ।)

যাকাত আদায়ের সময় চাষাবাদের খরচ বাদ যাবে। জমি চাষ, বীজ বপন, চারা রোপণ, সার প্রয়োগ এবং শস্য কর্তন সম্পর্কিত সমুদয় খরচ বাদ দিয়ে কৃষিপণ্যের উপর যাকাত আদায় করতে হবে। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন,

يَقْضِي مَا أَنْفَقَ عَلَى الثَّمَرَةِ ، ثُمَّ يُزَكِّي مَا بَقِيَ

প্রথমে ফল উৎপাদনের জন্য যা ব্যয় করেছে তা পরিশোধ করবে, অতঃপর অবশিষ্টাংশের যাকাত আদায় করবে।

(সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী, হা/৬৮৫৮: মারেফাতুস সুনান ওয়াল আছার, হা/২৫১১।)

উল্লেখ্য যে, শস্য উৎপাদনের জন্য যদি কেউ ঋণ নিয়ে থাকে, তাহলে শস্য কর্তনের পরে প্রথমে ঋণ পরিশোধ করে অবশিষ্ট শস্যের যাকাত আদায় করবে। ইবনে উমর (রাঃ) বলেন,

يَبْدَأُ بِمَا اسْتَقْرَضَ فَيَقْضِيهِ وَيُزَكِّي مَا بَقِيَ

প্রথমে যে ঋণ নিয়েছে তা পরিশোধ করবে। অতঃপর অবশিষ্টাংশের যাকাত আদায় করবে।

(সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী, হা/৭৮৫৮। মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা, হা/১০১৯২।)

কৃষিজ ফল ও ফসলের উশর

ইমাম আবু হানীফা (র.) এর মতে, উশরী জমিতে উৎপাদিত ফল ও ফসল যথা ধান, গম, যব, পাট, সরিষা, কলাই, বুট, বীজ, সুপারী, নারিকেল, ইক্ষু, খেজুর, আম, কলা, পেয়ারা, লিচু, কাঠাল, আনারস ইত্যাদির উপর উশর ফরয। আর এটাই হলো জমিনের যাকাত। এমনিভাবে পাহাড়ী গাছের ফল-ফলাদির উপরও উশর ফরয। অনুরূপভাবে কোন মুসলিম নিজের বাড়ি বা বাড়ির আঙ্গিনা বা কোন কবরস্থানকে বাগান বানালে ঐ

বাগান যদি উশরী পানি দ্বারা আবাদ করা হয় তবে বাগানের ফল-ফলাদির উপর উশর ফরয হবে। বাড়িতে উৎপাদিত ফল-ফলাদির উপর উশর ফরয হয় না।

(ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী, ১ম খণ্ড ও আল-হিদায়া, ২য় খণ্ড)

উশরী জমির ফসল যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে কোন কারণবশত নষ্ট হয়ে যায় তবে উশর মাফ হয়ে যাবে। (বাদায়েউস সানায়ে, ২য় খণ্ড)

মধুর উশর

উশরী জমি থেকে মধু সংগ্রহ করা হলে তাতে উশর ফরয হবে।

(ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী, ১ম খণ্ড ও হিদায়া ২য় খণ্ড)

হাদীসে আছে:

حدثنا احمد بن ابى شعيب الحراني نا موسى بن اعين عن عمرو بن الحارث المصرى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء هلال احد بني متعان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له وكان سأله ان يحمى له واديا يقال له سلبة فحمى له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوادي فلما ولى عمر بن الخطاب رضى الله عنه كتب سفيان بن وهب الى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك فكتب عمر ان ادى اليك ما كان يؤدى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله فاحم له سلبة والا فانما هو ذباب غيث باكله من شاء

"আহমদ ইবনে আবু শুআইব (রা.) আমর ইবন শুআইব (রা.) থেকে পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা এবং দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনী মুতআনের সদস্য হিলাল (রা.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তাঁর মধুর উশর নিয়ে উপস্থিত হন। তিনি নবী করীম (সা.)-এর নিকট সালবা নামক উপত্যকাটি জায়গীর চান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত উপত্যকা তাকে জায়গীর দেন। অতঃপর হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.) যখন খালীফা নির্বাচিত হন, তখন সুফিয়ান ইবনে ওয়াহাব তাঁর সম্পর্কে জানতে চেয়ে একখানি পত্র লেখেন। এর জবাবে উমার (রা.) তাঁকে লিখে

জানান, সে রাসূলুল্লাহ (সা.) কে মধুর যে উশর দিত তা যদি তোমাকে দিতে থাকে তবে সালবা উপত্যকায় তার জায়গীর বহাল রাখ। অন্যথায় তা বনের মৌমাছি হিসাবে গণ্য হবে এবং যে কোন ব্যক্তি তার মধু খেতে পারবে।"

(সুনান আবু দাউদ, কিতাবুয যাকাত, হাদীস নং ১৬০০)

ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর মতে মধুতে উশর আদায় করার জন্য কোন নিসাব নির্ধারিত নেই। কম-বেশী যাই হোক উশরী জমি হতে তা সংগ্রহ করা হলে তাতে উশর ফরয হবে। (আল-হিদায়া ২য় খণ্ড)

শাক-সব্জির উশর

উশরী জমি থেকে উৎপাদিত শস্য যথা শাক-সব্জি, তরি-তরকারী ইত্যাদির উপর উশর ফরয। বৃষ্টি বা কুদরতী পানি দ্বারা শাক-সব্জি আবাদ হলে এক দশমাংশ (উশর) আদায় করতে হবে। আর বালতি-ডোল, কলসি, পাম্প ইত্যাদি দ্বারা পানি সেচ করে আবাদ করা হলে বিশ ভাগের এক ভাগ (নিসফ) উশর আদায় করতে হবে।

অন্যদিকে আখরোট এবং বাদামের উপরও উশর ফরয হবে।

(ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী, ১ম খণ্ড ও আল-হিদায়া, ২য় খণ্ড)

ইজারা দেয়া জমির ফসলের উশর

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে যদি উশরী জমি ইজারা (ভাড়া) দেয়া হয় তবে ঐ জমির উৎপাদিত ফসলের উপর উশর ফরয হবে এবং ইজারাদাতা মালিক তা আদায় করবে। ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ (র.)-এর মতে ইজারা গ্রহণকারীর উপর তা আদায় করা ফরয হবে। আর যদি ফসল কাটার পূর্বেই ফসল নষ্ট হয়ে যায়, তবে ইজারা দাতার উপর উশর ফরয হবে না এবং যদি ফসল ফলার পর তা নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে ইজারাদাতা ব্যক্তিকে উশর আদায় করতে হবে। ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর

মতে, ফসল নষ্ট হয়ে গেলে কোন অবস্থাতেই উশর ফরয হবে না। (ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী, ১ম. খণ্ড)

ওয়াকফকৃত জমির ফসলের উশর

ওয়াকফকৃত জমির উৎপাদিত ফসলের উপরও উশর ফরয। কেননা উশর ফরয হওয়ার জন্য জমির মালিক হওয়া শর্ত নয়; বরং উৎপাদিত ফসলের মালিক হওয়া শর্ত। কারণ উশর ফসলের উপর ফরয হয় জমির উপর নয়।

(বাদায়েউস সানায়ে, ২য় খণ্ড ও শামী ২য় খণ্ড)

ভাগচাষ, আরিয়াহ ও অবৈধ দখলী জমির উশর

ভাগচাষের ক্ষেত্রে জমির মালিক ও ফসলের মালিক তথা ভাগচাষী উৎপাদিত ফসল ভাগ করে নেয়ার পর নিজ নিজ অংশ মুতাবিক উশর প্রদান করবে।

আরিয়াহ মানে ধার। ধার নিয়ে কেউ যদি কারোর জমিতে ফসল উৎপাদন করে তাহলে সে উৎপাদিত ফসলের উপর আরিয়াহ গ্রহীতা উশর প্রদান করবে।

কোন ব্যক্তি যদি অবৈধভাবে কোন জমি দখল করে, সেটা হতে পারে জোর-জবরদস্তি বা এমনিতেই দখল করা যা অবৈধ বলে গণ্য, এমন জমিতে যদি চাষাবাদ করে তাহলে যে ফসল উৎপাদন হবে তার উপর উশর প্রদান করতে হবে।

যৌথ মালিকানাভুক্ত জমির উশর

ইজমালী জমি বা যৌথ মালিকানাভুক্ত কোন জমিতে যদি শস্য চাষাবাদ করা হয় তাহলে সে জমিতে উৎপাদিত শস্য শরীকগণের মধ্যে বণ্টন করার পর প্রত্যেকের প্রাপ্য অংশ নিসাব সমপরিমাণ হলে উশর প্রদান করতে হবে।

আবার কোন ব্যক্তির বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন মাঠে জমি থাকলে এবং ওগুলোর সম্মিলিত উৎপাদন যদি নিসাব পরিমাণ হয় তাহলে তাকেও উশর প্রদান করতে হবে।

যেসব শস্যে উশর নেই

যাকাত মুক্ত সম্পদ সম্পর্কে মহানবী (সা.) বলেছেন, "বাসস্থানের জন্য নির্মিত ঘরসমূহ, ঘরে ব্যবহার্য দ্রব্যাদি, আরোহনের জন্য পশু, চাষাবাদ ও অন্যান্য আবশ্যকীয় কার্যে ব্যবহৃত পশু ও দাস-দাসী, কাঁচা তরি-তরকারীসমূহ এবং মৌসুমী ফসলমূহ যা বেশি দিন সংরক্ষণ করা যায় না, অল্পদিনে বিনষ্ট হয়ে যায়; যথা আম, পেঁপে, শসা, তরমুজ, বাঙ্গী ও লাউ ইত্যাদিতে যাকাত নেই।" (সহীহ আল-বুখারী, সহীহ মুসলিম, জামে আত-তিরমিযী, সুনান আবু দাউদ, কিতাবুয যাকাত)

অন্যদিকে হানাফী মাযহাবের সিদ্ধান্ত অনুসারে নিজে নিজে উৎপন্ন দ্রব্যাদি যথা বৃক্ষ, ঘাস এবং বাঁশ ব্যতীত অন্য সমস্ত শস্যাদি, তরি-তরকারি ও ফলসমূহের যাকাত প্রদান করতে হয়। যাহোক, আল-কুরআনুল কারীম ও হাদীসের আলোকে যে সকল শস্যকে উশর থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে, সেগুলো হচ্ছে:

০১. ক্ষণস্থায়ী বা পচনশীল যাবতীয় কৃষিপণ্য।

০২. বপণ করার জন্য সংরক্ষিত বীজ।

উশর বাধ্যতামূলক হওয়ার পর রহিত হওয়ার বিধান

কোন ব্যক্তি বা কৃষকের উপর উশর প্রদান বাধ্যতামূলক হওয়ার পর নিম্নোক্ত যে কোন কারণে তা রহিত হতে পারে। যেমন:

০১. প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বন্যা, খরা, জলোচ্ছ্বাস বা পোকা-মাকড়ের আক্রমণে জমির ফসল নষ্ট ও ধ্বংস হয়ে গেলে।

০২. উশর দাতা মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হয়ে গেলে।

০৩. উশর দাতা ফসল নষ্ট বা ধ্বংস করে ফেলার পর উশর প্রদানের অসিয়ত না করে মৃত্যুবরণ করলে তার উপর উশর রহিত হয়ে যায়।

উশরী জমির পরিচিতি

উশরী জমিতে কৃষকগণ যে শস্য চাষ করে তার থেকেই উশর দেয়া ফরয। আর তাই উশরী জমির পরিচয় আমাদের জানা উচিত। উশরী জমির পরিচয় হলো:

০১. কোন এলাকার অধিবাসীগণ ইসলাম গ্রহণ করলে তাদের মালিকানাধীন জমি উশরী হবে।

০২. মুসলিম যোদ্ধাগণ কোন অমুসলিম এলাকা দখল করার পর সরকার তা মুসলিমগণের মধ্যে বণ্টন করলে উক্ত জমি উশরী হবে।

০৩. কোন মুসলিম ব্যক্তি সরকারের অনুমতি নিয়ে অনাবাদী জমি আবাদ করলে এবং তা উশরী ভূমির নিকটতর হলে তা উশরী জমি হিসেবে গণ্য হবে।

০৪. মুসলিম ব্যক্তি তার বসতবাড়িকে কৃষি জমিতে পরিণত করলে এবং তা উশরী পানি দ্বারা চাষাবাদ করলে তা উশরী জমি হিসেবে গণ্য হবে।

০৫. খারাজী জমি উশরী পানি দ্বারা চাষাবাদ করা হলে তা উশরী জমি হিসাবে গণ্য হবে।

০৬. উশরী জমি বংশ পরম্পরায় উশরীই গণ্য হবে।

০৭. কোন মুসলিম ব্যক্তি ক্রয়সূত্রে জমির মালিক হলে তা উশরী গণ্য হবে।

০৮. কোন মুসলিম ব্যক্তির যে জমি সম্পর্কে নিশ্চিতরূপে জানা যায় না যে, পূর্বে তা খারাজী জমি ছিল না উশরী জমি ছিল, সে ক্ষেত্রে উক্ত জমি উশরী গণ্য হবে।

বাংলাদেশের ভূমি উশরী না খারাজী

১. সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের ভূমি খারাজী—এ কথা দ্বিধাহীনভাবে বলা যায় না। তবে কিছু ভূমি যে উশরী, এ কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায়। আর উল্টোভাবে যে ভূমি উশরী নয়, খারাজী—তাতে সন্দেহ হলে তাকে উশরী সাব্যস্ত করা হয়। সে হিসেবে এ দেশের ভূমি উশরী হওয়াই সমীচীন। কেননা ফুকাহায়ে কেরাম বলেন, উশর হলো মুসলমানদের অনুকূল বিষয়; কারণ এতে ইবাদতের অর্থ রয়েছে। আর খারাজ হলো কাফেরদের অনুকূল বিষয়; কারণ তাতে শাস্তির গন্ধ আছে। তাছাড়া প্রাথমিকভাবে মুসলমানদের ওপর খারাজ কিছুতেই আরোপ হতে পারে না।

২. ফুকাহায়ে কেরামের নিকট বর্ণিত একটি কায়দা হলো—

الاحتياط في حقوق الله – لا في حقوق العباد

(قواعد الفقه، الرقم: ١٥)

অর্থাৎ, হুকুকুল্লাহর ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত; বান্দার হকের ক্ষেত্রে নয়। আমরা জানি, উশর হলো আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নির্ধারিত একটি ফরজ এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত একটি ইবাদত। একে **زكوة الأرض**-ও বলা হয়। এক কথায় এটি যাকাতেরই একটি প্রকার। আর যাকাত আদায় না করলে তার শাস্তি যে ভয়াবহ এবং এর প্রতি ভৎর্সনামূলক হুঁশিয়ারি কুরআন ও হাদিসে এসেছে, তা সর্বজনবিদিত। সে হিসেবেও সতর্কতাস্বরূপ বাংলাদেশের ভূমিকে উশরী হিসেবে গণ্য করার দাবি রাখে। কারণ খারাজী হওয়ার সুনির্দিষ্ট দলিল নেই। তাই সতর্কতার খাতিরে ইবাদত হিসেবে উশর আদায় করাই অধিক যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয়।

৩. তাছাড়া **أنفع للفقراء** (গরিবদের জন্য অধিক উপকারী) হিসেবেও উশর আরোপের পক্ষে মত প্রকাশ করা হয়। কেননা খারাজী ভূমিতে মুসলিম শাসক না থাকলে অনেক

ক্ষেত্রে কিছুই আদায় করতে হয় না। পক্ষান্তরে উশরী ভূমি থেকে মুসলিম শাসক না থাকলেও উশর আদায় করতে হয়। উল্লিখিত সকল কারণে বাংলাদেশের ভূমি খারাজী নয়; বরং উশরী—এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়।

খারাজের পরিচয় :

الخراج ما يخرج من الأرض - وسمي به ما يأخذه السلطان من وظيفة الأرض و الرأس

(হাশিয়ায়ে ইবনে আবেদীন, ২/৫৭০)
অর্থাৎ, খারাজ বলা হয় ভূমি থেকে উৎপন্ন আয়ের সেই করকে, যা রাষ্ট্র বা শাসক কর্তৃক নির্ধারিত হয়। মূলত খারাজ মালিকের উপর নয়; বরং জমির উপর আরোপিত হয়। তাই জমির উৎপাদন থাকুক বা না থাকুক, নির্ধারিত খারাজ আদায় করতে হয়।

এক কথায়, খারাজ বলা হয় এমন আর্থিক দায়কে, যা রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে জমির উপর ধার্য করা হয় এবং জমির মালিককে তা পরিশোধ করতে হয়। এটি ইবাদত নয়; বরং রাষ্ট্রের একটি আর্থিক অধিকার।

وفي الدر: (وحق السلطان) أي ثابت (الخراج رب الأرض) أو رب شاة (جنان) على التفصيل الآتي لا مطلقاً، فلو أسلم بعده أو انتقلت إليه بإرث أو شراء، لا يسقط عنه، لأنه وظيفة الأرض لا المالك.
)رد المحتار(٦/٣١٣ ،

খারাজের বিধান :
মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক খারাজ আরোপ করা হলে তা আদায় করা জরুরি। ইসলামী শরীয়তে খারাজের পরিমাণ কোনো ইবাদতের মতো নির্ধারিত নয়। বরং মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান জনগণের উপকার ও রাষ্ট্রের কল্যাণ বিবেচনা করে তা নির্ধারণ করেন। এজন্য আল্লাহ তাআলার নির্ধারিত যাকাতের মতো খারাজের পরিমাণ সর্বত্র সমান নয়; বরং স্থান, কাল ও পরিস্থিতি অনুযায়ী পরিবর্তিত হতে পারে। (আদাবুল ফিকহ ওয়াল মুফতি, ৫/৫০-৫১)

খারাজী ভূমি

যে ভূমি মুসলিম সেনাবাহিনী বিজয়ের পর মুসলমানদের মধ্যে বণ্টন না করে পূর্ববর্তী অধিবাসীদের হাতে রেখে তার উপর খারাজ ধার্য করা হয়, তাকে **খারাজী ভূমি** বলা হয়।

খারাজী ভূমির কয়েকটি লক্ষণ—

১. কোনো অনাবাদী জমি আবাদ করলে, তা উশরী জমির পাশে হলেও খারাজী হতে পারে।

২. মুসলিম শাসক কর্তৃক খারাজ আরোপিত জমি।

৩. কোনো ব্যক্তি খারাজী জমি ক্রয় করলে।

৪. খারাজী জমি মূলত উশরী জমিতে পরিণত হয় না; তবে উশরী জমি খারাজীতে পরিণত হতে পারে।

সাদাকাতুল ফিতরের পরিচিতি

সদকায়ে ফিতরের সংজ্ঞা: আভিধানিক অর্থ, 'সাদাকাহ' মানে দান এবং 'আল-ফিতর' মানে রোজা ভেঙে পানাহারের বৈধতা। অর্থাৎ পানাহারের বৈধতার সুযোগ প্রাপ্তিতে কিছু দান করা এবং 'ঈদুল ফিতর' মানে পানাহারের বৈধতা দানের আনন্দে খুশি। (সূত্র: কাওয়াঈদুল ফিকহ)

পারিভাষিক সংজ্ঞা: ফিকহবিদ বলেন, ঈদুল ফিতরের দিন ভোরে যে সদকা ওয়াজিব হয় তাকে সাদকায়ে ফিতর বলে।

সদকায়ে ফিতরের সংজ্ঞা: আভিধানিক অর্থ, 'সাদাকাহ' মানে দান এবং 'আল-ফিতর' মানে রোজা ভেঙে পানাহারের বৈধতা। অর্থাৎ পানাহারের বৈধতার সুযোগ প্রাপ্তিতে কিছু দান করা এবং 'ঈদুল ফিতর' মানে পানাহারের বৈধতা দানের আনন্দে খুশি। (সূত্র: কাওয়াঈদুল ফিকহ)

পারিভাষিক সংজ্ঞা: ফিকহবিদ বলেন, ঈদুল ফিতরের দিন ভোরে যে সদকা ওয়াজিব হয় তাকে সাদকায়ে ফিতর বলে। কারো কারো মতে সাদাকাতুল ফিতর মানে নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিকের উপর ঈদুল ফিতরের দিন সুবহে সাদেকের সময় থেকে যে 'দান' ওয়াজিব হয়। অন্যভাবে বলা যায়, ঈদুল ফিতরের দিন সুবহে সাদেকের সময় যার নিকট যাকাত ওয়াজিব হওয়া পরিমাণ অর্থ-সম্পদ থাকে শুধু তার উপরই সাদকাতুল ফিতর ওয়াজিব।

ফিতরা নির্ধারণের রহস্য

যাকাতের মতো সদকাতুল ফিতরও একটি আর্থিক ইবাদত। পবিত্র মাহে রমজানে সিয়াম পালন করতে গিয়ে সাধারণত আমাদের অনেক ভুলত্রুটি হয়ে যায়। সেই ত্রুটিবিচ্যুতির ক্ষতিপূরণ হিসেবে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত একটি ইবাদতের নাম সদকাতুল ফিতর। এটি পরম করুণাময় মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি পবিত্র উপহারও বটে। মূলত মাহে রমজানের রোজা পালনের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার বান্দার প্রতি যে অফুরন্ত নিয়ামত দান করেছেন, তার শোকর হিসেবে এবং রোজা পালনের ত্রুটি বিচ্যুতির ক্ষতিপূরণ বিবেচনায় সাদাকাতুল ফিতর ওয়াজিব করা হয়েছে।

সদকাতুল ফিতরের উদ্দেশ্য শুধু 'গরিবদের ঈদের খুশিতে শরিক করা' বলে যে ধারণা প্রচলিত রয়েছে, তা যথার্থ নয়। কেননা হাদিস শরিফে সদকাতুল ফিতরকে কাফফারাতুন লিসসাওম, অর্থাৎ রোজা অবস্থায় অবচেতনভাবে যে ত্রুটিবিচ্যুতি হয়ে যায়, তার কাফফারা বা ক্ষতিপূরণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

ফিতরা মূলত রোজার যাকাত। যাকাত যেমন মালকে পবিত্র করে, ঠিক তেমনি ফিতরাও রোজাকে পবিত্র করে। ওয়াকি ইবনুল জাররাহরা বলেন, সিজদায়ে সাহু যেমন নামাজের ক্ষতিপূরণ, তেমনি সাদাকাতুল ফিতর রোজার ক্ষতিপূরণ।

ফিতরা বা সদকাতুল ফিতর কার ওপর ওয়াজিব?

সদকাতুল ফিতরের নিসাব যাকাতের নিসাবের সমপরিমাণ। অর্থাৎ কারো কাছে সাড়ে সাত ভরি সোনা বা সাড়ে ৫২ ভরি রুপা অথবা তার সমমূল্যের নগদ অর্থ কিংবা নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের অতিরিক্ত সম্পদ ঈদুল ফিতরের দিন সুবহে সাদিকের সময় বিদ্যমান থাকলে তার ওপর সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব হবে।

যাঁর ওপর সদকাতুল ফিতর আদায় করা ওয়াজিব, তিনি নিজের পক্ষ থেকে যেমন আদায় করবেন, তেমনি নিজের অধীনদের পক্ষ থেকেও আদায় করবেন। তবে এতে জাকাতের মতো বর্ষ অতিক্রম হওয়া শর্ত নয়। (ফাতহুল কাদির: ২/২৮১)

এমনকি পবিত্র রমজানের শেষ দিনেও যে নবজাতক দুনিয়ায় এসেছে কিংবা কোনো ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেছে, তার পক্ষ থেকেও সদকাতুল ফিতর আদায় করতে হবে। (ফাতাওয়া আলমগিরি: ১/১৯২)

আকিল, বালিগ সন্তানের পক্ষ থেকে সাদকা ফিতর আদায় করা বাবার জন্য জরুরী নয়। কিন্তু সে যদি বাবার লালন-পালনে থাকে আর পিতা তার পক্ষ থেকে আদায় করে দেন তবে তা দুরস্ত বা বৈধ আছে। (বাহরুর রায়িক ২/২৫২, হিদায়া ১/২০৯) (বাদায়েউস সানায়ে ২/৫৩৩-৫৩৬)

নিজ গৃহের কাজের লোকদের পক্ষ থেকে সদকায়ে ফিতর আদায় করা উচিত তবে আবশ্যক নয়। (কিতাবুল ফাতাওয়া ৩/৩৫৭)

স্ত্রীর সাদকায়ে ফিতর স্বামীর উপর ওয়াজিব নয়। তবে স্ত্রীর পক্ষ থেকে আদায় করে নিলে আদায় হয়ে যাবে। এতে অনুমতি নিয়ে হোক বা না হোক। (হিদায়া ১/২০৯, দূররে মুখতার ৩/৩৮৫)

নিসাব পরিমাণ তথা সম্পদশালী ব্যক্তির নিজের পক্ষ থেকে, নাবালক সন্তানদের পক্ষ থেকে সাদাকাতুল ফিতর ওয়াজিব হয়। পরিবারস্থ স্ত্রী, কন্যা ও রোজগার বিহীন

সাবালক সন্তানের পক্ষ থেকে সাদাকাতুল ফিতর প্রদান করা উত্তম। তবে ওয়াজিব নয়। (হিদায়া, আলমগীরী-১)

সদকাতুল ফিতরের পরিমাণ

১) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন ঘোষক প্রেরণ করলেন সে যেন মক্কার পথে পথে এ ঘোষণা করে যে-জেনে রেখো! প্রত্যেক মুসলিম নর-নারী, গোলাম-স্বাধীন, ছোট-বড় প্রত্যেকের উপর সদকায়ে ফিতর অপরিহার্য। দুই মুদ (আধা সা) গম কিংবা এক সা অন্য খাদ্যবস্তু।

أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا ينادي في فجاج مكة : ألا إن صدقة الفطر واجب على كل مسلم، ذكر أو أنثى، حر أو عبد صغير أو كبير، مدان من قمح، أو صاع مما سواه من الطعام

(জামে তিরমিযী ১/৮৫)

২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আববাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি রমযানের শেষ দিকে বসরার মিম্বারের উপর খুতবা দানকালে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সদকাতুল ফিতর অপরিহার্য করেছেন এক সা খেজুর বা যব কিংবা আধা সা গম; গোলাম-স্বাধীন, নারী-পুরুষ ও ছোট-বড় প্রত্যেকের উপর।

فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصدقة صاعا من تمر أو شعير، أو نصف صاع من قمح على كل حر أو مملوك، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير

(সুনানে আবু দাউদ ১/২২৯)

৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ছালাবা রা. বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিতরের একদিন বা দুদিন আগে সাহাবীদের উদ্দেশ্যে খুতবা দিয়েছেন। সে খুতবায় তিনি বলেছেন, তোমরা প্রতি দু'জনের পক্ষ থেকে এক সা গম অথবা ছোট-বড় প্রত্যেকের মাথাপিছু এক সা খেজুর বা এক সা যব প্রদান করো।

أدوا صاعا من بر أو قمح بين اثنين، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير على كل أحد صغير أو كبير

(মুসান্নাফ আবদুর রাযযাক ৩/৩১৮)

সদাকায়ে ফিতর সম্পর্কিত হাদীসগুলো পর্যালোচনা করলে এ বিষয়ে মোট পাঁচ প্রকার খাদ্যের বর্ণনা পাওয়া যায়: যব, খেজুর, পনির, কিসমিস ও গম। এ পাঁচ প্রকারের মধ্যে যব, খেজুর, পনির ও কিসমিস দ্বারা সদকা ফিতর আদায় করতে চাইলে প্রত্যেকের জন্য এক সা' দিতে হবে। আর গম দ্বারা আদায় করতে চাইলে 'নিসফে সা' বা আধা 'সা' দিতে হবে।

"ফিতরা টাকা দ্বারা আদায় করলেও আদায় হয়ে যাবে। তার দলীল-

(2) (398)مصنف ابن أبي شيبة

في إعطاء الدراهم في زكاة الفطر

حدثنا أبو أسامة، عن زهير، قال: سمعت أبا إسحاق، يقول: «أَدْرَكْتُهُمْ وَهُمْ يُعْطُونَ فِي - 10371
صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام

হযরত যুহাইর (রহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ ইসহাক (রহ.) থেকে শুনেছি যে, তিনি বলেছেন, আমি সাহাবায়ে কেরাম (রা.) কে এই অবস্থায় পেয়েছি যে, তারা রমজানে সাদাকায়ে ফিতর খাবারের বিনিময়ে টাকা দ্বারা আদায় করতেন।

(ইবনে আবি শায়বা-২/৩৯৮, হাদীস-১০৩৭১।)

এটির সনদ সম্পূর্ণ সহীহ তথা প্রমাণযোগ্য।

তাছাড়াও ইমাম বুখারী (রহ.), ইবনে আবী শায়বা (রহ.) ও বায়হাকি (রহ.) বলেন, টাকা দিয়ে ফিতরা দিলে আদায় হয়ে যাবে। নিম্নে দেখুন বিস্তারিত,

(০১) যদি গম, কিসমিস, পনীর ইত্যাদি খাদ্য দ্রব্য দিয়ে ফিতরা আদায় করে, তাহলে হয়ে যাবে। তার দলীল বুখারী থেকে,

صحيح البخاري(2/130)

حدثنا يحيى بن محمد بن السكن، حدثنا محمد بن جهضم، حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن - 1503

عمر بن نافع عن أبيه، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: فرض رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم زكاة الفطر صاعا من ثمر، أو صاعا من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة

تعليق مصطفى البغاء (فرض) أوجب أو قدر

অর্থ: হযরত ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, প্রত্যেক গেলাম, আযাদ, পুরুষ, নারী, প্রাপ্তন্ত বয়স্ক, অপ্রাপ্ত বয়স্ক মুসলিমের উপর রাসূলুল্লাহ (সা.(كاة الفطر(সাদকাতুল ফিতর হিসাবে খেজুর হোক অথবা যব হোক এক সা' পরিমাণ আদায় করা আবশ্যক করেছেন এবং লোকজনের ঈদের সালাতে বের হওয়ার পূর্বেই তা আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন।

(বুখারী-২/১৩১, হাদীস-১৫০৬।)

صحيح البخاري(2/131)

حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد الله بن سعد - 1506 بن أبي سرح العامري، أنه سمع أنا سعيد الخدري رضي الله عنه، يقول: «كنا نُخرج زكاة الفطر

صناعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من ثمر، أو صاعا من أقط أَوْ صَاعًا مِنْ رَبِيبٍ

অর্থ: হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.)
থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা এক সা' পরিমাণ খাদ্য অথবা এক সা' পরিমাণ যব অথবা এক সা' পরিমান খেজুর অথবা এক সা' পরিমাণ পনির অথবা এক সা' পরিমাণ কিসমিস দিয়ে زكاة الفطر সাদাকাতুল ফিতর আদায় করতাম।

(বুখারী-২/১৩১, হাদীস-১৫০৬।)

উল্লেখ্য যে, উক্ত দুটি হাদীস দ্বারা একথা স্পষ্ট যে, কোন ব্যক্তি চাইলে মাল দ্বারা সাদাকাতুল ফিতর আদায় করতে পারবে। কিন্তু টাকা দ্বারা আদায় করা ভুল এধরনের কোন আলোচনা নেই।

আধুনিক হিসাবে সা ও নিসফে সা

১ সা= ২৮০.৫০ তোলা

১ তোলা = ১১.৬৬ গ্রাম (প্রায়)

অতএব,

১ সা= ৩২৭০.৬০ গ্রাম (প্রায়)

অর্থাৎ ৩ কেজি ২৭০ গ্রামের কিছু বেশি।

এবং আধা সা ১৬৩৫.৩১৫ গ্রাম বা ১.৬৩৫৩১৫ কেজি (প্রায়)

অর্থাৎ ১ কেজি ৬৩৫ গ্রামের কিছু বেশি।

(সূত্র: আওযানে শরইয়্যাহ, মুফতী মুহাম্মাদ শফী রাহ. পৃ. ১৮; মেট্রিক/আন্তর্জাতিক পদ্ধতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ (জনসাধারণের জন্য) ১৯৮২; বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্স ইনস্টিটিউশন পৃ. ৩]

হাদীসে এ ৫টি দ্রব্যের যেকোনোটি দ্বারা ফিতরা আদায়ের সুযোগ দেওয়া হয়েছে যেন মুসলমানগণ নিজ নিজ সামর্থ্য ও সুবিধা অনুযায়ী এর যেকোনো ১টি দ্বারা তা আদায় করতে পারে। এখন লক্ষণীয় বিষয় হল, সকল শ্রেণীর লোক যদি সবচেয়ে নিম্ন মূল্য-মানের দ্রব্য দিয়েই নিয়মিত সদকা ফিতর আদায় করে তবে হাদীসে বর্ণিত অন্য চারটি দ্রব্যের হিসেবে ফিতরা আদায়ের উপর আমল করবে কে? আসলে এক্ষেত্রে হওয়া উচিত ছিল এমন যে, যে ব্যক্তি উন্নতমানের আজওয়া খেজুরের হিসাবে সদকা ফিতর আদায় করার সামর্থ্য রাখে সে তা দিয়েই আদায় করবে। যার সাধ্য পনিরের হিসাবে দেওয়ার সে তাই দিবে। এর চেয়ে কম আয়ের লোকেরা খেজুর বা কিসমিসের হিসাব গ্রহণ করতে পারে। আর যার জন্য এগুলোর হিসাবে দেওয়া কঠিন সে আদায় করবে গম দ্বারা। এটিই উত্তম নিয়ম। এ নিয়মই ছিল নবী, সাহাবা-তাবেঈন ও তাবে তাবেঈনের স্বর্ণযুগে। এ পর্যন্ত কোথাও দুর্বল সূত্রে একটি প্রমাণ মেলেনি যে, স্বর্ণযুগের কোনো সময়ে সব শ্রেণীর সম্পদশালী সর্বনিম্ন মূল্যের দ্রব্য দ্বারা সদকা ফিতর আদায় করেছেন। এখানে এ সংক্রান্ত কিছু বরাত পেশ করা হচ্ছে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সর্বোত্তম দান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি ইরশাদ করেন-

أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها

'দাতার নিকট যা সর্বোৎকৃষ্ট এবং যার মূল্যমান সবচেয়ে বেশি'।-সহীহ বুখারী, কিতাবুল ইতক ৩/১৮৮; সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান বাব আফযালুল আমল ১/৬৯

এ হাদীসে রাসুলের যুগে এবং সাহাবাদের আমলে সদকা ফিতর কোন কোন বস্তু দ্বারা আদায় করা হত তার সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে।

ইমাম শাফেয়ীর মতে উত্তম হল হাদীসে বর্ণিত বস্তুর মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট ও সর্বোচ্চ মূল্যের দ্রব্য দ্বারা সদকা দেওয়া। অন্য সকল ইমামের মতও এমনই।

ইমাম মালিক রাহ.-এর নিকট খেজুরের মধ্যে সবচেয়ে উন্নত খেজুর 'আজওয়া খেজুর দেওয়া উত্তম। আজওয়া খেজুরের ন্যূনতম মূল্য ১০০০-১২০০ টাকা প্রতি কেজি।

ইমাম আহমদ রাহ.-এর নিকট সাহাবায়ে কেরামের অনুসরণে খেজুর দ্বারা ফিতরা আদায় করা ভালো।-আলমুগনী ৪/২১৯; আওজাযুল মাসালিক ৬/১২৮৮

ইমাম আবু হানীফা রাহ.-এর নিকটেও অধিক মূল্যের দ্রব্যের দ্বারা ফিতরা আদায় করা ভালো। অর্থাৎ যা দ্বারা আদায় করলে গরীবের বেশি উপকার হয় সেটাই উত্তম ফিতরা।

সাদাকাতুল ফিতরের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি মাসআলা

১. যদি কেহ ঈদের আগেই ফিতরা প্রদান করে, তা জায়েজ, এমনকি উত্তম ও বটে।

২. একজনের ফিতরা একজনকে বা কয়েক জনকে এবং কয়েক জনের ফিতরা একজনকেও দেওয়া জায়েজ। (ইমদাদুল-২-মাহামুদিয়া-৩)

৩. রোজা ও ফিতরা দুটি পৃথক ইবাদত, তাই যদি কোনো কারণে রোজা না রাখলেও ফিতরা দিতে হয়। (আলমগীরী-১)

৪. ঈদের নামাজের আগে আদায় করতে না পারলে ফিতরা মাফ হবে না। পরে তা আদায় করা ওয়াজিব তবে ঈদের ২-৩ দিন পূর্বে আদায় করা উত্তম, যাতে গরিব ফিতরার টাকা দিয়ে কেনাকাটা করে ঈদের আনন্দে শরীক হতে পারে।

৫. নিজ পরিবারভুক্ত নয় এমন লোকের পক্ষ থেকে তার অনুমতি ছাড়া ফিতরা দিলে আদায় হবে না।

৬. স্ত্রী লোক যদি সচ্ছল হয় তাহলে শুধু তার উপর সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব। তার নিজের ব্যতীত স্বামী, সন্তান বা মা-বাবার পক্ষ থেকে দেওয়া তার ওয়াজিব নয়।

৭. সদকায়ে ফিতর আদায় করার পর ঈদের দিন যদি মূল্যমান বেড়ে যায় তাহলে ঐ অতিরিক্ত মূল্যও আদায় করতে হবে। (ফাতাওয়া মাহমুদিয়া: ১৪/৩৯২)

৬. কেউ ফেতরা আদায় না করে মৃত্যুবরণ করলে তার পক্ষ থেকে তার উত্তরাধিকারী ফেতরা দিলেও আদায় হয়ে যাবে। (রুদ্দুল মুহতার: ২/১০৬)

৭. বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশ প্রবাসী কোন ব্যক্তি যদি বাংলাদেশে সাদাকাতুল ফিতর আদায় করতে চান তাহলে যে দেশে অবস্থান করছেন সেখানকার মূল্য হিসাবে তিনি ফিতর আদায় করবেন। এটাই অতি বিশুদ্ধমত। তবে হ্যা বাংলাদেশের মূল্য ধরে দিলেও দেয়া যাবে তা বৈধ আছে। প্রবাসীদের জন্য উত্তম হলো যে দেশের মূল্য হিসাব করা হলে সাদাকা গ্রহণকারী গরীব মিসকিন প্রমুখদের উপকার বেশি হবে সেখানকার মূল্য বিবেচনা করা।

বর্তমানে লন্ডন আমেরিকা সৌদি আরব ইত্যাদি উন্নত দেশেগুলোতে অবস্থানরত প্রবাসীগণ স্বীয় বাংলাদেশে ফিতরা আদায় করতে চাইলে আপনি যে দেশে আছেন সেখানকার মূল্য ধরে টাকা পাঠিয়ে দিবেন। এতে পৌনে দুই সের আটা বা গম ইত্যাদির মূল্য বেশি পরিমাণে আসবে। যা সাদাকা গ্রহণকারীদের জন্য উপকারী। অনুরূপ নিয়মে দেশে অবস্থানরত না-বালিগ সন্তানের পক্ষ থেকেও তাদের ফিতরা প্রবাসী পিতাকে আদায় করতে হবে। (আদ্দুরুল মুনতাকা ১/২২৬, বাদায়েউসসানায়ে২/৫৪৭, ফাতাওয়ারাহিমিয়া৭/১১৪,১৯৫, দারুল উলুম ৬/৩০৬)

৮. চাউল দ্বারা সাদকায়ে ফিতর: যদি কেউ কৃষিজাত ফসল যেমন ধান-চাউল ইত্যাদি দ্বারা সাদাকাতুল ফিতর আদায় করতে চায় তাহলে এতে ওজন গ্রহনযোগ্য নয়; বরং

এক্ষেত্রে মূল্য বিবেচ্য হবে। অর্থাৎ এক ছা' খেজুর বা আধা ছা' গমের বাজার দর যা আসে সে মূল্যের ধান-চাউল আদায় করতে হবে। (দুররে মুখতার ৩/৩১৯, ইমদাদুল ফাতাওয়া ২/১০৮)

যাকাত আদায়ের দায়িত্ব কার

ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার অন্যতম দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো, যাকাত ভিত্তিক অর্থব্যবস্থা চালু করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

আমি এদেরকে পৃথিবীতে কর্তৃত্ব দান করলে এরা সালাত কায়েম করবে, যাকাত আদায়ের ব্যবস্থা করবে এবং সৎকাজের নির্দেশ দেবে ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবে; (জেনে রেখো) সকল কর্মের পরিণাম আল্লাহর ইখতিয়ারে (ইচ্ছাধীন)। (সূরা হজ্জ-৪১)

অতএব যাকাত আদায় করা এবং তার সুষম বণ্টন করার মূল দায়িত্ব সরকারকেই গ্রহণ করতে হবে। সরকার এ উদ্দেশ্যে কর্মচারী নিয়োগ করে ধনীদের কাছ থেকে যাকাত আদায় করবে এবং নির্দিষ্ট খাতসমূহে বণ্টন করে দেবে।

যাকাতদাতার করণীয়

ইখলাস বজায় রাখা:
যে কোন আমল কবুল হওয়ার জন্য পূর্বশর্ত হচ্ছে, তার মধ্যে যথাযথ পরিমাণ ইখলাস বজায় থাকা। সুতরাং যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে পরিপূর্ণভাবে ইখলাস থাকা বাধ্যতামূলক। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَسَيُجَنَّبُهَا الأتقى - الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى - وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى - إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى

এ থেকে (জাহান্নাম থেকে) দূরে রাখা হবে আল্লাহভীরু ব্যক্তিদেরকে, যে আত্মশুদ্ধির জন্য তার ধনসম্পদ হতে দান করে। অতঃপর তার উপর মহান পালনকর্তার সন্তুষ্টি ব্যতীত অন্য কোন প্রতিদানযোগ্য অনুগ্রহ থাকে না।

(সূরা লাইল: ১৭-২০)

আর হাদীসে এসেছে, উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন, নিশ্চয় সকল আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল।

(সহীহ বুখারী, হা/১; আবু দাউদ, হা/২২০৩: ইবনে মাজাহ, হা/৪২২৭; সহীহ ইবনে হিব্বান, হা/৩৮৮: বায়হাকী, হা/১৮১; জামেউস সগীর, হা/৪০৭৪; মিশকাত, হা/১।)

অতএব, যাকাত আদায়কারীকেও অবশ্যই ইখলাসের দিকে মনোযোগী হতে হবে, যাতে কোনভাবে এতে ঘাটতি না থাকে। নতুবা এটি লোক দেখানো আমল হিসেবে পরিগণিত হয়ে বড় ধরনের পাপের ভাগিদার হতে হবে।

প্রকাশ্যে যাকাত দিতে গিয়ে অহংকারী না হওয়া:

শরীয়তের একটি মূলনীতি হচ্ছে ফরয ইবাদাতসমূহ প্রকাশ্যে এবং নফল ইবাদাতসমূহ গোপনে করাই উত্তম। যেহেতু যাকাত ফরয ইবাদাতের অন্তর্ভুক্ত, সুতরাং যাকাত প্রকাশ্যে আদায় করাই উত্তম। তবে যদি রিয়ার (লোক দেখানোর) ভয় থাকে, তাহলে গোপনে আদায় করাই উত্তম। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

তোমরা যদি প্রকাশ্যে দান কর, তবে তা উত্তম। আর যদি গোপনে গরীবদেরকে দান কর, তবে তা তোমাদের জন্য আরো ভালো। আল্লাহ তোমাদের গোনাহ ক্ষমা করেন এবং তোমাদের কর্ম সম্পর্কে খবর রাখেন। (সূরা বাকারা- ২৭১)

অতএব যদি কোন ধরনের গোনাহের ভয় অথবা বিপদের আশংকা না থাকে, তাহলে প্রকাশ্যে যাকাত আদায় করবে এবং অন্যান্য নফল সাদাকা প্রদানের

ক্ষেত্রে গোপনীয়তা অবলম্বন করবে। কিন্তু এরপরও যদি তা প্রকাশ পেয়ে যায় এবং এজন্য সে দুনিয়ায় কোন পৃথক সম্মান লাভ করে থাকে, তাহলে এ ক্ষেত্রে উক্ত সম্মানটি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত বলে মনে করবে এবং এ জন্য আরো অধিক হারে শুকরিয়া আদায় করবে।

যাকাত দিয়ে খোঁটা দেয়া যাবে না:

কাউকে কোন কিছু দান করার পর খোঁটা দেয়াটা একটি মারাত্মক অন্যায়। যে ব্যক্তি এরূপ করে তার উক্ত দান সম্পূর্ণভাবে বরবাদ হয়ে যায়। এ কারণে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِ وَالْأَذَى

হে ঈমানদারগণ! খোঁটা এবং কষ্ট দিয়ে তোমরা তোমাদের দানকে বরবাদ করে দিও না। (সূরা বাকারা- ২৬৪)

উপরন্তু যারা এসব কাজ করবে, আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর খুবই রাগান্বিত হন। হাদীসে এসেছে,

عَنْ أَبِي ذَرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ، قَالَ فَقَرَأَهَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَ مِرَارٍ قَالَ أَبُو ذَرٍ خَابُوا وَخَسِرُوا مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ : الْمُسْبِلُ وَالْمَنَّانُ وَالْمُنَفِقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ

আবু যর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী বলেন, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তিন শ্রেণির লোকের সাথে কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না এবং তাদেরকে পবিত্রও করবেন না; বরং তাদের জন্য রয়েছে ভয়ানক শাস্তি। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ এ কথাটি তিনবার পাঠ করলেন। আবু যর (রাঃ) বলে উঠলেন, তারা তো ধ্বংস হবে এবং ক্ষতিগ্রস্ত হবে। হে আল্লাহর রসূল! এরা কারা? তিনি বললেন, (১) যে ব্যক্তি পায়ের গোছার নিচে কাপড় ঝুলিয়ে চলে, (২) যে ব্যক্তি কোন কিছু দান করে খোঁটা দেয় এবং (৩) যে ব্যক্তি মিথ্যা শপথের মাধ্যমে পণ্যদ্রব্য বিক্রি করে।

(সহীহ মুসলিম, হা/৩০৬: আবু দাউদ, হা/৪০৮৯; সহীহ ইবনে হিব্বান, হা/৪৯০৭: সুনানে দারেমী, হা/২৬০৫।)

অতএব, যাকাতদাতাকে অবশ্যই এ বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে যে, তার মুখ দিয়ে যেন এমন কোন কথা বের না হয়, যা যাকাত গ্রহণকারীর জন্য কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

যাকাত গ্রহণকারীর জন্য করণীয়

যিনি যাকাতের মাল গ্রহণ করবেন, তাকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে:-

১. যাকাত গ্রহণকারীকে যাকাতের হকদার হতে হবে।
২. যা পায় তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে।দানকে তুচ্ছ ও ছোট মনে না করে সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করতে হবে।
৩. প্রয়োজনের বেশি চাইবে না।
৪. দাতার কৃতজ্ঞতা আদায় করবে। কারণ যে মানুষের শুকরিয়া আদায় করে না, সে আসলে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে না।
৫. যাকাতদাতার জন্য দু'আ করবে, বলবে, صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ)সাল্লাল্লাহু আলাইকা(অর্থাৎ আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ বর্ষণ করুন। অথবা اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلَان

(আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা আ-লি ফুলান) অর্থাৎ হে আল্লাহ! অমুকের পরিবারবর্গের প্রতি অনুগ্রহ বর্ষণ করুন। (ফুলান এর স্থলে দাতার নাম নেবে।)
আল্লাহ তা'আলা বলেন,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

তাদের সম্পদ হতে যাকাত গ্রহণ করো। এর দ্বারা তুমি তাদেরকে পবিত্র করবে এবং পরিশুদ্ধ করবে। আর তুমি তাদের জন্য দু'আ করো। নিশ্চয় তোমার দু'আ তাদের জন্য প্রশান্তিদায়ক; আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। (সূরা তওবা- ১০৩)

রাসূলুল্লাহ বলেছেন,

وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُوْنَهُ فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَا فَأْتُمُوهُ

যে ব্যক্তি তোমাদের কোন উপকার করে তোমরা তার প্রতিদান দেয়ার মত কিছু না পাও, তাহলে তার জন্য তোমরা দু'আ করো। যাতে তোমরা মনে করতে পার যে, তার প্রতিদান দিয়েছ।

(আবু দাউদ, হা/১৬৭২; নাসাঈ, হা/২৫৬৭: মুসনাদে আহমাদ, হা/৫৩৬৫। সিলসিলা সহীহাহ, হা/২৫৩; সহীহ তারগীব ওয়াত তারহীব, হা/৮৫২)

তথ্যসূত্র: ১) সিয়াম ও যাকাত বই- শায়েখ আব্দুর রহমান বিন মুবারক আলী।
২) আইওএম এর যাকাত মডিউল
৩) ইসলামী অর্থব্যবস্থায় যাকাত- জাবেদ মুহাম্মদ।
৪) যাকাতের বিধান ১ম খন্ড- মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহিম।

সারসংক্ষেপ

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। যার মধ্যে নিহিত আছে মানব জীবনের সামগ্রিক সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান। আর অর্থনৈতিক সমস্যা মানব জীবনের সবচেয়ে বড় সমস্যা। বর্তমান বিশ্বের অর্থব্যবস্থাতে শুধুমাত্রই ব্যক্তিস্বার্থ। সমাজের হতদরিদ্র বা বঞ্চিতদের জন্য ছাড় দেওয়ার কোন সুযোগ সেখানে নেই। আদর্শিকভাবে এর বিরুদ্ধে ইসলাম আমাদেরকে যাকাতের বিধান দিয়েছে। যার ফলে ব্যক্তির নৈতিক ও মানসিক উন্নতি হয়। সমাজ থেকে শ্রেণী বৈষম্য বিদূরিত হয়। গড়ে ওঠে অসহায় গরীব ও বিত্তবানদের মধ্যে এক সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পর্ক। যাকাত ধনী-গরীবের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতির বন্ধন সুদৃঢ় করে। যাকাত আদায়ের ফলে অন্তর পরিস্কার ও পরিশুদ্ধ হয় এবং কৃপণতার মত ঘৃণ্য চরিত্র থেকে মুক্তিলাভ করা যায়। যাকাত ব্যক্তিকে দানশীল, মহানুভব এবং অভাবে জর্জরিত বঞ্চিত মানবতার প্রতি দয়া পরবশ হতে অভ্যস্ত করে। আল্লাহর পক্ষ থেকে বরকত ও বিনিময় লাভ করা যায়। গোনাহ সমূহ মোচন হয়। যাকাত প্রদানের কারণে অর্থের অন্ধ মোহ হ্রাস পায়। অপচয় হতে মুক্ত থাকা যায় ও গরীব-দুঃখীদের দুঃখ-দুর্দশা লাঘব করার মানসিকতা তৈরী হয়। ফলে দুনিয়াতে গড়ে ওঠে সুশীল ও সুন্দর সমাজ এবং পরকালে অর্জিত হয় জান্নাতের অফুরন্ত নেয়ামত। মহান আল্লাহ আমাদেরকে তা অর্জন করার তাওফীক দিন। আমীন!

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ